পর্ণপুট।

শ্রীকালিদাস রায়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম্-এ, বি-এল্

সম্পাদিত।

মূল্য এক টাকা।

উৎসর্গ

সাহিত্যাগ্রজ

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী

মহাশয় চরণে

ওগো দেব, আসিয়াছি পূজিতে চরণ ;
দীনের ক্ষমিতে হ'বে দীন আয়োজন।
তুমি যে নমস্য দ্বিজ,—ওগো তার লাগি
হই নাই আমি তব ভক্ত, অনুরাগী।
জনমেছ আগে তুমি, তারো লাগি নয় ;
সুরূপ কন্দর্প সম লোকে তোমা কয় ;
লভিয়াছ কমলার কৃপা, তুমি ধনী,
তারো লাগি নহে, তাও মনে নাহি গণি।
তুমি জ্ঞানী, তুমি গুণী, তুমি কবিবর,—
তারো লাগি তব পায় লুটেনা অন্তর।
তোমার প্রেমের লাগি, প্রেমিক মহান্,
তোমার হিয়ার লাগি, ওগো পুণ্যপ্রাণ,
যে আত্মা হারাও নিতি সজল নয়নে,
সেই হারা ধন লাগি এসেছি চরণে।

রয়েছে তোমার মাঝে, হে দেবকুমার,
সকল আপন জন রমার, উমার ;
ত্রিদিবের সব দেব রহিয়াছে জাগি,—
আমি আসিয়াছি, ওগো, জান কার লাগি ?
আমি আসিনিক হেথা সেটুকুর তরে
যথায় কুবের ইন্দ্র রাজ দণ্ড ধরে,
অথবা যেটুকু তব চন্দ্রমা, কুমার,
দেবগুরু ধাতা যাহা করে অধিকার,
তারো লাগি নহে। ভক্ত আত্মহারা সাজে
নারদ বাজায় তন্ত্রী যেটুকুর মাঝে,
প্রেমানন্দে যার মাঝে নাচে ভোলানাথ,
তোমার সে অংশ লাগি লহ প্রণিপাত।
তব গেহকুঞ্জে ফেলি ফুলফলগুলি
তুলসী শ্রীফল পত্র শিরে লব তুলি'।

"প্রভাতী" "অরুণ" তুমি ও গো "দেবদূত" !

কিরণ "মাধুরী" "ধারা" অমল নিখুঁত।

আঁধার ঘুচায়ে তুমি আনিয়াছ ঊষা,

কূজনে সৌরভে বিশ্বে দিলে শত ভূষা ;

গগনে জাগিছ তুমি উজ্জ্বল শোভন,

তারো লাগি নহে ভক্ত মোর প্রাণ মন ;—

শিশিরের বুকে তব যেই টুকু আলো,

তারি লাগি তোমা, প্রিয়, বাসিয়াছি ভাল।

যাইনিক তব স্মিত-মথুরার দ্বারে,

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়-অর্ঘ্যের বিচারে,

সংসারের কুরুক্ষেত্রে যাইনি সন্ধানে,

সাহিত্যের দ্বারাবতী জাগেনিক প্রাণে।

একেবারে ধরিয়াছি হৃদয়ের দেশে,

প্রেমানন্দ, তোমা ব্রজ রাখালের বেশে।

স্নেহধন্য ভ্রাতা কালিদাস।

ভূমিকা

এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলি প্রায় সমস্তই বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সূচীতে ইহাদের প্রথম প্রকাশের তারিখ দেওয়া হইয়াছে। অধিকাংশ কবিতাই প্রথম প্রকাশের বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

কয়েকটি কবিতা অনুষ্ঠানবিশেষ উপলক্ষে লিখিত হয়। তন্মধ্যে 'বঙ্গবাণী' ১৩১৯ সালে আশ্বিন মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের জুনিয়র সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকাভিনয়ের প্রারম্ভে গীত হইয়াছিল; পরে ইহা মাসিকে প্রকাশিত হয়। ঐ সমিতির সদস্যগণ কর্ত্তৃকই 'অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ সেনের পরলোকগমনে' সঙ্গীতটি সমিতির পরম হিতার্থী স্বর্গীয় অধ্যাপকের স্মৃতিসভায় ও 'বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি' গীতটি যশোহর খুলনা সেবাসমিতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত আচার্য্যবরের সম্বর্দ্ধনা-সভায় গীত হইয়াছিল। 'সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথ' ১৩১৮ সালে কবিবরের সম্বর্দ্ধনা-কালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভ্যগণ-প্রদত্ত অভিনন্দন।

এখন কবিতাগুলির শ্রেণীবিন্যাস ও ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। 'বঙ্গবাণী'-বন্দনায় গ্রন্থের উদ্বোধন। 'বিশ্ব ও বিশ্বনাথে'র প্রথমাংশে বিশ্বমাঝে সত্যের শিবমূর্ত্তি ও দ্বিতীয়াংশে সত্যের রুদ্রমূর্ত্তি প্রকটিত। সত্যের রুদ্রমূর্ত্তি 'দুর্ব্বাসা' মায়া, মোহ ও মিথ্যার রাজ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া মিথ্যাসেবিগণকে সতর্ক করে ও

সত্যের শিবমূর্ত্তি 'প্রহ্লাদ' মিথ্যা দ্বিধা ও সংশয়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, মিথ্যার সব আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া, মিথ্যার পিঞ্জর ভগ্ন ও বন্ধন ছিন্ন করে। এই সত্যের কল্যাণময় বিকাশ 'ধ্রুব'। প্রেয় ও শ্রেয়ের মধ্যে শ্রেয়ঃ ও শ্রেয়োমাতাকে নির্ব্বাসিত করিলে শুধু প্রেয়ের দ্বারা আত্মার মুক্তি নাই। সত্যের তপস্যাতেই আত্মার মুক্তি, দুঃখের তপস্যায় শ্রেয়ঃ ধ্রুবলোক লাভ করে। 'জীবনমরণে' মৃত্যুরূপে আবির্ভূত সত্যের আহ্বানে জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণকে বরণ করিতে জীবনের ব্যাকুলতা। 'রূপ ও ধূপে' সত্যের পাষাণময় রূপ। কঠোর সত্য সাধনার চরম মুহূর্ত্তে আত্মাহুতির পূর্ব্বক্ষণে সত্য পাষাণ মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া বরদান করে।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পল্লী-গীতি। 'পল্লীবধূ,' 'কৃষক', 'কৃষাণী', 'কুড়ানী' 'হা'ঘরে' পল্লীর সুপরিচিত চরিত্রাবলী।

তৃতীয় পর্য্যায়ে প্রেম-গীতি। পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রেমিকের প্রাণে রমণীর পবিত্র ও সুন্দর আদর্শ 'মানসী-মূর্ত্তি'। পরিণয়ের পর 'বধূ-বরণে' সেই আদর্শমূর্ত্তি ও গার্হস্থ্যজীবনে নারীর কল্যাণী মূর্ত্তির সম্মিলন। 'ফুলশয্যা'য় প্রথম মিলনজাত মোহ, কামনার পক্ষভরে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ। 'বালিকাবধূ'তে মোহের পর সংযম ও গৃহ-কুঞ্জে অবতরণ। 'প্রতীক্ষায়' মিলনের উদ্‌গ্রীব ভাবের প্রকাশ। তারপর প্রথম বিরহ, 'শূন্য গৃহ'।

বিরহাবসানে পুনর্ম্মিলন, এবারে বধূ 'কিশোরী'। 'পাহাড়িয়া প্রিয়া' ও 'মুগ্ধ আবাহনে' পার্ব্বত্য কিশোরীর বরণ, প্রেমের মোহ ও আবেশময় ভাব। মাঝে মাঝে চমক ভাঙ্গে, তাই 'রজনীশেষে' স্বপ্নরাজ্য হইতে কর্ম্মজগতে আহ্বান। আকুলতা ও চপলতার কৈফিয়ৎ 'অপরাধ কার'? উত্তর 'দুয়ে এক' ও 'সম্পূর্ণ পাওয়া';

আংশিক মিলনই সকল দ্বন্দের মূল। সম্পূর্ণ মিলনে আংশিক মিলনের অতৃপ্তির অবসান, কাজেই সকল গোলযোগের সমাধান।

'ভূষণে' আদর ও আবদারের লক্ষণ, 'সমস্যা'য় অভিমান দূর। এতদিনে মাঝে মাঝে অনূঢ় বাল্যকালের 'প্রেমের স্মৃতি' জাগিয়া উঠে। প্রিয়ের প্রবাস-গমনে আবার বিরহ, ব্যর্থযৌবনা প্রণয়িনীর 'বিফল আয়োজন'। দীর্ঘ বিরহে লালসা দগ্ধ, 'বিরহ-তপের শেষে' সংযমের উদয়, পবিত্র প্রণয়ের উজ্জ্বল নির্ম্মল শিখার বিকাশ। প্রিয়ের প্রবাসগমন ও কর্ম্মজগতের সাধনার ফলে প্রণয়িনী আজ 'কুণ্ঠিতা'। প্রিয়ের রূপের কথা আর বলে না, জ্ঞান, কর্ম্ম, যশ, সাধনার কথাই আজ 'তাহার মুখে। প্রণয়ীও উত্তরে বলে এ সকলই 'তোমার প্রভাব।' এতদিনে পবিত্র প্রেমের কল্যাণমূর্ত্তিতে উভয়ে পরস্পরের পূজা করিতেছে, এতদিনে আন্তরিকতাশূন্য রূপজ প্রেমমুগ্ধ 'প্রবঞ্চিতা' রাজনন্দিনীর দুর্ভাগ্য তাহারা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছে।

চতুর্থ পর্য্যায় চিরন্তন বৃন্দাবন-গাথা। তাহার মধ্যে প্রেমেরই বিবিধ বিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে। 'ঘাটে' নায়িকা প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সব দুঃখগ্লানি সহিতে অগ্রসর। 'মথুরার দূতে' কর্ম্মজগৎ হইতে নায়কের আহ্বান ও কর্ম্মকেই সত্যজ্ঞানে নায়িকাকে পরিত্যাগ। তারপর 'অন্ধকার বৃন্দাবনে' হৃদয়-রাজ্যে হাহাকার। কর্ম্মজগতে মুক্ত সরল জীবনের উদ্দাম আনন্দের অভাব। 'রাখাল-রাজে' ইঙ্গিতে তাহাই প্রদর্শিত। কর্ম্মের শাসনে হৃদয়রাজ্যে প্রাণ ভরা মিলনের অভাবের ইঙ্গিত 'মথুরার দ্বারে' কবিতায় পরিদৃষ্ট। 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি' কবিতায় সর্ব্বভূতে আত্মার স্বরূপ দর্শন—সমগ্র বিশ্বে প্রেমের প্রসার।

পঞ্চম পর্য্যায় বঙ্গের মনীষীবৃন্দের নাম-মুখরিত। কবি রবীন্দ্র নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, নীলকণ্ঠ, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদত্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পর্য্যায় বর্ণনাত্মক কবিতাশ্রেণী,—শ্রীক্ষেত্র-মঙ্গল, ভুবনেশ্বর, বিন্দু-সরোবর ও পালামৌ। সপ্তম বা শেষ পর্য্যায়ে বিবিধ বিষয়ক কবিতা ও বিভিন্ন ভাষা হইতে অনূদিত কবিতাগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। পরে পুণ্যভূমি 'ধর্ম্মক্ষেত্র' ভারতের বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ 'শেষ' হইয়াছে।

পরিশিষ্টে 'অন্ধকার বৃন্দাবন' নামক কবিতা অনুকরণে শ্রীমতী নিরুপমা দেবী রচিত ও 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দীপ্ত বৃন্দাবন' কবিতা সংযোজিত হইল। এই গ্রন্থে কবিতাটি প্রকাশিত করিবার অনুমতি দেওয়ার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয় প্রচ্ছদপটে পর্ণপুটের পরিকল্পনা করিয়া দিয়া ও অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম, এ গ্রন্থখানির আদ্যন্ত মুদ্রাঙ্কণের তত্ত্বাবধান করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

কলিকাতা।
১লা বৈশাখ, ১৩২১ } শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

সূচী

বঙ্গবাণী—(বিজয়া, চৈত্র, ১৩১৯) ১

বিশ্ব ও বিশ্বনাথ (মানসী, আষাঢ়, ১৩২০) ৩

দুর্ব্বাসা (প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩১৮) ৪

সত্য (প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৯) ৫

ধ্রুব (উপাসনা, পৌষ, ১৩১৯) ৭

জীবন-মরণ (উপাসনা, ফাল্গুন, ১৩১৯) ১১

রূপ ও ধূপ (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩১৯) ১৩

পল্লীবধূ (মানসী, কার্ত্তিক, ১৩১৯) ১৪

কৃষাণীর ব্যথা (মানসী, পৌষ, ১৩১৮) ১৬

কৃষকের ব্যথা (ঐ আশ্বিন, ১৩১৯) ১৯

কুড়ানী—(ভারতী, পৌষ, ১৩১৮) ২১

হায়রে' (মানসী, অগ্রহায়ণ ১৩২০) ২৪

মানসী-মূর্ত্তি (অর্ঘ্য, কার্ত্তিক, ১৩১৮) ২৬

বধূবরণ (যমুনা, মাঘ, ১৩২০)... ... ... ২৮

ফুলশয্যা (প্রতিভা, ফাল্গুন, ১৩১৯) ৩০

বালিকাবধূ (মানসী, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯) ৩২

প্রতীক্ষায় (অর্ঘ্য, আষাঢ়, ১৩২০) ৩৪

শূন্যগৃহ (অর্ঘ্য, আশ্বিন, ১৩২০) ৩৫

কিশোরী প্রিয়া (প্রীতি, বৈশাখ ১৩২১) ৩৭

'পাহাড়িয়া প্রিয়া (প্রতিভা, চৈত্র, ১৩১৯) ৩৯

মুগ্ধ আবাহন (জাহ্নবী, বৈশাখ, ১৩২০) ৪২
রজনী শেষে ৪৪
অপরাধ কার (প্রীতি, ফাল্গুন, ১৩১৯) ৪৫
দু'য়ে এক (প্রতিভা, কার্ত্তিক, ১৩১৯) ৪৭
সম্পূর্ণ পাওয়া (বিজয়া, আষাঢ়, ১৩২০) ৪৮
ভূষণ (অর্ঘ্য, শ্রাবণ, ১৩২০) ৪৯
সমস্যা (অর্ঘ্য, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯) ৫০
প্রেমের স্মৃতি (প্রতিভা, পৌষ ১৩১৯) ৫১
বিফল আয়োজন (উপাসনা, চৈত্র, ১৩১৯) ৫২
বিরহতপের শেষে (ভারতী, আষাঢ়, ১৩২০) ৫৩
কুণ্ঠিতা (মানসী, আশ্বিন, ১৩২০) ৫৫
তোমার প্রভাব (উপাসনা, আষাঢ়, ১৩২০)... ... ৫৭
প্রবঞ্চিতা (ভারতী, মাঘ, ১৩২০) ৫৯
ঘাটে (অর্ঘ্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) ৬০
মথুরার দূত (মানসী, ভাদ্র, ১৩২০) ৬২
অন্ধকার বৃন্দাবন (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০)... ... ৬৪
রাখালরাজ (ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০) ৬৬
মথুরার দ্বারে (মানসী, ফাল্গুন, ১৩১৯) ৬৯
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি
(ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩২১) ৭১
জননী বঙ্গ (ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩২০) ৭৩
সাহিত্যসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ ৭৫
দ্বিজেন্দ্র-স্মরণে ৭৮
রোগশয্যায় কবি রজনীকান্ত (নব্যভারত, ভাদ্র, ১৩১৭) ... ৭৯৹

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি ৮৪
অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের পরলোক-গমনে ... ৮৫
সাধক কবি নীলকণ্ঠের প্রতি (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩২০)... ৮৬
শ্রীক্ষেত্রমঙ্গল (প্রীতি, বৈশাখ, ১৩২০) ৮৮
মন্দির (ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩২০) ৯২
বিন্দুসরোবর (ঐ ঐ ঐ)... ... ৯৩
প্যালামৌ (মানসী, পৌষ, ১৩১৯) ৯৪
জলরাণী (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯) ৯৭
ভরতের মৃগশিশু (ভারতী, চৈত্র, ১৩১৯) ১০০
মণিকারের প্রতি (ভারতী, মাঘ, ১৩১৯) ১০২
পাঁচমিনিটের কর্ত্তা (শিশু, ভাদ্র, ১৩১৯) ১০৩
অনুনয় (তোষিণী, ভাদ্র, ১৩১৮) ১০৬
রাঙাচুড়ি... ... ... ১০৮
স্বদেশপ্রত্যাগত জয়যুক্ত বান্ধবেরপ্রতি (মানসী, ফাল্গুন, ১৩২০) ১১০
শেফালি (মানসী, বৈশাখ, ১৩১৯) ১১৪
সূর্য্যমণি (যমুনা, বৈশাখ, ১৩২১) ১১৬
দিবা স্বপ্ন (অর্চ্চনা, পৌষ, ১৩২০) ১১৮
সর্ব্বত্যাগী বিশ্বরাজ (উপাসনা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯) ... ১২০
কালোরূপ (ভারতী চৈত্র, ১৩১৮) ১২১
চিরতরুণী (বিজয়া, পৌষ, ১৩২০) ১২৩
প্রিয়া (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২০) ১২৪
স্পর্শ (প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২০) ১২৫
আত্মসমর্পণ (ভারতী, চৈত্র, ১৩২০) ১২৬
আত্মদানের আকুলতা (ভারতী, ফাল্গুন, ১৩২০) ... ১২৭

মরণে উৎসব (প্রতিভা ও কণিকা ১৩১৭) ১২৮
শেষের দিনে ১২৯
ধর্ম্মক্ষেত্র (বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১৩১৯) ১৩০
শেষ (প্রবাসী মাঘ ১৩১৮) ১৩৭

পরিশিষ্ট

দীপ্তবৃন্দাবন ১৪০

পর্ণপুট।

কাঞ্চন থালি নাহি আমাদের

অন্ন নাহিক জুটে,

যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে

নবীন পর্ণপুটে।

রবীন্দ্রনাথ।

পর্ণপুট

বঙ্গবাণী

দ্যুলোক ভূলোক পুলকি' আলোকে জননী আমার রাজে,
অযুত-ভক্ত-অমল-রক্ত মরম-কমল মাঝে।
মুঞ্জরে ফুল চরণে, ভৃঙ্গ গুঞ্জরে মধুবাণী,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

চণ্ডীদাস যে মণ্ডিল শির হীরক-কিরীট-ভারে,
জ্ঞান, গোবিন্দ বৃন্দাবনের সুন্দর ফুলহারে ;
লোচন সেচিল পাদ্য গোরার লোচন-সলিল আনি,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

দ্বৈপায়নের ভৃঙ্গার-জলে অভিষেক করে কাশী,
কবিরাজ আনে ভক্ত হিয়ার ধূপ-ধূনা-ধূম-রাশি।
কৃত্তি জ্বালিল বর্ত্তি তমসা তীর্থের হবিঃ দানি,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

কবিকঙ্কণ দিল কঙ্কণ, রুনে চণ্ডীর গানে,
কবিরঞ্জন রঞ্জিল পদ হৃদয়-রক্ত-দানে ;
রায়গুণাকর-আরতি-আলোকে উজলে অঙ্গখানি,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

'প্রভাকর' প্রভাকরে দিল টিপ ললাটে প্রকটি জাগে,
রঙ্গ ভূষিল ক্ষত্রতেজের অরুণ অঙ্গরাগে ;
দাশরথি দিল নবনী আনিয়া পল্লী-পরাণ ছানি,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

বিত্তাসাগর রচিল হৃদ্য নৈবেদ্যের থালা,
দীনবন্ধু যে গৃহ-প্রাঙ্গণে ধরিল গন্ধডালা,
পুরোহিত শুচি যার পূতরুচি ভূদেব বিগতগ্লানি,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

বঙ্কিম তার অঙ্কিল চারু কাজল/উজল আঁখে,
নবীন ঘোষিল জয়বাণী যার পাঞ্চজন্য শাঁখে ;
হেমের হৈম হৃদয়বীণাটি শোভিল শুভ্রপাণি,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

মরালের মত মধু গান-রত চরণ বেড়িয়া ভাসে,
গিরিশ হরিষে হরিচন্দন বরিষে নূপুর পাশে।
নিখিলের শির কবি রবি যাঁর চরণে লুটাল আনি ;
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

হাসি কান্নার হীরা পান্নার দুল দিল দ্বিজ-রাজ,
রজনী করেছে রজনীতে সেবা প্রভাতে প্রভাত আজ ;
দেব নর ঋষি মিলিয়াছে আসি পুষ্পাঞ্জলি-পাণি ;
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

বিশ্ব ও বিশ্বনাথ

তুমি ত জড়বিশ্ব নহ—তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা ! একি এ খেলা, দৃশ্য হেরি দিবস রাত !
জ্যোছনাজ্যোতিঃ তারার ভাতি বিভূতি উড়ে তোমার গায়,
ভাঙ্গের ঘোর করেছে ভোর চরণ তব টলিয়া যায়।
বারিধি 'পরে নদীলহরে ডমরু তুলে গভীর তান,
দোদুল-জটা জলদ-ঘটা দামিনী-দামে দীপ্যমান।
ইন্দ্রচাপে সন্ধ্যারাগে কটিতে বাঁধা বাঘের ছাল,
ধরেছ তাপ দুঃখ পাপ, গরল গলে হে মহাকাল।
তোমার পাশে গৌরী হাসে বিতরিবে অন্নজল,
শম্ভুশিরে আঁচল উড়ে চরণে ফুটে কমলদল।
তুমি ত জড়বিশ্ব নহ—তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা ! একি এ খেলা দৃশ্য হেরি দিবস রাত !

শিশির-কণা-মাণিকজ্বলা তুলিয়া ফণা চিক্কণ শির,
বিটপীলতা অহির মত জড়ায়ে দেহে রয়েছে ধীর।
পিণাক তব অশনি-রবে কাঁপায়ে তুলে ভুবন তিন,
কানন ভেদি বাজিছে শিঙ্গা ঝঞ্ঝানিলে রজনী দিন।
ফিরিছ গলে হাড়ের মালা করোটি করে শ্মশানমাঝ,
শৃঙ্গে মেঘপঙ্ক মাখা বৃষভ তব ভূধররাজ।

তৃতীয় আঁখি ললাটে থাকি দীপ্ত ভানু কৃশানুময়,
পঞ্চশরে ঋতু পতিরে করিয়া তুলে ভস্মচয়।
তুমি ত জড়বিশ্ব নহ—তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা ! একি এ খেলা, দৃশ্য হেরি দিবস রাত

দুর্ব্বাসা

কোথা যাজ্ঞিক আজি আনমনে ভুলেছ নিত্য যাগ ?
কোথা ঋত্বিক করনি সাধন আপন কর্ম্মভাগ ?
কোথায় শিষ্য ভুলিয়াছ পাঠ গৃহের বারতা স্মরি ?
দুর্ব্বাসা আসে অবহিত হও, উঠ জাগো ত্বরা করি।

কোথা ঋষিবালা পুষিছ হৃদয়ে তাপস-বিরোধী ভাব ?
অতিথি আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে হয়নি সংজ্ঞালাভ ?
তরুলতাগুলি পায়নি সলিল, হরিণী শস্পদল,—
দুর্ব্বাসা আসে ভাঙো ভাঙো ধ্যান আনগো পাদ্য জল।

কোথা নরপতি ব্যসনাসক্ত অন্তঃপুরমাঝে,
লালসা বিলাসে যাপিছ জীবন হেলা করি রাজকাজে ?
কোথায় যোদ্ধা ভুলেছ সমর প্রেমিকার কর ধরি ?
দুর্ব্বাসা আসে ভাঙো ভাঙো মোহ জাগো জাগো ত্বরা করি।

দেব-দ্বিজপূজা, অতিথির সেবা, পিতা দেব ঋষি ঋণ
ভুলি, কোথা গৃহী ভোগ বিলাসেতে কাটাতেছ নিশিদিন ?
গৃহকাজ কোথা ভুলেছ রমণী বিরহের বেদনায় ?
দুর্ব্বাসা আসে জাগো জাগো সবে নিজ নিজ সাধনায়।

আসে বিধাতার শাসন-দণ্ড ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে,
শিরে জটাভার নয়নে বহ্নি শ্মশ্রু শোভিত বুকে।
সদা কাজভার সাধ' আপনার প্রলোভন মোহ নাশি,
জাগ্রত রহ দুর্ব্বাসা কবে কখন্ পড়িবে আসি।

সত্য

শিশুটিরে ফেল্লে যখন জলে,
ডুব্‌ল না সে, নাচ্‌ল কমলদলে,
বিস্ময়ে তাই দেখ্‌লে হাজার লোকে,
জলের পরে আস্‌ছে দুলি দুলি।
ফেলে দিল সিংহ করীর পায়ে,
ধূলা তারা ঝাড়ল তাহার গায়ে,
কেশরী তার চাট্‌ল চরণ রাঙ্গা,
হস্তী তাহায় পৃষ্ঠে নিল তুলি।
আগুনে তায় ফেল্‌লে অবোধ যত,
নিভ্‌ল আগুন। ইন্দ্রধনুর মত
তোরণ হয়ে জাগ্‌ল তাহার শিরে,
মুছে দিল গায়ের যত মলা।
প্রহ্লাদ—এ সত্য শিশুটিরে
জল্লাদে তার কর্‌বে বল কিরে?
আহ্লাদে সে করবে হরিনাম,
যত কেন বাঁধ তাহার গলা।
মণিময় ও স্তম্ভ ভেঙ্গে চুরে
নৃসিংহ যে জাগবে দানবপুরে,
মিথ্যাসুরের সব মায়াজাল ছেদি'
ভাঙতে ফাঁকি, রাঙা নখর বহি।

ভ্রান্তি দ্বিধা মিথ্যা ধরি ধরি
উদর চিরে ফেল্‌বে জানুর পরি ;
জোড় করেতে দেখবে চেয়ে চেয়ে
শেষ কালেতে সত্য হবে জয়ী ।

ধ্রুব

উত্তম যা' ভাবছো মনে মনে,
তা'রে আজি বসাও রাজাসনে,
ধ্রুবেরে আজ পাঠাও কেন বনে ?
মুক্ত সে গো খুঁজবে নিজ পথ।
সুরুচিতে চিত্ত রোক মজি,
অধ্রুবেরে নিত্য রহ ভজি,
সুনীতিরে করবে কর দূর,
পুরুক তোমার মোহের মনোরথ।
ধ্রুব সেত কঠোর তপোবনে
উঠবে জিনে ধাতার পদতলে,
সুনীতি সে হ'বেই রাজমাতা
সবার উঁচু পুণ্য ধ্রুবলোকে।
ভোগের মোহে মিথ্যা মায়াজালে
পাবেনাক তৃপ্তি কোনো কালে,
চাইতে হ'বে ধ্রুব লোকের পানে
চিরকাতর সজল রাঙা চোখে।
ধ্রুবের তপ—সত্য—বিনা তাই,
আত্মা, তোমার মুক্তি গতি নাই ;
ধ্রুবের আলোক ভিন্ন ভবনদে
নাবিক তুমি হবেই পথহারা।

ভোগ সুখের মিথ্যা প্রহেলিকা
আয়ু বিহীন ভ্রান্ত অনল শিখা ;
নিশা শেষে নিভ্‌বে তাহার প্রাণ,
অনন্তকাল জ্বলবে ধ্রুবতারা।

জীবন-মরণ

মরণ আমার বঁধু অইরে ডেকেছে অই,
পশেছে বাঁশরী স্বর আমার কাণে,
'কোথায় জীবন মম, কইরে জীবন কই'—
বাঁশী যে ডাকিছে ঐ আকুলি প্রাণে।
ভব-নদী কলকল যমুনার মত চলে,
যাইরে কলসী কাঁখে সলিল আনার ছলে ;
কালোরূপে আলো করি নীপমূল হোথা সই,
উতলা করেছে প্রাণ বাঁশীর গানে।
মরণ আমার বঁধু অই লো ডেকেছে অই,
মরমে পশেছে স্বর পশিয়া কাণে।

হৃদয় জ্বলিছে মোর, নয়ন তৃষিত হায়!
বুকে কোটি বরষের অসীম ক্ষুধা,
মরণে লভিয়া আমি অমর হইতে চাই,
মরণের বুকে আছে মিলন-সুধা।
মানিনাক সংসার! সমাজ-শাসন তব,
শোভন ভূষণ আর কিছু সাথে নাহি ল'ব,
সঙ্গে শূন্য শুধু সাধনা-কলসী মোর,
মানিবে না কোন ডোর জীবন-রাধা।
ননদী শাশুড়ী হ'য়ে ওগো প্রেম-মায়া-মোহ,
নাথের মিলন-পথে হ'য়ো না বাধা।

ওরে ও অবোধ জন, এ নহে দুখের কথা,
কালিমা ঢেলো না প্রেমে সে কথা বলে' ;
ভুবন-মঙ্গল এ যে জীবন মরণ সঙ্গ,
জীবন জুড়াবে যেরে মরণ-কোলে।
শিহরি উঠিবে নীপ যমুনার তট'পরি,
কুহরি কোকিল গা'বে নিখিল মুগুধ করি,
জীবন জুড়াবে আজ মরণ অমৃত রসে,
'জয় রাধা শ্যাম' শুভ মধুর বোলে,
মরণ-মঙ্গল-তানে জীবন-সঙ্গীত গাও,
জীবন জুড়াবে যেরে মরণ-কোলে।

রূপ ও ধূপ

ওগো রূপ,—অপরূপ !
তোমার দেউলে আপনা দহিল
কত যে সুরভি ধূপ !
অচল নিঠুর ! চরণের মূলে
তবু একবার চাহিলে না ভুলে ?
পড়িল না দাগ কঠোর তোমার
ধাতুর বক্ষ'পরে !
কামনা-উজল বদন তোমার—
কিসের গরব ?—ধূপ আপনার
পরাণের পূত সৌরভ-ধূমে
দিয়েছে মলিন করে' ।
ঐ পুড়ে যায়, একটুকু বাকী !
মেল একবার পাষাণের আঁখি,
তুলিতেছে শরে লোচন-রাজীব,
তা'ও কি অর্ঘ্য নিবে ?
হবে না কি দেহে কৃপা-শিহরণ ?
বিঁধিছে বক্ষঃ কেড়ে প্রহরণ !
হোমানলে ঐ ঘেরিয়া ঘুরিছে,
আপনা আহুতি দিবে ।

ওগো রূপ—অপরূপ !
মেল একবার পাষাণ লোচন,
দহে মলো কত ধূপ !

পল্লীবধূ

না ধরিতে প্রাচী লোহিত বরণ, না ডাকিতে সব পাখী,
গ্রাম পথে ঘাটে না পড়িতে সাড়া, না মেলিতে ফুল আঁখি,
কে গো ঐ জাগি শয্যা তেয়াগি, দ্বারে দ্বারে ঢালে জল ?
গোময় মাড়ুলি লেপনে জাগায় পুণ্য তুলসী তল !
উঠান ছাড়িয়া না উঠিতে রোদ ঘরের পৈঠা পরে,
কলস ভরিয়া জল লয়ে কেবা স্নান করি ফিরে ঘরে ?
না বাড়িতে বেলা দেবদেউলের দূর করি মলিনতা,
করে আহ্নিক, রন্ধনতরে গুরুজনে সহায়তা।
লজ্জা-সরম সজ্জা পরম অন্তরভরা মধু,
অবিরত সেবাসাধননিরতা এ যে গো পল্লীবধূ।

গুরুজনেদের ভোজনের শেষে অতিথি ভিখারি তুষি,
ছেলেপুলেগুলি নাওয়ায়ে ধোওয়ায়ে খাওয়ায়ে করিয়া খুসি,
পাতের অন্নে উদর পূরিয়া এঁটো কাঁটা খুঁটে তুলি,
হাঁস-ঝটপট খিড়কির ঘাটে কে ধোয় বাসন গুলি ?
স্থঁচ সূতা লয়ে সারি শত কাজ, কত কাজ ঝাঁটপাটে,
পাড়ার মেয়ের খোঁপা বেঁধে দিয়ে চলে কে দিঘীর ঘাটে ?
গৃহ-পারাবতে আহারে তুষিয়া তরুমূলে জল দিয়া,
সাঁজ দীপগুলি করি পরিপাটি রাখে কে গো সাজাইয়া ?
লজ্জা-সরম সজ্জা পরম অন্তরভরা মধু,
অবিরত সেবা-সাধন-নিরতা এ যে গো পল্লীবধূ।

সাঁজের বাতিটি জ্বালিয়া তাহারে বাঁচায়ে আঁচল আড়ে,
তুলসীর তলে দেবের দেউলে ঘুরে কেগো দ্বারে দ্বারে ?
খোকা খুকীদের উপকথা বলি, খেয়ে মুখে শত চুম,
অশেষ প্রশ্নে উত্তর দিয়া পাড়ায় তাদের ঘুম।
শ্বশুর শাশুড়ী পদসেবা করি লভিয়া আশীষ শিরে,
সবার ভোজন শয়নের শেষে চলে কে শয়নে ধীরে ?
শয়নের গৃহে শ্রান্ত পতির সেবারতা পদমূলে,
চরণের পরে রাত্রি দুপুরে কেগো ঘুমে পড়ে ঢুলে ?
লজ্জা সরম সজ্জা পরম অন্তরভরা মধু,
অবিরত সেবা-সাধন-নিরতা এ যে গো পল্লীবধূ।

উচ্চ হাসিটি শোনে নাই কেহ, নাহি রাগ অভিমান,
আঁখিপুটতলে নয়নের জলে কোথা ব্যথা অবসান।
গৃহকোণে কোথা গৃহকাজরতা কেহ ত পায়না সাড়া,
লুকায়ে লক্ষ্মী নেমেছে এ বাড়ী জানে তাহা সারা পাড়া ;
ননদীর গালি ছাড়া কোন কথা কাণ হতে নাহি ফিরে,
বহিতেছে অবগুণ্ঠন-তলে মৌন মহিমা ধীরে।
গৃহকাজে কর হয়েছে কঠোর, শাঁখাটি হয়েছে সাদা,
কাহার কঠিন লৌহবলয়ে লক্ষ্মী পড়িল বাঁধা ?
লজ্জাসরম সজ্জা পরম অন্তরভরা মধু,
অবিরত সেবা-সাধন-নিরতা এ যে গো পল্লীবধূ।

কৃষাণীর ব্যথা

সুখের ঘরটি গড়িয়া তুলিয়া বুকের রক্ত দিয়া,
আজি কোথা তুমি চলে গেলে ওগো সংসার আঁধারিয়া ?
ধানে ধানে আজি আঙিনা ভরেছে ঠাঁইটুকু নাই আর,
মঙ্গলা আজি ঢালিতেছে দুধ বাছুর হয়েছে তার।
মাচান ছাপিয়ে কুমড়ার লতা ভূঁয়েতে লুটিয়ে পড়ে,
পালঙের শীষে শাকের চাকড়া গিয়াছে আজিকে ভরে',
রজনীগন্ধা গাঁদা বেলী আজি রাশি রাশি পড়ে ঢলে',
আজি সংসার সবি ভরপূর তুমি শুধু গেছ চলে' !

দুবেলা পাওনি পেটভরে খেতে গিয়েছিল দেহ ভেঙে,
লুকিয়ে চোখের জল মুছে তুমি ভিক্ষা এনেছো মেঙে।
একমুঠো চাল চিবাতে চিবাতে মাঠেতে গিয়াছ চলি,
উপোষ করিয়া কাটায়েছ রাত্তি ক্ষুধা নাই মোরে বলি।
দুপুরের রোদে বর্ষার জলে খাটিয়া দিবসরাত,
কন্‌কনে শীতে রাত্রি জাগিয়া করেছ জীবনপাত।
সাঁঝের বেলায় খেটেখুটে এসে এলায়ে পড়েছ ঘুমে,
রাত্রি না শেষ হইতে আবার চলেছ খোকারে চুমে।

খাজনার লাগি জমিদার দোরে সহেছ যাতনা কত !
মহাজন দেনা সুদের লাগিয়া গঞ্জনা দেছে শত।

চুপ করে সবি সয়েছ কাতরে দুটি হাত জোড় করে',
সকলের কাছে সময় নিয়েছ পায়ে হাতে ধরে' পড়ে' ।
রোগে পড়ে' থেকে সংসার নিয়ে কতই দিয়াছি জ্বালা,
ক্ষুধায় কাঁদিয়া করেছে ছেলেরা তব কাণ ঝালাপালা ;
যাতনা দুঃখ কত না সয়েছ কথাটি ছিলনা মুখে,
ফিরে এস আজ, ঘরটি তোমার ভরিবে সোণার সুখে ।

ঘনায়ে আসিছে সাঁঝের আঁধার, নাহি মোর কিছু কাজ,
ঘরে দুয়ারেতে পড়েনিক ঝাঁট, জ্বলেনি এখনো সাঁজ ।
চালের বাতায় ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলো বুক চিরে চিরে ডাকে,
উঠিতে বসিতে টিকটিকি পড়ে ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে ।
শোওনাক তুমি 'পীঁড়ের' উপর আরতো গামছা পাতি'
ঝুলিতেছে ঐ লাঠি 'চোঙ' আর 'মাথালী' তালের ছাতি,
ঘাটের ধারের বাঁশবন পানে সারারাতি চেয়ে কাঁদি,
ঐখান হ'তে নিঠুর বাঁধনে লয়ে গেছে তোমা বাঁধি' ।

তেমনি পড়িছে কালো ছায়া ঐ ভরিয়া বকুলতল,
বৈকালে যথা এলানো শরীরে চাহিতে ঠাণ্ডা জল ।
সাঁঝে ভোরে নিতি পাখীগুলো ডাকে বুকটা কেমন করে,
বেলা হয় তবু গরুগুলি সব বাঁধা রয়ে যায় ঘরে ।
পথ চেয়ে শুধু বসে থাকি ঠায়, জ্বলেনা দুপুরে 'আখা',
তুলসী তলায় পায়ের দাগটি এখনো রয়েছে আঁকা ।

মালতী তোমার ফিরিয়া এসেছে শ্বশুরের ঘর থেকে,
খোকা যে তোমার হাঁটিতে শিখেছে, একবার যাও দেখে ।

এত সব ফেলি' জন্মের মত চলে যাওয়া কিগো সাজে,
তবে কি গো তুমি প্রবাস গিয়েছ আমাদেরি কোনো কাজে ?
বাবুদের আর পাড়ার লোকের অত্যাচারের ভয়ে,
চলে গেলে কি গো মনের দুঃখে কিছু নাহি বলে' কয়ে' ?
তাই যদি হয়, ফিরে এস তুমি, তোমারে সঙ্গে পেলে
খোকারে লইয়া পলাইয়া যাই বাড়ীঘর সব ফেলে ।
ভিক্ষা মাগিব, কাঠ কুড়াইব, ফিরিব না আর বাড়ী,
আঁচলের গিঠে বাঁধিয়া রাখিব, তিলেক দিবনা ছাড়ি !

কৃষকের ব্যথা

এমন করে' কেমন করে' আঁধার ঘরে আর,
তোমায় ছেড়ে রইব আমি লয়ে তোমার ভার ?
ঘর দুয়ারে পড়েনা জল, উঠানে নাহি ঝাঁট,
বিহানে তব গোয়ালঘরে করেনা কেহ 'পাট'।
দুপুরবেলা রান্নাঘরে উনুন নাহি জ্বলে,
গরুবাছুরে 'খামারে' ধান খেয়ে যে যায় চলে' !
সন্ধ্যেবেলা পড়েনা সাঁজ, গোয়ালে নাই ধোঁয়া
'মাদুর' পেতে কে দিবে ? মোর গামছা পেতে শোওয়া !
বারেক ফিরে এসে,
লক্ষ্মী মোর তোমার ঘরে লহগো ভার হেসে।

একটি ছেলে কাঁধে যে মোর, খোকাটি রহে কাঁখে,
তিলেক নাহি ছাড়িবে খুকী, মাঠেও সাথে থাকে ;
ক্ষেতের ধারে খোকাটি তব 'নালায়' গড়াগড়ি,
সকল কাজে খুকিটি মোর ঘাড়েতে রহে পড়ি',
'টোকায়' করি 'বিহানে' তারা পায়না মুড়ি লাড়ু,
সময়ে নাওয়া নাইক খাওয়া, ঘুমটি নাহি কা'রু,
দুপুর রাতে ভাঙিলে ঘুম কাঁদিয়া তোমা চায়,
চোখের জল শুকায় গায়ে—মুছা'বে কেবা তায় ?
বারেক ফিরে এসে,
বদন চুমি' তোমার ছেলে লহগো তুমি হেসে।

পর্ণপুট

ক্ষেতের কাজ করিতে গিয়ে উদাস হয়ে যাই,
কাজেতে আর নাইক মন, আরামে সুখ নাই।
তোমার সেই কাজল চোখ মনে যে উঠে জ্বলি',
ধানের চারা উপড়ে ফেলি আগাছা কাঁটা বলি'।
বাড়ীতে ফিরে 'জিরানো' নাই, চড়াতে হয় হাঁড়ি,
যে কাজ শুধু তোমারে সাজে, আমি কি তাহা পারি?
জ্বলেনা 'আথা'—ভাঁড়ার ঘরে কিছু না খুঁজে পাই,
ফেনে যে ঢালি নুনের সরা, ডালে যে ঢালি ছাই!
বারেক ফিরে এসে,
হলুদ মাখা সাড়ীটি পরি', আলতা পরো হেসে।

শান্তিপুরে তোমার ডুরে এ বুকে চাপি ধরি,
চোখের জলে বক্ষ ভাসে, মেজেতে রহি পড়ি'।
কাহারে আজি পরায়ে দিব সে আটবে'কী গোট?
যাহার লাগি ফাগুনমাসে ধরিয়াছিলে 'খোট'।
মনে যে আসে রোগের মাঝে সকলসহা মুখ,
পায়ের ধূলো মাথায় লওয়া, শিউরে উঠে বুক!
ফেলিয়াছিলে বর্ষাকালে উঠানে যে পা' দুটি,
এখনো তার রয়েছে দাগ গোলার পাশে ফুটি'।
বারেক ফিরে এসে,
যতন করে মুখটি মেজে খোপাটি বাঁধো হেসে।

কুড়ানী

পো'ষের বিষম কন্‌কনে শীত, তখনো হয় না ভোর,
পূবের আকাশ হয়নাক লাল, মাঠ ঘাট ঘোর-ঘোর,
মাদুর ছাড়িয়া উঠি তাড়াতাড়ি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে,
মাঠেতে বেরুই কুড়াইতে ধান ছোট্ট ঝুড়িটি নিয়ে।
ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরি শামুকে করিয়া খুঁটে খুঁটে তুলি ধান ;
গোটা শীষ যদি দেখি ভুঁয়ে পড়ে' উথলিয়া উঠে প্রাণ।
হাঁটিয়া হাঁটিয়া এমনি করিয়া সারা হয় ধান খোঁজা ;
নিয়ে যায় ঘরে পাড়ার লোকেরা রাশি রাশি বোঝা বোঝা,
পিছু পিছু যাই ঝুড়িটি লুকায়ে বা'র করি মোর ঝুলি,
যেটি ভুঁয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটি খুঁটে লই তুলি'।
ঠোঁট, মুখ, গাল শীতে জর জর, পা দুটা গিয়াছে ফাটি!
ছুটে আসি যাই—কি করিবে বল মাঠের 'কুচল' মাটি?
ছোট্ট ঝুড়িটি হয় চুর চুর, ভরে যায় মোর ঝোলা,
লোকে কয়, 'চাষে কি করিবি তোরা? কুড়ানী বাঁধিবে গোলা!'

শীত যায় যায়, ক্ষেতে নাহি ধান, ধূ ধূ করে সারা মাঠ,
গাছের তলায় শুকানো পাতায় ভরে যায় পথ ঘাট।
ছোট্ট ঝুড়িটি রাখিয়া এবার বড় ঝুড়ি লই কাঁখে,
শুক্‌নো পাতায় উঠানে আমার ঠাঁইটুকু নাহি থাকে।

দুপুরে গোবর-ঝুড়িটি লইয়া ফিরি রাখালের পাছে,
বাজে কথা কয়ে' ঘুরি ফিরি গরু বাছুরের কাছে কাছে।
বিকালে বেরুই কুড়াইতে কাঠ বনে বনে ঘাটে মাঠে,
পড়সীরা কয়—'ধন্যি কুড়ানী! সারা দিনটাই খাটে।'

বর্ষা পড়িলে পথে ঘাটে কাদা, নিবে আসে খরতাপ,
তালের পাতায় বাঁধা চালাটিতে জলপড়ে টুপটাপ।
কাঠ খড় কিছু মিলেনা কোথাও, জলেনা কাহারো আখা,
আমার দুয়ারে আসেন সবাই হাতে লয়ে' ঝুড়ি ঝাঁকা।
নালার জলেতে জালিটি পাতিয়া বসে' থাকি আমি ঠায়,
চুনো পুঁটি দুটা আঁচলে বাঁধিয়া ফিরি কাদামাখা গায়।

বর্ষা ফুরায়, লাউ কুমড়ায় গোটা চাল যায় ভরে',
পুকুরে পুকুরে কলমী শুশুনী ভরে' আনি ঝুড়ি করে'।
নালাটি শুকায়, কাঁকড়া লুকায়, মাছ খুঁজে মরা মিছে,
শুগ্‌লি শামুক কুড়ায়ে বেড়াই রাখালের পিছে পিছে।
তালটি বেলটি কুড়ালে লোকেরা হাঁ হাঁ করে আসে ছুটে,
আমার কপালে,—লোকে যা'না ছোঁয়, নিতে হয় তাহা খুঁটে'।

এমনি করিয়া তিলটি কুড়ায়ে তালটি করিয়া জড়,
কুড়ানো ভাতেতে পেটটি পুরিয়া হইয়াছি এত বড়।
খোঁড়া মা আমার ঘরে পড়ে' আছে, বাপ মরা মনে নাই,
ঘরটি পুড়িলে পাড়াপড়সীরা দেয়নিক কেহ ঠাঁই।

'কাঁচা আলে কারো দেই না পা আমি,' মনে মনে তেজ আছে,
চাকরি করিনা, ভিক্ষা করিনা, ধারিনা কাহারো কাছে।

অনেক বকেছি, কুড়ানী বলিয়া ডাকিও না মিছে পিছু,
মাঠেতে হাঁটিলে ঝুড়িটি ভরিবে, খুঁজিলে মিলিবে কিছু।

হা-ঘরে'

হা-ঘরে' সে ঘুরে' বেড়ায় সঙ্গে লয়ে' গৃহস্থালী,
জীবন-ভরা পুঁজি তাহার বাঁকঝুলান দুটি ডালি,—
কোলের ছেলে, সাপের ঝাঁপি, ভাতের হাঁড়ি, মাটির থালা,
ডুগডুগি আর তেলের চোঙা, সবুজ কাচের কণ্ঠমালা।
আকাশ তাহার ঘরের চালা,—রবিশশীর আলোকজ্বলা,
মাঠ বাট তার বাড়ীর উঠান, বিলাসভবন গাছের তলা,
ঝোপের মাঝে জন্ম-আগার, জল খায় সে পুকুর-ঘাটে,
সেইখানে তার রাত্রিনিবাস যথায় রবি বসে পাটে।
কোন' রাজার নয়ক প্রজা বিশ্বমহারাজার বিনে,
মুখপানে কার চায়নাক সে, থাকেনা সে কার' ঋণে।

সকল বাঁধনহারা সে যে জানেনাক সমাজরীতি,
জীবনপথে লক্ষ্যহারা,—মানেনাক স্বাস্থ্যনীতি।
আজকেরি তার আছে পুঁজি, কালকের তাও ভাবনা নাই,
বস্তুজগৎ জয় করেছে—ঝঞ্ঝা বাদল, আপন ভাই।
অতিথি সে হ'বার লাগি যায়না ধনীর তোরণ-তলে,
বৃক্ষতলের অভ্যাগত, তাও শুধু একদিনের ছলে।
একটি দিবস গাছের ডালে ঝোলে তাহার ভাতের হাঁড়ী,
গাঁয়ের ছেলে দেখ্‌তে জমে একটি দিনের তাহার বাড়ী।
ভালুক তাহার আদেশ পেলে কোঁ কোঁ করে' জরটি আনে,
সর্প ফণা নত করে' ঢোকে ঝাঁপির মধ্যখানে।

জানেনাক ভিক্ষা করা 'মোসাহেবি' প্রবঞ্চনা,
প্রাণের অভাব সব চুকে যায় পেলে পরে একটি কণা।
জীবিকা তার সাপ খেলান, নানা রকম বাজীর খেলা,
মনে পড়ায় বাজীর ছলে বিশ্ব বাজীকরের মেলা।
কোন' শাসন রুক্ষনয়ন পারেনিক বাঁধতে তারে,
সকল আইন রুদ্ধ হয়ে' বন্দী হ'ল তাহার দ্বারে।
সহচরের পতন হেরি' থামেনাক যাত্রাপথে,
যুধিষ্ঠিরের মতন চলে অটল দৃঢ় স্বর্গরথে।
বাঁধনহারা মুক্ত পুরুষ অগ্রগামী অনেক দূর,
দূরে বুঝি জাগছে চোখে দিক-সীমাতে স্বর্গপুর।

———

মানসী-মূর্ত্তি

মাধুরী জাগি' মঞ্জরিয়া রচিল তনু-তনিমা,
পুঞ্জীভূত সুষমা নর-নয়ানে ;
প্রেম উঠেছে গুঞ্জরিয়া লইয়া মোহ-মহিমা
ফুটিল হয়ে মঞ্জুভাষা বয়ানে।
থলকমল ফুটায়ে চলে চুম্বি' চারুধরণী
বিনয়টুকু, লুটি'ছে হ'য়ে চরণ ;
শান্তি সে যে চিকুররাশি ঢুলি'ছে ঘনবরণী,
নিখিল তা'র তলেতে লয় শরণ।
পুণ্য শুচি বিমল-রুচি, জ্যোছনা যেন উছলি'
হইয়া হাসি ভাতিছে সিত রদনে ;
লোহিত লাজ, অধররূপে বিম্বরাগে উজলি'
লাজেতে সদা লুকাতে চাহে বদনে।
শুভ বাসনা, রাঙা ভূষণে লভিয়া শিব শোণিমা
কপোল হয়ে ফুরিছে কিবা পুলকে !
মধুর ধীর উদার ভাব, বহিয়া নিজ গরিমা,
জাগে ললিত ওই ললাট-ফলকে।
সাধ্বীজন-সুলভ তেজ, নাসিকা হ'য়ে ফুরিছে,
দৃঢ়তা রাজে ভ্রূযুগ হয়ে ভালে রে ;
সাধনা সেবা, দু'কর হয়ে' আঁখির জল দুরিছে,
নিখিল জনে স্বরগ-সুধা ঢালে রে।

নয়ন দুটি হইয়া ফুটি করুণা, ছলছলিয়া,
তাপিত জনে শান্তিদানে স্নাপিছে ;
ঋজুতা, আহা চিবুক হয়ে' রয়েছে ঢলঢলিয়া,
সৌম শম, কণ্ঠ হয়ে কাঁপিছে।
মঙ্গল, সে অঙ্গ ভরি' ভঙ্গি হয়ে' ভূষিয়া
শান্তি-শুভ-সুন্দরতা বিতরে ;
স্বর্গ, সে যে স্বত্ব হয়ে' তোমাতে আছে মিশিয়া,
পীযূষ-প্রেমানন্দ ভরে' নত রে।
সতী জননী-হৃদয়শতে তব হিয়ার স্ফুরতি,
আকুল-প্রাণ-নিখিল-জনশরণা ;
সকল শিব পূত গুণ- মিলনে নব মূরতি,—
ধরণীমাঝে ধাতার তুমি প্রেরণা।
তোমারি পূজা পুণ্যসেবা, তোমারি প্রেমে ডুবিয়া
দেবী বলিয়া তোমারে করি সাধনা ;
তোমারে পাওয়া স্বরগলাভ, তোমারে তাই লভিয়া.
নিবিবে সব কলুষ ভব-বেদনা !

বধূ-বরণ

কনক-কুম্ভ ভরি' আনো তুমি সতীতীর্থের জলে,
কড়ি দিয়ে রচা সিন্দূরঝাঁপি হিন্দুর গৃহতলে।
তুলসীর লাগি আনো গো প্রদীপ, অশথের ঝারানীর,
গোধনের লাগি নীবার শষ্প, দেবশিলা লাগি ক্ষীর।
অন্নপূর্ণা, ক্ষুধিতের লাগি অন্নে ভর গো থালা,
তমসাতীরের বৈদেহী-চিত-পুষ্পে গাঁথো গো মালা।
বটতরুমূলজড়িত দেউলে আরতি বাজে না আর,
জাগ্রত কর হিন্দুর দেবে ঢালিয়া অর্ঘ্যভার।

ওগো পবিত্রা! নন্দনবনে তুলসীদলের মত
লৌহ-বলয়ে পবিত্র কর কাঞ্চনভূষা শত।
সতী রমণীর অনুমরণের অনলের শিখাসম,
সীঁথি-ভরা আনো সিন্দূররাগ তেজে উজ্জ্বলতম।
শতবরষের পূতজীবনের শতেক শুভ্র সূতা
শাঁখার আকারে বেড়ি লও হাতে হে দেবি মন্ত্রপূতা!
দেহে শোভে হেম,— লক্ষ্মী-গরিমা, শঙ্খে বাণীর ভাতি,
কমলাভারতী লভে গো আরতি যেন গেহে দিবারাতি।

অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠার মাঝে তেজের মহিমা রাখ',
হাসি দিয়া শত গৃহ-কর্ম্মের ক্লান্তির ব্যথা ঢাক';

দিনের কর্ম্ম ফুটায়ে তুলিও যশের গন্ধে ভরা,
কথাগুলি যেন তোমার বলিয়া মধুরসে যায় ধরা।
চরণ-পরশে ফুটাও কমল গৃহ-প্রাঙ্গণ'পরে,
তায় অচপলা রহ গো কমলা, বরাভয় লয়ে' করে।
ধুলি মুঠি ধরি' সোণা মুঠি করি' ছড়াও ভিখারীদলে,
লোকে কয় যেন—"মাগো ভগবতি, আসিয়াছ কোন ছলে!"

ফুলশয্যা

আজি সখি, আমাদের কুসুম-শয়ন।
মধুগন্ধে ভরপূর বায়ু বহে ফুর ফুর,
হিয়া দুটি দুর দুর, অলস নয়ন;
আজি সখি আমাদের কুসুম শয়ন,
আজি সর্ব্ব-বিশ্বছাড়া, সর্ব্ব-বাধাবন্ধ-হারা,
আবেশে মাতালপারা, এলায়িত তনু,
সংসারের ঝালাপালা ভুলে সর্ব্ব দুখজ্বালা,
সুখরসে পরিপুর কর প্রতি অণু।
কাঁটা যদি রহে ফুলে, তার ব্যথা যাও ভুলে,
কাননে কাঙ্গাল করি কররে চয়ন।
আজি সখি, আমাদের কুসুম-শয়ন।

কোটী প্রজাপতি 'পরে রঙ্গীন পাখার ভরে
এলাইয়া দাও তনু জ্যোছনার ফেনে;
স্বপন-পুরীর দেশে চল সখি, চল ভেসে,
লাবণ্য-লহরীগুলি নিয়ে যাক্ টেনে।
পেয়ে অপ্সরীর চুম আসুক মায়ার ঘুম,
পরীর পাখার বায়ু উড়াবে অলক;
নন্দনের গন্ধভারে তিতায়ে চন্দনাসারে
পুলক-দোলায় যেন দুলাবে দ্যুলোক।

বকুল মালিকা টুটি' ঢুলে রবে শির দুটি,
কদম্বের উপাধান করিবে বহন।
আজি সখি, আমাদের কুসুম-শয়ন।

মরকত-তট ছাড়ি' পিয়ে মৃগমদ বারি,
আকণ্ঠ ডুবিয়া র'ব অমিয়া-সায়রে ;
কলরবে মাতামাতি করিয়া জাগিবে রাতি,
মুখর পাপিয়া পিক উতলা বায়রে।
হেসে হেসে কুটি কুটি, পুলকেতে লুটোপুটি,
ইন্দ্রধনু গায়ে মোরা পড়িব গড়ায়ে,
কাদম্বরী-ফেনময় হবে পাত্র বিনিময়,
নিঙাড়ি নিঙাড়ি দিব মহুয়া ছড়ায়ে।
ত্যজি' পৃথিবীর সাজ এস সখি এস আজ,
আলোর বসন দিব করিয়া বয়ন।
আজি সখি, আমাদের কুসুম-শয়ন॥

বালিকা-বধূ

আমার বালিকা বধূ,
অঞ্চল-ভরা সৌরভ তার, সঞ্চিত বুকে মধু ;
ফুটেছে ক্ষুদ্র যূথীর মতন,
স্নিগ্ধমধুর শুভ্র শোভন,
পাতার আড়ালে, নীহারসিক্ত, সৌরভ করে দান।
নীপের মতন নাহি শিহরণ,
নহেক মাদক বকুল যেমন,
চম্পকসম উগ্র গন্ধে ব্যগ্র করে না প্রাণ।
আমার বালিকা বধূ,
অঞ্চলভরা সৌরভ তার, অন্তর ভরা মধু।

আমার বালিকা সখি,
কঙ্কণপরা কর দুটি তার, সঙ্কোচভরা আঁখি।
লতিকার মত লজ্জা-জড়িতা,
ছল ছল নীল-নয়না, চকিতা,
ললিত পেলব তনিমার মাঝে পুণ্য গরিমা ভায়।
সে যে একান্ত নির্ভরশীলা,
জানেনাক ছল, জানেনাক লীলা,
তরুর বাহুটি জড়ায়ে শুধুই ঘুমায়ে পড়িতে চায়।
আমার বালিকা সখি,
কঙ্কণপরা কর দুটি তার, সঙ্কোচভরা আঁখি।

বালিকা কান্তা মোর,—
শুভ্র রুচির অন্তর-বেলা, শুচি তার আঁখিলোর।
সে যে বসন্তে জাহ্নবীসমা,
বুকভরা মায়া, প্রীতি, দয়া, ক্ষমা,
সৈকত-অবগুণ্ঠন-তলে ভয়ে ভয়ে কিবা চায়!
নাহি বরষার বন্যা আবিল,—
শীতল, শান্ত, স্বচ্ছ, সলিল
ধীরি ধীরি এসে বহে যায় কিবা ঝিরি ঝিরি মলয়ায়।
দরদী দয়িতা মোর,—
শুভ্র রুচির অন্তর-বেলা, শুচি তার আঁখিলোর।

আমরা বালিকা প্রিয়া,—
কণ্ঠ তাহার নিখিল ভুলায়, পোষ মানে তার হিয়া।
শারিকার মত নহে সে মুখরা,
কোকিলার মত নহে ত প্রখরা,
ময়ূরীর মত রূপের গরবে টলে' টলে' নাহি যায়।
সে যে মোর শ্যামা বনের পাখীটি,
গাহে শীষ গান, অচপল দিঠি,
আমার হৃদয়-কুলায়-মাঝারে আপনা লুকাতে চায়।
আমার বালিকা প্রিয়া,—
কণ্ঠ তাহার বণ্টে অমিয়া, পোষ মানে তার হিয়া।

প্রতীক্ষায়

আর নহে ভুল !
সত্য ঐ চরণের ধ্বনি পঞ্জরের সোপানে সোপানে
গুপ্তপদ পরশন দিয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে রোমাঞ্চ যে আনে,
হৃদয়ের রঙ্গমঞ্চে লাস্য করে হর্ষ সমাকুল ;
আর নহে ভুল !

একি ভ্রান্তি হয় ?
গবাক্ষের ফাঁক দিয়ে ঐ যে আলোক দিল গো ঝলকি';
অন্তরের গুহ্যতম গুহা বিদ্যুতে যে উঠিল চমকি',
পরাণের নাট্যশালা সহসা যে হলো আলোময় !
একি ভ্রান্তি হয় ?

নিশ্চয় এবার !
মর্ম্মে অনুরণিছে যে ঐ দূর হ'তে ভূষণ শিঞ্জন ;
বাজাবে চাবির রিং ঠিক এমনিটি বিশ্বে কোন জন !
কেন বাজে একসাথে প্রাণে বাঁশী মুরজ সেতার ?
নিশ্চয় এবার !

এ নহে বঞ্চনা !
দুয়ার যে কর-পরশনে আনন্দের ছেড়েছে নিশ্বাস।
জড়গৃহ উঠেছে শিহরি—কেমনে গো না করি বিশ্বাস ?
মৃদু শব্দে খুলে দ্বার, উঠে পর্দ্দা, নাহিক ঝঞ্চনা ;
এ নহে বঞ্চনা।

শূন্য গৃহ

শূন্য এ গৃহ আজ!
দুয়ারে আজিকে পড়েনিক জল, জ্বলেনিক আজি সাঁঝ।
তোমার কেশের গন্ধ-তৈলে এখনো এ গৃহ ভরা;
জাগিছে তৈল সিঁদুরে তোমার দেওয়াল চিত্রকরা।
সিঁদুর টীপের কৌটা আরসী ঐ খোলা আছে পড়ি,
চুলের দড়িটি, চিরুণী তোমার ভুঁয়ে যায় গড়াগড়ি।
তব পদ রেখা আঁকা
এ গৃহমাঝারে সবেতেই হেরি তুমি রহিয়াছ মাখা।

আজি তুমি গৃহে নাই!
তবু, পায়ের শব্দ শুনিলে অমনি চমকি' ফিরিয়া চাই।
ভূষাশিঞ্জন কাণে শুনি' যেন চারিদিকে তোমা খুঁজি,
মনে হয়, সবি ছড়ান হেরিয়া এখনি আসিবে বুঝি।
শূন্য শয়ন পড়ি কাঁদে ঐ পদাঘাতে যেন দূরে,
কিছুই আমার খুঁজি' নাহি পাই, সব গেছে যেন উড়ে।
কেমনে বলগো রই,
তোমার চরণ চিহ্নেতে ভরা এই গৃহে তোমা বই!

আজি আমি গৃহহারা!
পথে পথে ঘুরি, পথে পথে ক্ষ্যাপা, তোমা লাগি হই সারা।

নিশীথ শয়নে নাহিক নিদ্রা, বেশভূষা অতি দীন,
কাজে একটুও লাগেনাক মন, বিশ্রাম,—সুখহীন।
ভিখারী আজিকে ফিরিয়া যেতেছে ঘন ঘন নিরাশায়,
আজিকে গৃহের পশুপাখীগুলি কেহ না আহার পায়।
গৃহের লক্ষ্মী মম,
তোমা বিনা আজ হয়েছে আমার এ গৃহ শ্মশানসম!

———

কিশোরী প্রিয়া

আমার কিশোরী প্রিয়া পলিত ধরারে যেন
করেছে কিশোরী,
জীর্ণ এ জগত যত অবসন্ন জীর্ণ কথা
গিয়াছে বিসরি'।
জরার জড়তা গেছে, নিত্যদৃষ্ট গ্লানিম্লান
সব গেছে দূর,—
সবি যেন রাঙ্গা রাঙ্গা, কচি কচি ঢল ঢল
পেলব মেদুর।
পুরাণো সঙ্গীত-মাঝে এবে মম প্রাণে বাজে
অভিনব তান,
আমার জীবন-নদী বন্যায় উথলি' উঠি'
বহিছে উজান।
নূতন আলোকে হেরি সবি আজি অভিনব,
লাবণ্য-চঞ্চল ;
এক গাল হাসি হেসে পরি টিপ ধরা যেন
বেঁধেছে কুন্তল।
কিশোরী দেবীর মোর সভক্তি আহ্বানে আর
পুণ্য আয়োজনে,
জীর্ণ ভগ্ন দেবালয়ে দেবতা জেগেছে আজি
শঙ্খঘণ্টাস্বনে।

পুরাণো অলির গান, ফুলহাসি নদীতান্
সবি লাগে ভালো,
মদির স্বপন সম জগতে জাগিল মম
প্রভাতের আলো।
সহসা যৌবন-লক্ষ্মী মানবের দ্বারে দ্বারে,
জাগাল জীবন;
অভিসারে রসাবেশে, পুলক রোমাঞ্চে আজি
ভরিল ভুবন।
মম গৃহ-লক্ষ্মী হ'য়ে প্রকৃতি মালিকা করে
সীমন্তে সিন্দূর,
আজিকে আমার লাগি দাঁড়ায়েছে সালঙ্কারা
হাসিয়া মধুর।

পাহাড়িয়া প্রিয়া

ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া,
হেথায় গৃহের কুঞ্জে তোমার
কি দিয়ে তুষিব হিয়া ?
কোথায় তমাল পিয়াল সর্জ্জ,
ছাত্‌নী সেগুন নীপ ?
মহুল গাছের ললাটের 'পরে
কোথা সে চাঁদের টিপ ?
শিরীষ ফুলের কেশর শিহরি'
পবন হেথা না ফুরে ;
মহুয়ার বনে মাতাল হইয়া
মৌমাছি নাহি ঘুরে।
বনদেবী হেথা শৈল-সোপানে
এলায় না তার বেণী,
কোথা দিগন্তে কাজল বরণ
গিরি' পর গিরি-শ্রেণী ?
পাষাণ-বক্ষ চিরিয়া হেথায়
বহে না বিমল বারি,
সিকতা-হৃদয় বিদারি' এখানে
ভরেনাক কেহ ঝারি।

কোথায় উদার মুক্ত জীবন
শৈলের পাদ-মূলে ?
চপল চরণে কোথা ছুটাছুটি
গিরিনদী কূলে কূলে ?
ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া,
হেথায় গৃহের অঙ্গনে তব
কি দিয়ে তুষিব হিয়া ?
ওগো পাহাড়িয়া বালা,
লয়ে এস' করে লতার বলয়,
গলে বন-ফুল-মালা।
প্রকৃতি হেথায় কল্যাণী-রূপে
বেঁধেছে কুটিরখানি,
আলিপনাভরা আঙিনার তলে
এস গিরি-বন-রাণী।
হেথায় জড়ায়ে শতেক বন্ধ,
গৃহ-কাজ হেথা শত,
মানবের পূত হিয়া-ছায়া-তলে
তৃপ্তি লভিবে কত ?
ফুল-পল্লব- ভূষণ তেয়াগি
গৃহের ভূষণ পর',
টানো শির 'পরে লাজ-গুণ্ঠন,
শঙ্খ-বলয় ধর'।

লহ সীমন্তে সিঁদুর-বিন্দু
বাঁধ কুন্তল-রাশি,
অচপল হোক্ চরণ-যুগল,
সংযত হোক্ হাসি।
পিঞ্জরে হেথা পড়িয়াছ বাঁধা,
মুক্ত স্বাধীন পাখী ;—
হরিণ-নয়নে ঘেরিয়া দাঁড়াল
শতেক মানব-আঁখি।
ওগো পাহাড়িয়া বধূ,
তার মাঝে আনো প্রকৃতি-ফুল্ল
অন্তর-ফুল-মধু।

মুগ্ধ আবাহন

ওরে মহুয়াবনের সাকী,
অধর-পিয়ালা ভরি' আন সুরা, বকুল-পরাগ মাখি'।
টল টল রাঙা গণ্ড-গেলাসে,
দ্রাক্ষার রস রভস-বিলাসে,
আঙুরের পানি কাঁখে আন ছানি, কনক কলসে ঢাকি';
ওরে মহুয়াবনের সাকী!
মূরছি চরণে পড়ুক হৃদয়,
পিয়ে পিয়ে আজি মোহাবেশময়,
নেয়ে নেয়ে তোর রূপ-সরোবরে ডুবে যাক্ দুটি আঁখি;
ওরে মহুয়াবনের সাকী!

ওরে পাষাণ দেশের রাণি,
আনুরে বাহুর অটল অটুট পাষাণ নিগড়খানি।
পাষাণি! পাষাণ বক্ষকারায়,
চন্দন-রস-নির্ঝর-ধারায়,
বন্দী যেন গো আপনা হারায়, না শুনে মুক্তিবাণী।
ওগো পাষাণদেশের রাণি!
বীরবালা, আজি রণ অবসান,
চরণে সঁপিনু কবচ কৃপাণ,
বিদ্রোহী পায়ে পড়িছে লুটায়ে, চির পরাজয় মানি'।
ওগো, পাষাণ দেশের রাণি!

ওগো, কাজল দেশের প্রিয়া,
এস গো উজল আঁখির ভুরুর অঞ্জনলতা নিয়া।
দিগন্তভরা শৈল বনানী,
জলদ-কুহেলি কালো দীঘি ছানি'
নিচোলে চিকুরে, উজল কাজল রাখিয়াছ সঞ্চিয়া।
ওগো কাজল দেশের প্রিয়া।
নীল অম্বরে ডুবে যাক্ পাখী,
ঢাকি দাও আঁখি অঞ্জন আঁকি,
স্বপন দেখাও, যাতুকরি! মায়া-অনুরঞ্জন দিয়া ;—
ওগো কাজল দেশের প্রিয়া!

ওগো স্বপন-দেশের পরী,—
এস রঞ্জিত ইন্দ্রধনুর মালিকা হস্তে ধরি'।
তারার কুসুম ছড়াতে ছড়াতে,
ছায়াপথ বেয়ে এস গো ধরাতে,
সোনার প্রদীপে জোনাকি-ফিন্‌কি পড়ে' যাক্ ঝরি' ঝরি' ;
ওগো স্বপন দেশের পরী!
প্রজাপতি রচা তুইটি ক্ষেপনী
জ্যোছনার স্রোতে ছুটে যে আপনি,
সে তুটি পাথায় ঢাকিয়া আমার সংজ্ঞা লহ গো হরি' ;
ওগো স্বপন দেশের পরী!

রজনী-শেষে

উঠ সখি, জাগ জাগ, পোহায় রজনী।
দূরে শুনা যায় ঐ কুঞ্জভঙ্গগান,
ভোরের বৈরাগী শুন বাজায়ে খঞ্জনী
'টহল' গাহিয়া দিল চমকিয়া প্রাণ।
নব সুষমার দেশ স্বপ্নপুরী হ'তে,
গৃহকুঞ্জে ফিরে এস, ওগো মায়াময়ি!
ভিড়াও মানসতরী কর্ম্মতট-পথে,
চমকি' জাগিয়া উঠি' অসম্বৃতা অয়ি!
ধীরে খোল আবরণ—পরীর পালক,
এলায়িত যৌবনেরে বাঁধ চেতনায়,
মুছি' রাগালস আঁখি গুছায়ে অলক,
আপনা সম্বরি' তোল লাজরক্তিমায়।
ধীরে ফেলি পদযুগ, লো অবগুণ্ঠিতা,
গৃহের বাহির হও সলজ্জ কুণ্ঠিতা।

অপরাধ কার?

মিছে সখি, ধরা অপরাধ।
আপনাতে দৃষ্টি নাহি, শুধু মোর পানে চাহি',
মিছে রোষ করি' সখি, ঘটাস প্রমাদ।
জানিস্ ত চিরদিন ভৃঙ্গ নহে লোভহীন,
তপ আচরিতে সে গো ঘুরেনাক বনে,
মধু-গন্ধে পুলকিয়া রূপভাতি ঝলকিয়া,
কমল ফুটালি কেন উজল আননে?
যেন পাকা বিম্বফল রসভরা ঢল ঢল
কেন এত সুমধুর অধররতন?
শুকের কি উপবাস? শুধু কি তৃষার শ্বাস?
ক্ষুধা যে জীবন-ধর্ম্ম তাহা কি নূতন?
পড়িয়া জলের কাছে মীন সে কেমনে বাঁচে?
সে কথা জানিয়া সখি, কেন কর ছল?
আঁখি-পুটতট-ভরা সব জ্বালা ক্লান্তি হরা,
কালো সুগভীর বারি কেন টলমল?
এটা সখি কার ভুল? চোঁয়ায়ে মহুয়া ফুল
লাবণ্যে আনিলি কেন মদিরার বান?
যদি তায় অবশেষে এ মক্ষী যায় গো ভেসে
কি দোষ তাহার? সেত অতি ক্ষুদ্রপ্রাণ!

মিছে দুষ প্রমত্ততা কেন তোর বাহুলতা
সাত পাকে জড়াইল এ তরুর গায় ?
হাসির জ্যোছনারাশি বিশ্বময় আসে ভাসি',
চকোর বাঁচিবে সখি, পালায়ে কোথায় ?
মোহন প্রমত্তকর কথা কেন বাঁশীস্বর ?—
মানস-কুরঙ্গ সেত অবোধ সরল,
যদি কটাক্ষের শর ঝরে পুনঃ তারপর,
কোথায় এড়াবে সে গো আঁখির গরল ?
পায়ে পায়ে যদি লুটে' কেবল গোলাপ ফুটে,
বুলবুল আঁখি মুদে বসিবে কি তপে ?
রূপের অনল যদি জ্বলে শুধু নিরবধি,
পতঙ্গ কেমনে বাঁচে পরাণ না সঁপে ?
মানবের গৃহে জাগি' এ সব কিসের লাগি ?
মোহন সুষমা এত কিবা প্রয়োজন ?
পদে পদে অপরাধ, নিতি ঘটে পরমাদ,
তবে কেন কুণ্ঠাহীনে এত আয়োজন ?

———

দু'য়ে এক

দুই হয়ে কিবা প্রয়োজন ?

রাত্রিদিন ব্যবধান, বাঁধাবাঁধি সাবধান,
প্রচণ্ড প্রয়াসে শুধু আংশিক মিলন ;
নয়নের বাতায়নে বসি শুধু দুই জনে
নিতি মিলিবার লাগি বাহু-প্রসারণ।
দুইটি খাঁচায় থাকি ছট্‌ফট্‌ দুটি পাখী,
শুধু ব্যর্থ ডাকাডাকি, চঞ্চু-বিদারণ।
মাংস-অস্থি-পঞ্জরের রন্ধ্রহীন ভূধরের
গাত্রে প্রতিহত দুটি নদীর স্পন্দন,
দুই হয়ে কিবা প্রয়োজন ?

এক হ'লে বাঁচে দুটি প্রাণ ;—

দুই তৃষা, দুই জল, দাউ দাউ, টলমল
মরীচিকা জল্ জল্ সারা দিনমান,
ভেঙে বাধাবন্ধরাজি দুটি প্রাণ মিশে আজি
উছলি' উঠুক সুখে দীর্ঘিকার প্রায়,
ফুটাইয়া শতদল আত্মানন্দে ছল ছল,
তৃষা যেন তটসম তাহাতে হারায়,
আকণ্ঠ ডুবিয়া তাহে মিলন-সঙ্গীত গাহে
পূর্ণ প্রেমানন্দে সর্ব্ব তৃষা অবসান।
এক হ'লে বাঁচে দুটি প্রাণ।

সম্পূর্ণ পাওয়া

গগনে কোটি তারকা হয়ে' তোমার পানে চাহিয়া রই,
পরাণ ভরে' হেরি গো কোটি নয়নে।
অঙ্গে তব সুষমা দিতে ফুল-জীবন যাচিয়া লই,
তোমারি লাগি' রচিতে ফুল শয়নে।

অযুত নদী-লহরী হয়ে' লুটিয়া পড়ি তোমার পায়,
তোমাতে মম পরাণ লই ভরি' রে,
আলোক তাপ হইয়া শীতে শিহরি' দিই তোমার কায়,
নিদাঘে অনুলেপন হই শরীরে।

তোমারি শ্বাস, ব্যজন হ'তে বায়ু-জীবন মাগিয়া লই,
রোমাঞ্চন হই রে লাজ-ভঙ্গে,
ঘুমা'লে তুমি স্বপন হয়ে' ঘেরিয়া তোমা জাগিয়া রই,
আবেশ হয়ে' মুরছি রহি অঙ্গে।

মানব হয়ে' তোমারে পেয়ে তোমারে ঠিক লভি নি,
আমি যে চাহি তোমার প্রতি অণুটি,
বাসনা তাই, মরিয়া লভি তোমারে করি যোগিনী,
ভস্ম হ'য়ে ভূষিয়া সারা তনুটি।

ভূষণ

চেয়েছিলে ভূষণ প্রিয়ে, ভূষণ সবি সঙ্গে আছে,
এখন সবি পরিয়ে দিলে তবে আমার প্রাণটা বাঁচে।
আজকে বুকের রক্ত দিয়ে
আলতা দিব পরাইয়ে,
আদরে আজ তুলিয়ে দিব চুমার নোলক নাকের কাছে।
রচিব হার একটি করে,
মেখলাটি, অন্তে পরে,
যাহার লাগি বৃথায় এ দাস দোকান দোকান ঘুরিয়াছে।
পায়ে দিব হিয়ার নূপুর,
বাজবে কিবা ঝুমুর ঝুমুর,
ভূষণ পরে' দেখবে বয়ান আমার দুটি নয়ান-কাচে।

সমস্যা

তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?
অঙ্গলতা গন্ধ-শোভায় আছেই সদা মুঞ্জরি'।
আল্‌তা কোথা পর্‌বে তুমি ?
ধরণী যে, চরণ চুমি'
ভরে' উঠে অশোকদলে, ভ্রমর ছুটে গুঞ্জরি'।
তোমায় কোথা ভূষণ দিব সুন্দরি ?

তাম্বুলেতে কাজ কি তব ?—অধর তব গভীর লাল ;
অঙ্গরাগ মাখবে কোথা ?—ফোটা কমল তোমার গাল ;
স্বর্ণ লাজে হবেই মাটী,
হোক না কাঁচা, হোক না খাটী,
কাঁকণ সে যে মলিন হয়ে' কাঁদবে দিবা শর্ব্বরী।
তোমায় কোথা ভূষণ দিব সুন্দরি ?

কাজল তুমি পরবে কোথা, সেকি তোমায় সাজবে ভাল ?
কাজল হ'তে উজল তারা, যুগল ভুরু অনেক কালো।
তোমার অমন চিকন চুলে,
কর্‌বে কি আর হীরের ফুলে ?
নারীর ভূষণ পর্‌বে কি আর মায়াবনের অপ্সরি !
তোমায় কোথা ভূষণ দিব সুন্দরি ?

———

প্রেমের স্মৃতি

কিশোর কালের প্রেমের স্মৃতি লুপ্ত হয়ে'ও লুপ্ত নয়,
জেগে উঠে যখন তখন, হিয়ার মাঝে সুপ্ত রয়।
বাঁশ বনটির ফাঁকে ফাঁকে,
পায়রা গুলোর ঝাঁকে ঝাঁকে,
পল্লীপথের বাঁকে বাঁকে ফুলবাগানের মধ্যখানে,
ফল পাড়া আর জল সেঁচাতে সে প্রেম বুকে সন্ধ্য আনে।

কিশোর কালের প্রেমের স্মৃতি লুপ্ত হয়ে'ও লুপ্ত নয়,
লতায় পাতায়, পাড়ার পথের যথায় তথায় গুপ্ত রয়।
সাঁজ পূজনীর শাঁখের ডাকে,
বিকাল বেলার কলস-কাঁখে,
পল্লীবালার উজল আঁখে, দিঘীর বাঁধা ঘাটটি'পরে,
ছুটাছুটি খেলাধূলায় পাড়ার মাঠের বাটটি ভরে।'

শিউলি-ছোপা কাপড়ে আর হোলির দিনে রাস-বাড়ীতে,
পাথর-পূজার পৌরহিত্যে, শিশু-পাঠের মাষ্টারিতে,
তুলসীতলার দীপ জ্বালাতে,
সাঁঝের ভোরের জল ঢালাতে,
কিশোর কালের ফুল তুলাতে, যে বীজ বুকে উপ্ত হয়,
অঙ্কুর তার জীবন ভরে' লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়।

বিফল আয়োজন

আজিকে হয়েছে ভগ্ন শূন্য, পূর্ণ কলস দুটি ;
দুয়ারের পাশে কদলীকাণ্ড শুকায়ে পড়েছে লুটি'।
এলোনা দেবতা মন্দিরমাঝে,
সব আয়োজন গেল বৃথা কাজে,
মঞ্জরী ফুল মর্ম্মর-শ্বাসে ঝলসি' পড়েছে টুটি'।

চুয়াচন্দন কুঙ্কুমরস শুকায়ে হয়েছে ধূলি,
দহে ম'লো ধূপ পিয়াসে পিয়াসে হতাশ শ্বসন তুলি।
যৌবন দিনে মঙ্গল ক্ষণ,
ভাষায় ভূষায় শত আয়োজন
বিফল হয়েছে হে মোর দেবতা, শিথিল অর্ঘ্যমুঠি।

বিরহতপের শেষে

সে দিন বসন্তে যবে মদকল পিকরবে
কানন ফেলিল জাগি' মলয়ের শ্বাস,
রসাল মুকুল-মূলে, চম্পক বকুল ফুলে,
করীর কপোলে ছুটে মদিরা উচ্ছ্বাস ;
সেদিন এলেনা বঁধু, সুগন্ধ পরাগ মধু
ঝরিয়া পড়িল উড়ি' ধরণীর বুকে,
বসন্তের বিম্বাধরে, প্রকৃতির গণ্ড 'পরে,
চুম্বন উঠিল ফুটি' অশোকে কিংশুকে।
তোমারি আশায় নাথ, জাগিনু চাঁদিনীরাত,
করি অঙ্গে দোললীলা লাবণ্যের ফাগে,
পরিয়া রতন টীপ, যতনে জ্বালিয়া দীপ,
অধর করিনু রাঙ্গা তাম্বুলের রাগে।
কপোলে গোলাপী ভাতি, কুসুম-শয়ন পাতি
রাখিনু মালিকা গাঁথি কাঁচলী আঁচলে,
পর্ণপুষ্পভারনতা যেন পল্লবিনী লতা,
তরু-বাহু হ'তে খসি' পড়িয়া ভূতলে।
যৌবনের তট টুটি' লাবণ্য পড়িছে ছুটি,
তনু রোমাঞ্চিত ফুট কদম্বের প্রায়,
সে দিন এলেনা প্রিয়, সব কান্তি কমনীয়
জ্বলন্ত গরল হয়ে দহিল আমায়।

সহসা আসিলে যবে,— দগ্ধ করি' মনোভবে
তখন হরের কোপ দহেছে কানন ;
শুষ্ক পত্র মরমরে প্রখর তপন-করে,
ঝলসি মলিন শীর্ণ ধরার আনন।
অশ্রুসিক্ত ছিন্নবাস, ধূসর চিকুর-রাশ
উড়ে যেন গৃধিনীর হেয় পক্ষজাল ;
ধূ ধূ বেলা বালুকায় নিদাঘ তটিনী প্রায়,
নাহি রস কান্তি, সার করোটি-কঙ্কাল।
তোমার দরশ লাগি' বিরহ-যামিনী জাগি'
মলিন কোটরগত অরুণ নয়ন,
নাহি ভূষা নাহি রূপ, যেন দগ্ধপ্রায় ধূপ,
অনশনে তনু ক্ষীণ, ভূতলে শয়ন।
সহসা আসিলে বঁধু, নাহি সুধা নাহি মধু,
নাহি কোনো আয়োজন ভাষায় ভূষণে ;
গৃহে নাহি দীপ জ্বালা, গাঁথা নাহি বনমালা,
নাই লাবণ্যের ডালা, বরিব কেমনে ?
বিরহ-তপের শেষ, এস এস হৃদয়েশ,
এস নীলকণ্ঠ মোর মানস-মোহন।
অনলে দহিলে প্রভু, তাই ভস্মমাখা, তবু
তার মাঝে আছে হৃদি-হেম-সিংহাসন।

কুণ্ঠিতা

তুমি জ্ঞানী গুণবান্ ;

তব দাসী হ'তে নাহি বোধ বল—তাই কাঁদে শুধু প্রাণ।

আমি বুঝিনাক তোমার গরিমা, বুঝিনে তোমার ভাষা,

কথার দৈন্যে বুঝা'তে পারি না হৃদয়ের ভালবাসা।

তোমার যা প্রিয় প্রাণের সাধনা—মোর তা' অন্ধকার,

কি কথা শুধা'লে, কি কথা যে বলি, অর্থ পাওনা তার।

কৃপার নেত্রে চেয়ে চেয়ে যবে ললাটে বুলাও কর,

লজ্জায় আর সঙ্কোচে মোর কুণ্ঠিত অন্তর !

আমি এ অবোধ নারী,—

তোমার চরণে লুটে পড়া ছাড়া আর কি করিতে পারি ?

তুমি হে কর্ম্মবীর ;—

উন্নত বপু, বিশাল উরস—শান্ত, সুদৃঢ় ধীর ;

ক্ষুধিতে রেখেছ যোগায়ে অন্ন, তাপিতে ছত্র ধরে' ;

হে ত্যাগি ! কতই লাঞ্ছনা তুমি সয়েছ আমার তরে ;

হৃদয়-শোণিতে জল করে' তুমি রাখিয়াছ সংসার,

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তটিনীবক্ষে অটল কর্ণধার !

বুদ্ধির দোষে জঞ্জালজাল যতই জড়ায়ে তুলি',

নিশিদিন জাগি' হাসিমুখে তুমি একে একে দাও খুলি';

আমি এ অবলা নারী,

তোমার চরণে দাসী হওয়া ছাড়া কি আর করিতে পারি ?

তুমি যবে গাও গান,
আমি শুধু শুনি, বুঝিনাক তা'র রস-তান-লয়মান।
কত দূর হ'তে শ্রোতা চলে' আসে আমার কুটীরদ্বারে,
মুগ্ধ হৃদয়ে কতই অর্ঘ্য বহি' আনে ভারে ভারে!
তোমার হিয়ার কতই নিকট হৃদিগুলি লও জিনি,
আমার মাথায় যে মাণিক জ্বলে, আমিই তাহা না চিনি;
মোর নাম ধরে' কত গান গাও, আমি তাহা নাহি বুঝি,
প্রাণের গরবে, নয়নের জলে, আপনা না পাই খুঁজি।
আমি এ অবোধ নারী,
নীরবে চরণ-চুম্বন ছাড়া কি আর করিতে পারি?

তুমি ভালবাস কত!
এক কণা পেলে ভরে' যায় প্রাণ, ঢালো বর্ষার মত।
রোগের শিয়রে অরুণ নয়নে জাগিয়াছ সারা রাতি,
পালকে আমারে আচ্ছাদি, সবই নিয়েছ বক্ষ পাতি,
অতি করুণায় দিয়াছ লজ্জা, সজ্জা করি না তাই,
আপন দীনতা হীনতা স্মরিয়া কুণ্ঠায় মরে' যাই।
লোহার আঘাত সহিয়া অঙ্গে বুলালে স্বর্ণ কর,
প্রতিদান দিতে ক্ষণেকের তরে দাওনিক অবসর!
আমি দীনহীনা নারী,—
কেশ দিয়ে তব পদধূলি মুছা ছাড়া কি করিতে পারি?

তোমার প্রভাব

এ কুরূপে এ কুৎসিতে, হে সুন্দরি, করেছ সুন্দর,
অঙ্গে অঙ্গে ছুটাইয়া লাবণ্যের আনন্দ-নির্ঝর।
হরষে, পরশে তব সাজায়েছ হিরণ আলোকে,
অনুরাগ-জোছনায় রক্ত চুম্বে, পরীর পালকে
শোভিয়াছি পদ্মকোষে রেণুমাখা ভ্রমরের প্রায়,
ফুল্লরক্ত গণ্ড'পরে কালো আঁখি যেমন মানায়।

হে কমলা, এ দরিদ্রে করিয়াছ রাজরাজেশ্বর,
তোমার অঞ্চল হ'তে স্বর্ণশস্য ঝরে নিরন্তর।
ভিখারীরে শিখায়েছ রাজপদে তুচ্ছ গণিবারে,
উদার করেছ চিত্ত, তৃপ্তি দেছ—বিত্ত যা' না পারে।
ঢালিছ প্রবাল হেম মুক্তা হীরা,—অশ্রু হাসে ভাষে,
এ কুটীরে কোথা রাখি? বিব্রত করিলে সখি দাসে!

তপস্তপ্তা বাণী মোর, এ মূর্খেরে করিয়াছ কবি,
মূর্ত্তি ধরি গৃহকুঞ্জে আসিয়াছ কবিতার ছবি।
গুঞ্জরি' উঠিল প্রাণ, শিখাইলে প্রেমের গৌরব,
কল্পলতা! ঢালিতেছ অফুরন্ত কাব্যের বৈভব।
বিশ্বেরে দেখালে তুমি নবপ্রাতে নবীন আলোকে,
মঞ্জীরের তালে তালে ছন্দ নাচে আপন পুলকে।

হে নির্ম্মলা পূতশীলা, এ পঙ্কিলে করেছ নির্ম্মল ;
প্রসন্ন সংযত ধীর করি' মোর যা ছিল চপল।
শঙ্খস্বনে সন্ধ্যাদীপে, তব শুভ কঙ্কণ-নিক্কনে
পুণ্যের উত্থান হলো অন্ধগৃহে কল্যাণের সনে।
পবিত্র মহিমাভরা জ্যোতির্ম্ময় তোমার নয়ন,
প্রতি পদক্ষেপে মোর সাথে থাকি করিছে শাসন।

প্রবঞ্চিতা

কা'দের প্রাণের অর্ঘ্যে সেজে,
ওগো রাজার নন্দিনি,
রূপ দেখে আর মিষ্ট কথায়
হ'লে শঠের বন্দিনী ?
যা'তে তাহার মন ভুলালে,
জান কি কোন রাজ-দুলালে
হৃদ্-রুধিরে পাঠাল তা' তোমার চরণ-রঞ্জনে ?
কোন্ নৃপতি ছদ্মবেশে
গড়ল নূপুর হেথায় এসে ?
কারিগরের নামটি বাজে তাহার মধুর শিঞ্জনে !

সূক্ষ্ম বুকের স্নায়ু দিয়ে,
বসন দিল বিরচিয়ে
কোন্ যুবরাজ সঙ্গোপনে নাম লিখিল অঞ্চলে ?
তোমার বাগে মালীর কাজে,
তরুণ কবি ছদ্ম সাজে
প্রণয়-ফুলে গেঁথে মালা গলায় দিল কৌশলে !
সে সব তুমি খোঁজ নিলে না
ওগো রাজার নন্দিনী,
প্রণয়ি-জন ফেলে, হ'লে
অপ্রেমিকের বন্দিনী !

ঘাটে

সখি—গুরুজনে গিয়ে ব'লো,
অভাগী রাধার গায়ে বড় জ্বালা, তাই সে ঘাটেতে র'লো।
পাখী ফিরে নীড়ে ঐ ঝাঁকে ঝাঁকে,
উঠিয়াছে চাঁদ তমালের ফাঁকে,
গৃহে গৃহে দীপ করে টিপ টিপ যদিও সন্ধ্যা হ'লো,
যমুনার জলে আজি র'লো রাধা গুরুজনে গিয়ে ব'লো।

সখি—এখন কি ফিরা যায়?
পথ নির্জ্জন, ফিরেছে গোধন ধূলি উড়াইয়া পায়।
কেহ নাই পথে ঘাটে নদীতীরে,
কাজে যারা ছিল গেছে তারা ফিরে,
পাটনীও খেয়া করেছে বন্ধ,—ছাড়ি এত সুবিধায়,
ছাড়ি জনহীন সাঁঝের যমুনা, এখন কি ফিরা যায়?

সখি—কেন কৌতুক হাসি?
শুনি'ছ না কাছে কদমতলাতে ঘন ঘন বাজে বাঁশী?
ঘাটের কাজটি তোমাদের মত
আমার ত সখি সোজা নহে অত,
ছাড়াতে যে হবে,—চুলে আর হারে গলায় লেগেছে ফাঁসি,
কলস ভরা কি হয় তাড়াতাড়ি? কেন কৌতুক-হাসি?

সখি—বড় জ্বালা দেহময়।
ব'লো গুরুজনে আজিকে রাধার কি জানি কিই বা হয়।
চাহিয়া চাহিয়া নীপতরু পানে
ভরি' লয়ে প্রাণ মুরলীর তানে,
একগলা জলে আছি সখি, বাকী একটু বই ত নয়,
ব'লো ফিরে এসে, গৃহে গুরুজন বেশী কিছু যদি কয়।

———

মথুরার দূত

বিদায়, চন্দ্রাননে !
এসেছে আজিকে মথুরার দূত আমার বৃন্দাবনে ।
সাঙ্গ আজিকে বাঁশরীর গান, প্রেম অভিনয় হ'ল অবসান,
কত অভিসার মান অভিমান উচ্ছ্বল রসবেগ ।
যদিও যমুনা ভরা টলমল, নীপনিকুঞ্জ স্ফুট চঞ্চল,
ময়ূর ময়ূরী রস ঢল ঢল, গুরু গুরু ডাকে মেঘ,
তবু হায় যেতে হবে,
বারতা বহিয়া মথুরার দূত দুয়ারে এসেছে যবে !

ব'লো সে রাখালগণে,
এসেছে নিঠুর মথুরার দূত কালার কুঞ্জবনে ।
জলকেলি শেষ ঝাঁপায়ে ঝাঁপায়ে কালীদহ জলে দু'কূল কাঁপায়ে,
বনমালা পরি' বনফল খেয়ে আদরে বক্ষেধরা,
রহিল গোধন সজল নয়ান, ফুলের দোলনা ভূতলে শয়ান,
র'লো রাসদোল ঝুলনের স্মৃতি মানস চক্ষে ভরা ।
মিছে আর মায়াডোর,
ভাসালাম আজি যমুনার জলে সাধের বাঁশরী মোর ।

ব'লো সে যশোদা মায়,
আজিকে তোমার আদুরে দুলাল বাঁধন কাটিতে চায় ।'

কাজ নাই আর ক্ষীর সর ননী, র'লো শিখিচূড়া রহিল পাঁচনী,
আঁচলের তার বাঁধন টুটিতে আঁখি ফাটে, বুক চিরে।
বলো সখিগণে কানু গেছে চলে', কলস ভরিয়া যমুনার জলে
নির্ভয়ে তারা নিরাপদে এবে জল লয়ে যেন ফিরে,
মিছে ডাকো বারে বারে,
এসেছে আজিকে মথুরার দূত কানুর হৃদয়-দ্বারে।

কেমনে হেথায় রহি,
মথুরার দূত এসেছে যখন কঠোর বারতা বহি' ?
পিতামাতা কাঁদে পাষাণ বক্ষে, নাহিক নিদ্রা প্রজার চক্ষে,
ডাকে পুণ্যের পরাজয়, গ্লানি, নিরীহের আঁখিলোর।
বাজিছে ডঙ্কা কর্ম্মতোরণে, ডাকিছে সত্য বিষাণ বাদনে,
ভাঙিতে হয়েছে মোহের স্বপন,—ফাগের রঙীন ঘোর।
মিছে আর আঁখিজল,
মথুরার দূত করিয়া দিয়াছে অন্তর টলমল।

অন্ধকার বৃন্দাবন

নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
বহে না চল মন্দানিল লুটিয়া ফুল-গন্ধভার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যা-দীপ,
ফুটে না বনে কুন্দ নীপ,
ছুটে না কলকণ্ঠ-সুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
ছোঁয় না তৃণ গোধনগুলি,
ছুটিছে মাঠে পুচ্ছ তুলি,
করে না রাধাকৃষ্ণ লয়ে' সারিকা শুক দ্বন্দ্ব আর ;
সজল চল আয়ত আঁখি,
পিয়াল-ফুল-পরাগ মাখি'
ঘুরিছে খুঁজি, লেহন করে মৃগ পদারবিন্দ কার ?
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
ময়ূর আর মেলিয়া পাখা,
করে না আলো তমাল শাখা,
কুসুমকলি ফুটে না, অলি পিয়ে না মকরন্দ তার।
যায় না চুরি নবনী ক্ষীর
বলিয়া, ফেলে অশ্রুনীর,
করে না দধিমন্থ গোপী নাচায়ে কটি, চন্দ্রহার।
নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

সলিল-কোল-ফেনিল জলে
যমুনা আর নাহিক চলে,
পাটনী কাঁদি' তরণী বাঁধি' করেছে খেয়া বন্ধ তার।
কলসহার হারানো ছলে,
বধূরা মিছে যমুনা-জলে
করেনা সাঁজ শুনিয়া আজ বাঁশীটি শ্যামচন্দ্রমার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
বাতাস শ্বাসে বেতসবন
গুমরি' মরে, হতাশ মন,
কুঞ্জে নাহি ঝুলন দোল, মধু মিলনানন্দ আর।
গোঠের ধূলি গায়েতে মাখি',
রাখাল ফেরে উদাস আঁখি',
ঘুরিছে ভুলে কুসুম তুলে, নাহি সে দেব বন্দনার।
নন্দপুর-ইন্দু বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
যশোদা আজি মলিনা দীনা,
লুটায় ভূমে সংজ্ঞাহীনা,
রোদনে আঁখি অন্ধ হ'ল, তুলে না মুখ নন্দ আর।
কীচকবনে বাজে না বাঁশী,
নাহিক গান, নাহিক হাসি,
নবনারীর কণ্ঠে আজি দুলে না প্রেমানন্দ-হার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

রাখালরাজ

অবোধ কানু, কার মায়াতে ভুলে,
গোকুল ছেড়ে চলে' গেলি ভাই ?
সেথায় কেবল অনেক হাতী ঘোড়া,
তোর ত সেথা খেলার সাথী নাই !
কোথায় সেথা দূর্ব্বাভরা গোঠ,
রাখালদলে খেলার হেন জোট,
ননীর মত নরম সাদা দেহ—
কোথায় সেথা দুগ্ধে ভরা গাই ?
রাখালরাজা, রাজ্য তোর এ ফেলে,
কেমন করে চলে' গেলি ভাই ?

ময়ূর-নাচা, এমন পাখী-ডাকা
হরিণ-চরা কোথায় সেথা বন ?
মাটি-ছোঁয়া কোথায় তরুশাখা
ঝুলবি কোথা, দুলবি সারাক্ষণ ?
কোথায় সেথা ফুলের ছড়াছড়ি,
কোথায় দিবি সদাই গড়াগড়ি ?
গুঁজতে কানে কোথায় পাবি ফুল,
বনমালা পরতে সুশোভন ?
ময়ূরনাচা এমন পাখীডাকা
হরিণচরা কোথায় সেথা বন ?

ক্লান্তি হ'লে বসবি কোথা ভাই,
শীতল হেন কোথায় তরুছায়া ?
কোথায় সেথা কালিন্দীরি নীরে
কলকলিয়ে সাঁতার কেটে যাওয়া ?
সেথা গভীর কালীদহের জলে
ডুবতে পাবি আঁধার কালো তলে ?
শুকাইতে গায়ের জলকণা
কোথায় সেথা মধুর মৃদু হাওয়া ?
ক্লান্তি হ'লে বসবি কোথা ভাই,
কোথায় সেথা এমন তরুছায়া ?

তুল্‌বে কেবা বেলের কাঁটা দিয়া
কুশের কাঁটা বিঁধলে রাঙ্গা পায় ?
পড়লে খসে' নূপুর ধড়া চূড়া,
আবার কেবা পরিয়ে দেবে তায় ?
তমালতলে বসলে মেলি' পা'
বাছুর তব চাটবে না ত গা',
দুপুর রোদে ধেনুর পিছে ঘুরি
কাহার দেহে এলিয়ে দিবি গায় ?
কে ক্ষুধা পেলে আনবে বনফল,
ঘামলে ওমুখ মুছিয়ে দিবে হায় ?

তুমি যে ভাই দুষ্ট ছেলে বড়,
তারা কি স’বে তোমার আচরন ?
মাখন দধি চুরিই যদি কর,
তোমায় তারা বকবে অকারণ ?
বাঁশীটি যদি বাজাও শ্যামরায়,
কাজ করা যে সবার হবে দায়,
রাগবে না ত তোমার বাঁশী শুনে
যদি বা হয় পরাণ উচাটন ?
স্নানের ঘাটে কলস যদি হর’,
হাসবে কি গো তথায় বধুগণ ?

রাজা হওয়া যদিই বড় সখ,
রাজা ত তোয় করেছিলাম মোরা ;
মোরা ছিলাম মন্ত্রী পারিষদ,
গোধন, মৃগ,—ছিলই হাতী ঘোড়া ;
উইয়ের ঢিপি সিংহাসন ’পরে
পাতার তাজ মাথার পরে ধরে’
কণ্ঠে নিলি গুঞ্জাফল-মালা,
হস্তে নিলি রাঙা রাখীর ডোরা ?
হেথায় ফেলি মহারাজের ভোগ,
কেমনে তুই থাকবি ননীচোরা ?

মথুরার দ্বারে

চরণে মিনতি প্রহরি তোমার—তাড়ায়োনা রাজপথে,
মোরা তোমাদের রাজারে দেখিতে এসেছি গোকুল হ'তে।
ঘাম ঝরে গায়, ধূলামাখা পায়, পরণে মলিন বাস,
তাই বলে কিগো যাইতে পাবনা মোদের কানুর পাশ ?
তুমিত জাননা প্রহরি তোমার রাজাটি মোদের কে,
এই ধূলিমাখা বুকে মাথা রেখে মানুষ হয়েছে সে !
সে আজ ভূপাল, আমরা গোয়াল,——কথা রাখ, পায়ে পড়ি ;
ছুটি কথা শোন, পাগল বলিয়া দিওনাক দূর করি !

আমাদের কানু ; তার বাড়ী যেতে তোর পায়ে সাধাসাধি !
চোখে আসে জল, মুখে আসে হাসি, তাইত হাসি কি কাঁদি !
দাঁড়াইয়া ঠায় দ্বারে ধূলাপায়, কানু শুনে যদি তাহা,
আঁখি ছল ছল করিবে তাহার, বুকে ব্যথা পাবে, আহা !
রাজার দণ্ড ধরেছে কানাই, ছেড়েছে মোহন বাঁশী,
সেই হ'তে তার বুঝি মুখভার, নাই খেলা ধুলা হাসি !
আহা সে যে হায় কতই কেঁদেছে কাতরে,মোদের ছাড়ি'—
—অমন করিয়া দিওনাক গালি, ভ্রূকুটি করোনা দ্বারি।

কালীদহ হ'তে এনেছি তুলিয়া তার লাগি শতদল,
যে গাছের তলে ঘুমাত দুপুরে—সে গাছের পাকা ফল,

শাঙলীর দুধে তুলিয়া নবনী, ধবলীর দুধে ক্ষীর,
এনেছি অশোক ফুলে মালা গাঁথি, যমুনার কালনীর।
এনেছি পাঁচনী আর শিখিচূড়া, কোঁচান রঙ্গীন ধড়া,
বাঁশবন খুঁজে এনেছি বাঁশরী, যতনে ছিদ্র করা।
আর আনিয়াছি গোটা গোকুলের আশীষ, চোখের জল,
ভাঙা বুক আর রাঙা আঁখি,—দ্বারি, একবার গিয়ে বল।

বলিস্ তাহার রোপিত তরুটি আজি ফুলে আলোকরা,
কদমতলাতে আসিয়াছে জল—যমুনা দুকূলভরা।
যা ছিল মুকুল, এখন তা ফল, চারা—সে বেঁধেছে ঝাড়,
কেঁড়েভরা দুধ ঢালে যে আজিকে সাধের গাভীটি তার।
কোথা রবে তার রাজসভা, দ্বারি—মাথার মুকুট ভার,
বুকে এসে সে যে পড়িবে ঝাঁপায়ে, শুনে যদি একবার,—
নয়ন রাঙিয়ে দিওনা তাড়ায়ে প্রহরী নিঠুর-হিয়া,
দিব ক্ষীর ননী বনফুল তোরে, একবার বল্ গিয়া।

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি"

ব্রজের গোপী, ব্রজের সখা, কাঁদছ কেন উদাস প্রাণে ?
এ বৃন্দাবন ছেড়ে আমি যাইনি চলে' কোনো খানে।
ব্রজ আমার প্রাণের প্রিয়, তাইতে সারা ব্রজের দেহ,
ব্রজের অণু, পরমাণু, রন্ধ্র আমার হলো গেহ।
ব্রজের বাটে, ব্রজের ঘাটে, ব্রজের গোঠে, মাঠের মাঝে,
লতায় পাতায়, শ্যামলতায়, আছি আমি নানান সাজে।
মিছে সবাই কাঁদছ কেন ? সবায় ঘিরে রইছি আমি,
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

বরণ আমার মিশে গেছে ব্রজের শ্যামল দূর্ব্বাদলে,
শাঙন মেঘের মর্ম্মমাঝে কালীদহের কালো জলে,
শিখিচূড়ায় সুশোভিত চিকুর মম আছে হেথা,
ময়ূরনাচা তমালবনে সংশয়ে চাও, সত্য সে তা'।
রোমগুলি মোর কদমফুলে রহেছে ঐ শিহরিয়া।
গোপাঙ্গনার অঙ্গতটে আঘাতিতে আহ্লাদিয়া,
দ্রবীভূত হৃদয় আমার যমুনাতে গেছে নামি',
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

বেণুর বনে বাজে বাঁশী, চমকে উঠো, বুঝনাকি ?
কালীদহের নীলোৎপলে দেখনিকি আমার আঁখি ?
কৃষ্ণসারের চরণ-পাতে আমার ভাবি চাও যে পিছে,
আমার পায়ের শব্দ সে তা' একেবারে নয়ক মিছে।

বন্ধু-জীবে রক্ত অধর, কিসলয়ে নখরুচি,
পদ্মদলে চরণ দুলে,—কুন্দবনে হাস্য শুচি।
চিনি চিনি চিনতে নার’, চমকে উঠে চাও যে থামি’;
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

পাটল অশোক পলাশবাগে মধুমাসের মধুর খেলা,
পরাগ রাগে হোলির ফাগে, উচিত আমায় চিনে ফেলা।
বকুল ডালে, বেতস বনে, বাদল বায়ে ঝুলন করি,
ব্যাকুল চোখে চেয়েও থাকো, যেন আমায় ফেল্লে ধরি’।
দেখতে কেন পাওনা আমার রাসের লীলা মুকুলকুলে,
পূর্ণিমাতে তরুলতায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোদুল দুলে?
পরশ আমার ব্রজের বায়ু ঘুরছে ত ঐ দিবাযামী,
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

বৃন্দাবনে আমাতে আর রাখিনিক ভিন্ন ভেদ,
‘তৃপ্ত আমি, বঞ্চিত সে’—থাকবেনা এ রকম খেদ।
সকল যুগের সকল লোকের দেশ বিদেশান্তরের লাগি’,
ব্রজের ধূলায় কদমতলায়, হৃদয় গুলায়, আছি জাগি’।
লুঠলে পরে ব্রজের রজে, নাইলে পরে ব্রজের ঘাটে,
আমায় মেখে ফিরবে সে যে, ভয় কি তাহার যমের হাটে?
মিছে কেন কাঁদছ সবে?—যায়নি ছেড়ে ব্রজস্বামী।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

জননী বঙ্গ

রচিল ধর্ম্ম-প্রয়াগ-তীর্থ যার ভগবান পরমহংস,
বেদের বার্ত্তা আনিল ফিরায়ে যার রায় সেন ঠাকুরবংশ।
বিদ্যা করুণা তেজের 'সাগর' ভরিল অঙ্ক দানের রঙ্গে,
বঙ্কিম যার রঞ্জিল পদ বুকের রুধিরে প্রাণের যত্নে।
যাহার চরণ জীবন মরণে শরণ, সে তুমি জননী বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

ভূদেব রমেশ দীনবন্ধুর অর্ঘ্যে পদারবিন্দে দীপ্তি,
যার মধু হেম নবীন রজনী সুধাদানে ক্ষুধা করেছে তৃপ্তি;
গিরিশ দ্বিজেন সমাজধর্ম্ম জাগাল আবার নটের দৃশ্যে,
ঋষি ব্রজেন্দ্র তত্ত্বজ্ঞানের ঘৃতদীপ তুলি' ধরিল বিশ্বে;
যাহার চরণ জীবন মরণে শরণ, সে তুমি জননী বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

যার দানবীর রাসবিহারীর কণ্ঠে ধ্বনিত ন্যায়ের বিশ্ব,
মশীন তারক ব্রজ মণীন্দ্র বলির ধর্ম্মে হয়েছে নিঃস্ব;
আশুতোষ আর হরিনাথ যার শোভিল বাণীর স্নেহের অঙ্ক,
নব সাধনার গুরু সুরেন্দ্র বাজাল বিশ্ব-নিনাদী শঙ্খ;
যাহার চরণ জীবন মরণে শরণ, সে তুমি জননী বঙ্গ;
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

যার মহেন্দ্র গঙ্গাধরের ভৃঙ্গার জলে বাঁচিল সৃষ্টি,
হোতা প্রফুল্ল নব রসায়ন-হোমানলে করে হবির বৃষ্টি
ধরে গুরুদাস পুণ্যচরিত সত্ত্ব-নিষ্ঠা শুভ্র ছত্র,
যোগী জগদীশ তড়িতাক্ষরে লিখিল যাহার বিজয়-পত্র
যাহার চরণ জীবন মরণে শরণ, সে তুমি জননী বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

সত্ত্বরজের মিলনমন্ত্র ঘোষিল বিশ্বে বিবেকানন্দ,
দিগ্‌জয়ী কবি সিন্ধুর কূলে গায়িল আবার সামের ছন্দ,
পুত্র যাহার সত্যের লাগি বরিছে শীর্ষে অশনি-বর্ষ,
দেশের কর্ম্মে, সেবার ধর্ম্মে জনমে যা'দের ত্যাগের হর্ষ ;
যাহার চরণ জীবন মরণে শরণ, সে তুমি জননী বঙ্গ,—
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

———

সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ

হে সুন্দর! অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের অশ্রান্ত বিকাশ!
লভেছি তোমার মাঝে অনন্তের মঙ্গল আভাস।
তোমার অমেয় শক্তি অভ্র ভেদি ছুটেছে দ্যুলোকে,
তব রূপনীলাম্বরে আঁখি-পাখী ডুবিল আলোকে,
মুরছি পড়িল আত্মা তব জ্ঞান-সিন্ধু-সিকতায়,
প্রেমানন্দ-বন্যা মাঝে মর্ম্মতট লুকালো কোথায়!
সীমা নাই, কুল নাই, হে বিরাট, সব যাই ভুলে,
স্পন্দহীন, নিশিদিন, দাঁড়াইয়া তব পাদমূলে।

হে আনন্দ! একি হেরি আসিয়াছ কাননে কান্তারে,
প্রভাতের কলহাস্যে, কুসুমের সুষমা-সম্ভারে,
তরঙ্গের চল লাস্যে, বিহঙ্গের সঙ্গীতের তানে,
প্রকৃতির রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, মেঘমন্দ্রে, ইন্দ্রধনু-প্রাণে।

হে মঙ্গল ! আসিয়াছ শঙ্খস্বনে উটজ-প্রাঙ্গনে,
লাজবর্ষে হাস্য হর্ষে স্বর্ণ শস্যে ভবনে ভবনে,
প্রীতি-ডোরে, আঁখি-লোরে, পূজামন্ত্রে কুঙ্কুম চন্দনে,
শিশুর দেয়ালা মাঝে, কাঙ্গালের করুণ ক্রন্দনে।

হে মোহন ! এলে যদি এসো তবে আরো সন্নিকটে ;
ভিড়াও সোনার তরী অন্ধকার মম চিত্ততটে।
পরশমাণিক্যময় মরালের পক্ষপুটে বাহি,
দীপ্তির কেতন তুলি, দ্যুলোকের পুণ্যগান গাহি,
লক্ষকোটি ভক্তিস্রোত পাদপদ্মে পড়ুক ছুটিয়া,
ভৃঙ্গ হ'য়ে রেণু মাখি' পড়ি তাহে লুটিয়া লুটিয়া।
উঠুক মূর্চ্ছনা নব প্রাণবীণে পাবন পরশে,
ডুবে ও তরণীতলে মনোমীন মরুক হরষে।

কতদূরে ! কত উচ্চে ! হে রাজর্ষি ! তবু কত প্রিয়,
আঁকড়ি' ধরিব বক্ষে প্রেমোন্মদে তব উত্তরীয়।
পূর্ণ ইন্দু ! তবু তব গোষ্পদের বুকে জাগে ছবি,
নীহারের বক্ষোমাঝে ধরা দাও, ওগো দীপ্ত রবি।
রথ হ'তে নেমে এসো, দাঁড়ায়ো না ইন্দ্রিয়-দুয়ারে,
অন্তরের অন্তঃপুরে চলে যেতে হবে একেবারে।
উজলি' কিরীটালোকে অন্ধকার প্রাণের কুটীর,
এসো রাজ-অধিরাজ ! ভক্ত যে গো আকুল অধীর !

রাখাল-রাজের মত হৃদি-গোষ্ঠে বাজাও হে বেণু,
নিমায়ের মত প্রাণে নাচ, মাখি' প্রেমানন্দ-রেণু।
গুহকেরে কোল দাও রঘুপতি সম হেসে আসি।
জাহ্নবী সমান এসে ধুয়ে দাও পাপ-গ্লানি-রাশি।
খ্রীষ্ট সম এসে তুমি ডাকো তব চরণের তলে,
দুগ্ধ-শুভ্র দৃষ্টি-দানে স্নাত করি, মুগ্ধ শিশুদলে।
কমণ্ডলু হ'তে ঢালো আশীর্ব্বাদ-অমৃতের ধারা,
তোমা ঘেরি' নৃত্য করি ফুল্লচিত্তে হয়ে' আত্মহারা।

দ্বিজেন্দ্র-স্মরণে

(গান)

ওগো দ্বিজরাজ, কোথা গেলে আজ ? লুকাল জ্যোছনা-হাসি;
রবির আলোক জাগেনা প্রাচীতে, শুধু যে আঁধার-রাশি ।
এখনো নিশীথ রয়েছে যে বাকী,
চলেছে পেচক শির'পরে ডাকি',
কা'র পানে এবে চেয়ে রবে আঁখি—অশ্রুতে যায় ভাসি !
ওগো দ্বিজরাজ, কোথা গেলে আজ ? লুকাল জ্যোছনা-হাসি

বিভূষিলে মায় বীরের বক্ষ-শোণিত-লোহিত-রাগে ;
তব সঙ্গীত শ্রুতিমূলে তাঁর কুণ্ডল হয়ে' জাগে ।
গড়ি' মঞ্জীর কনক-জীবনে
পরালে বঙ্গভাবার চরণে,
তোমার কণ্ঠ-কম্বুর নাদে জাগিল বঙ্গবাসী ।
ওগো দ্বিজরাজ, কোথা গেলে আজ ? লুকাল জ্যোছনা-হাসি

জাগায়ে' হাস্য মৃতকল্পের পাণ্ডুর ম্লান মুখে,
গহন কাননে ফুটালে কুসুম কাঁটার বোঁটার বুকে ।
ফুটায়ে' কমল গরল-সায়রে,
বসালে বাণীরে তুমি তার' পরে,
ওগো নটবর, ফণীর ফণায় বাজালে মোহন বাঁশী ।
ওগো দ্বিজরাজ, কোথা গেলে আজ ? লুকাল জ্যোছনা হাসি

রোগশয্যায় কবি রজনীকান্ত

হে কিন্নর! কণ্ঠে কণ্ঠে জাগাইয়া সঙ্গীত-মাধুরী
কণ্ঠ তব আজিকে নীরব।
আজি ভিখারীর বেশে দাঁড়ায়েছ রাজরাজেশ্বর!
বিলাইয়া সকল বিভব।
সাজায়ে হীরক-হারে বিশ্বজনে, কঙ্কালের মালা
আজি তুমি পরিয়াছ গলে।
হাসিতে ভাসায়ে ধরা, আজি তুমি করিতে সিনান
নামিয়াছ নয়নের জলে।
সকল দংশন তুমি বুকে নেছ, করি' বিতরণ
মকরন্দ মধুর তরল।
সব সুখদুঃখ মথি' বিলাইয়া অমৃত সবারে
কণ্ঠে নেছ ভীষণ গরল।

এ বঙ্গকাননমাঝে তুমি ছিলে হে নম্র, মোহন,
শান্ত সৌম্য শ্যাম তরুবর।
নিঙাড়ি' মরম রক্ত ভক্তিরাঙা কুসুমনিচয়
ফুটায়েছ কত মনোহর!
তোমাতে কোকিল গাহি' নিখিল করেছে মাতোয়ারা,
পাপিয়া গেয়েছে শতগান,
তোমার ছায়ায় আসি' লভিয়াছে শান্তির বিরাম
কতশত দাবদগ্ধ প্রাণ।

আজি তব ভগ্ন শাখা, শুষ্ক পত্র, মূল হীনবল
অদৃষ্টের অশনি-আঘাতে,
শেষ বিন্দু বক্ষরক্ত তা'ও দিয়া তবু ফুটা'তেছ
ছোট ফুল গলিত শাখাতে।

কাঙাল এ বঙ্গমা'র হে সুকবি, বড় আদরের
তুমি দেব, কাঙ্গাল সন্তান।
কুটীর-প্রাঙ্গণে তাঁর পথে ঘাটে মালঞ্চবিতানে
ঘুরিতে গাহিয়া সদা গান।
আজিকে সহসা এলো পিতার আহ্বান দেশান্তরে
শুনে তুমি হয়েছ চঞ্চল।
কোন্ রাজসভাতলে সেথা তুমি হবে বরণীয়
ছাড়ি' গিয়া জননী-অঞ্চল।
আহা তবু মা'র প্রাণ! বক্ষে চাপি ধরে' আছে তাই
অশ্রুমাখা নিবিড় বন্ধনে,
ছাড়াইতে বাহুপাশ চাহ তুমি প্রাণপাখী তব
উড়ে গেছে সুদূর নন্দনে।

হে মুক্ত সাধক, আজি দাঁড়ায়েছ উজ্জ্বল গৌরবে
সীমাহারা অনন্তের কূলে,
কলকল রাঙ্গাজল পদতলে আসে ছুটে ছুটে,
লুটেপুটে পড়ে ফুলে' ফুলে'।

একখানি তরী তাহে কূলে বাঁধা করে টলমল,
বসি তাহে একটী কাণ্ডারী।
অমৃতের দেশ হ'তে বার্ত্তা বহি' আনে ক্ষণে ক্ষণে
ঊর্ম্মিগুলি সুদূরবিহারী।
ভক্তগুলি চারিপাশে,—দাঁড়াইয়া আছ তুমি কূলে
শিরে শিরে আশীষ বিতরি';
তা'রা আজি ফিরিবে না—উত্তরীয় বসন অঞ্চল
বক্ষে চাপি ধরেছে আঁকড়ি'।

বিশ্বসনে ইন্দ্রিয়ের চেনাশুনা হইয়াছে শেষ,
জাগে শিরে স্বর্গের আলোক,
দিগন্তের পরপারে জাগিয়াছে সম্মুখে তোমার
মুক্তদ্বার বাঞ্ছিত দ্যুলোক।
রোগ-শোক-তাপক্ষীণ কর্ম্মক্লান্ত বাহুটি তোমার
ঊর্দ্ধপানে দেছ বাড়াইয়া,
নেমে আসে স্বর্গ হ'তে জ্যোতির্ম্ময় বরাভয় কর
তাপিতেরে লইতে তুলিয়া।
উপল-ব্যথিত-গতি তব শ্রান্ত জীবনতটিনী
খুঁজে ফিরে জুড়াবার ঠাঁই;
জোয়ারে উছলি' সিন্ধু আগাইয়া ঐ আসে ছুটে
বুকে করে' লইবারে তাই।

মরণে বলেছ সখা, স্কন্ধে তার দিয়া বাহুভর
ফিরিয়াছ গৃহে আপনার।
দুঃখ সে যে ভৃত্যসম আলো লয়ে' যায় আগেভাগে,—
বনপথ দুর্গম আঁধার।
তব ব্যথাতাপ সে যে কুসুমের ফুটার ব্যগ্রতা,
নির্ঝরের ছুটার প্রয়াস।
দেহের পিঞ্জর-দ্বারে দাঁড়াইয়া আত্মাপাখী তব
মুক্তপ্রাণে হেরে নীলাকাশ।
তুমি 'প্রসাদে'র মত দাঁড়াইয়া জাহ্নবী-জীবনে
গাহিতেছ শেষের সঙ্গীত,
মোরা দাঁড়াইয়া কূলে হেরিতেছি চঞ্চল ব্যাকুল,
ঊর্দ্ধে তব অভয়-ইঙ্গিত।

হে তাপস! যজ্ঞে তব পূর্ণাহুতি আসিছে নিকটে,
ধূ ধূ করে' জ্বলিছে অনল!
করিব না অঙ্গহীন, কলুষিত—সংসার-কথায়
পুণ্যক্ষেত্রে ফেলি' আঁখিজল।
তব শরশয্যাপাশে আসিয়াছি আজি মহীয়ান্
লভিতে আশীষ, কোলাকুলি;
অমৃত দেশের বার্ত্তা কহ কহ জানিয়াছ যাহা,
শিরে দাও তব পদধূলি।

করিয়া ধাতার পদে আপনারে সম্পূর্ণ অর্পণ
আর তুমি মানুষ ত নহ।
আজি এ মাহেন্দ্রক্ষণে শিষ্যে তব দীক্ষা-মন্ত্র দাও,
জপি গিয়ে তব নাম সহ।

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রেরপ্রতি

(গান)

তোমারে গড়েছে বিধি তাঁর পাদ-
পদ্মের পরিমলে,
রাখালরাজের গায়ের ধূলিতে,
নিমায়ের আঁখিজলে।
তোমার মাঝারে ধ্রুবের সাধনা
জনকের জ্ঞান-গরিমার কণা,
তার মাঝে দেব, মহামহিমায়
ভীষ্মের তেজ জ্বলে ॥

হোমানল-পাশে গুরুকুলবাসে
কোন নৈমিষে পশি,
নিয়ে এলে জ্ঞান, হে সুধী মহান্,
ঋষির চরণে বসি ?
বিগত জনমে কোন ব্রজধামে
রাখালের দলে ছিলে কোন নামে ?
ত্যাগের মন্ত্র শিখে এলে তুমি
কোন বোধিদ্রুমতলে ?

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের পরলোক গমনে

(গান)

ওগো পুরোহিত, ফিরে এস এই
বাণীর দেউলতলে ;
বেলা বহে' যায়, ধূপ দহে' যায়,
ঘৃত দীপ বৃথা জ্বলে ।

না জাগিতে উষা তেয়াগি শয়ন
ভকত করেছে কুসুম চয়ন ;
আশাপথ চাহি' অযুত নয়ন
অরুণ আঁখির জলে ॥

পিঙ্গল হলো হোমের অনল
হবির পিয়াসা বহি' ;
কমলের বনে ক্ষুধিত মরাল
ফেলে শ্বাস রহি' রহি' ।
দু'করে কুসুম-চন্দন-জল,
দাঁড়ায়ে দু'ধারে সাধকের দল,
এত আয়োজন করো না বিফল,
একবার এস চলে' ॥

সাধক কবি নীলকণ্ঠের প্রতি

জনমেছ পল্লীভূমে, পল্লীকবি, পল্লীমা'র উল্লাসী দুলাল,
তোমার সে শিক্ষাভূমি ঐ পল্লীবৃন্দাবন। কদম্ব তমাল,
শাঙনের ঘনঘটা, পল্লীকুঞ্জ, স্ফুটপদ্ম শ্যাম সরোবর,
তোমারে করেছে কবি; কূজনগুঞ্জনধ্বনি, নদীকলস্বর
শিখা'ল গাহিতে তোমা। নগরের জনসঙ্ঘে পাওনি' আসন,
রাজার সভায় বসি' অনুমতি মত বীণা করনি বাদন;
তবু তুমি শ্রেষ্ঠ কবি।—দেশবন্ধু, বঙ্গমা'র পরাণের ধন,
হৃদয়ের প্রতিবাসী, আড়ম্বরশূন্য কবি, একান্ত আপন।
যোগায়নি ভৃত্য তব নিত্য নিত্য কবিত্বের সামগ্রী-সম্ভার;
তোমারি আঙিনাতলে চিরমুক্ত প্রকৃতির সুষমা-ভাণ্ডার।
নহ তুমি শিল্পী কবি,—অনুশীলনের ফল করনি সম্বল;
অকৃত্রিম বনফুল,—গীতি তব, ভাবমধু যাহে ঢলঢল।
দেশের বিপ্লব আর জাতিধর্ম্মসমাজের উত্থান-পতনে,
তোমার কাব্যের রাজ্য অচঞ্চল, চমকেনি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
জগতের মহাযজ্ঞে মহোৎসবে করনিক তুমি যোগদান;
একতারা হাতে বসি' নদীতীরে করিয়াছ হরিনাম গান।
মাননি' শাসননীতি, রীতি তব ছন্দঃশাস্ত্র অলঙ্কার ছাড়া;
আছে ভক্তি, আছে প্রাণ, লাবণ্য সে অনবদ্য, সর্ব্বভূষাহারা।
হিমাংশুর রাজ্ঞীগণসম নাহি অঙ্গে তার ভূষণ-সম্ভার,
কাঙাল সে ভিখারীর প্রিয়াসম—আছে রূপ, সতীতেজ আর।

সাধক কবি নীলকণ্ঠের প্রতি

মহাসমিতির মাঝে গীতি তব শত কণ্ঠে হয় নি উদ্গীত ;
নগরের নাট্যশালা-রঙ্গমঞ্চ তব কাব্যে হয়নি ধ্বনিত।
তবুও সঙ্গীত তব কোলাহলে পল্লীপ্রান্তে যায়নিক ডুবে,
যদিও সে গীত শুধু গোপীযন্ত্র বাঁশী আর 'গাব্‌গুবাগুবে' ;
পল্লীবাটে, মাঠে, ঘাটে, ইক্ষুক্ষেত্রে, জেলেদের তালডিঙ্গি' পরে,
ওগো কণ্ঠ! কণ্ঠ তব শুনা যায় একগ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে।
প্রেমিক সে সাড়া দেয় মাঠ হ'তে তব গানে প্রেমিকারে তার ;
সন্ধ্যামুখে কৃষিজীবী ও গীত-সলিলে ধোয় কর্ম্মক্লান্তিভার।
সর্ব্বভীতিহরা গীতি গাহি' পান্থ জানায় সে গ্রামের প্রবেশ,
ভিখারী-সম্বল গান দূরিল হৃদয় হ'তে চিন্তা-চেষ্টা-লেশ।
ওগো কণ্ঠ, কণ্ঠ তুমি বঙ্গমা'র চিরমুক্ত সর্ব্ববাধাহারা—
সহজ সরল লঘু পরাণের ক্ষরে যাহে আনন্দের ধারা।
সমগ্র এ বঙ্গভূমে করিয়া রেখেছ তুমি চির বৃন্দাবন,
'কানু বিনা গীত নাই'—কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরে ঘুরে নন্দের নন্দন।
নীলকণ্ঠ, কণ্ঠে তুমি ধরিয়াছ দুখতাপবেদনা-গরল,
আমাদেরে দিয়ে গেছ শুধু স্নিগ্ধ আনন্দের অমিয়া তরল।
হে বিশ্ব রাজার সভা-গায়ক মহান্‌ কবি, বন্দিহে চরণ,
তোমার অমর কণ্ঠে শুনি আমি এ বঙ্গের হিয়ার স্পন্দন।

শ্রীক্ষেত্রমঙ্গল

এ যে,　　　মহামিলনের ক্ষেত্র,—
হৃদয়-কমল ফুটে উঠে হেথা বিকশয় জ্ঞান-নেত্র।
অসীমের সনে অসীম মিশেছে, চেতন মিশেছে জড়ে;
দেউল মিলেছে আকাশের গায় দেবতা বক্ষে ধরে'।
সিন্ধু আকাশে হেথায় কেমন দিগন্তে কোলাকুলি!
দেবতা মিশিছে মানবের সহ সকলে আপনা ভূলি'।
তপন নীরবে তেজোগৌরবে লহরে মিশিছে সুখে,
স্বরগ নামিয়া মরত উঠিয়া মিলিতেছে বুকে বুকে।
এ যে,　　　মহামিলনের ক্ষেত্র,—
অনন্তে ছুটে পরাণ এখানে দিগন্তে ছুটে নেত্র।

এ যে গো প্রেমের রাজ্য,
মনে প্রাণে হেথা বড় মাখামাখি, মিলে অন্তর বাহ্য।
চারিদিক হ'তে ভকত-হৃদয়ে প্রেমের বন্যা ছুটে;
প্রেমের নৃপতি নিমায়ের হেথা চরণ হৃদয়ে ফুটে।
ধনী দীন হেথা নাহি ব্যবধান মিলিতেছে বুকে বুকে;
চণ্ডাল দ্বিজ করে একত্রে হেথায় ভোজন সুখে।
সংসার হেথা প্রকৃতির সাথে প্রেমের মিলনে জুটে,
দেবতা নরের মধুর মিলনে আনন্দগান উঠে।
এ যে গো প্রেমের রাজ্য,—
প্রেমের মিলনে উৎসব করে হেথা অন্তর বাহ্য।

হেথা নাই লাজবন্ধ ;
নাহি হেথা ছল, শঠ অসরল, নাহি সঙ্কোচগন্ধ।
নহে কুণ্ঠিতা হিন্দু দয়িতা অবগুণ্ঠন ফেলি' ;
বিলাসী হেথায় রিক্ত-বসন, ভূষণ রেখেছে ঠেলি'।
বৃদ্ধ হেথায় বালকের প্রায় ছুটিছে পুলকভরে,
যুবক এখানে মুদি'ছে নয়ন যুক্ত করিয়া করে ;
ভক্ত এখানে মহাকীর্ত্তনে নাচিছে আপনহারা,
ভক্তিতে হেথা লুটিয়া পড়েছে নাস্তিক ছিল যারা।
হেথা নাই বাধা বন্ধ,
হেথা হৃদি শির নুয়ে পড়ে, নাহি মান-অপমান-গন্ধ

হেথা, সকল গর্ব্ব চূর্ণ ;
আপন নীচতা দীনতার জ্ঞানে অন্তর পরিপূর্ণ।
বিরাট বিশাল দেবালয় হেথা গগন ভেদিয়া চলে,
তাহার মধ্যে বিরাট পুরুষ মহামহিমায় জ্বলে।
উদাস উদার হেথা পারাবার ভাতিছে বিশ্বরূপ,
তাহার কেশরে চরণ রাখিয়া নাচিছে বিশ্বভূপ।
তপন এখানে নিজ অক্ষয় ভাণ্ডার দেছে খুলে,
বিরাটের চির বন্দনা-গান যায় অনন্তকূলে।
হেথা, সব অভিমান চূর্ণ ;
তৃণ হ'তে হেথা নীচতর ভাবে অন্তর পরিপূর্ণ।

হেথা,   এসরে হৃদয় মত্ত ;
ক্ষণেকের তরে ছাড় তমঃ, ওরে লভ' সুবিমল সত্ত্ব।
সংসার-গ্লানি ধুয়ে মুছে এস, ছেড়ে এস কোলাহল,
ক্ষণেকের তরে নয়নে অশ্রু করুক হে ছলছল।
সব ঘৃণা দ্বেষ অভিমান-লেশ সব বন্ধন ছিঁড়ি',
ক্ষণেকের তরে হেথা ছুটে এস পাষাণ প্রাচীর চিরি'।
কতজন হেথা ভক্ত হয়েছে, মুক্ত হয়েছে কত,
ক্ষণেকের তরে জাগিবে না ওরে মম প্রাণ তাপ-হত ?
হেথা,   এসরে হৃদয় মত্ত,
দিনেকের তরে ভোল' সব জ্বালা, লহ ভগবৎতত্ত্ব।

ওরে পাপ-তাপ-ক্ষুণ্ণ,
হৃদয়ের ভার নামাও হেথায় কর' নির্ম্মল, শূন্য।
পীড়িত হেথায় হও নিরাময়, ক্ষুধিত ভোলরে ক্ষুধা,
হেথা শোকাতুর কর' শোক দূর, তৃষিত লহরে সুধা।
দীর্ণ-হৃদয় লভরে শান্তি সান্ত্বনা লভ তাপী ;
নিরাশ হৃদয় সরস হইবে, ভরসা লভিবে পাপী।
অতীত হেথায় চির মধুময় ভবিষ্য আলোকিত,
তনুভরা হেথা লোমহর্ষণে অন্তর পুলকিত।
ওরে পাপ-তাপ-ক্ষুণ্ণ,
লভরে শান্তি লভ সান্ত্বনা প্রাণে প্রাণে লভ পুণ্য।

জেগে যা'ক প্রাণ অন্ধ।
প্রেম-বন্যায় ভেসে যাও আজি ভাঙ্' সব বাধাবন্ধ।
হেথা ধূলিরাজি গায়ে মাখো আজি, সেব' হেথাকার বায়ু;
এখানে সরসী-নীরে স্নান করি' বাড়ে স্বরগের আয়ু।
বালকের মত সিন্ধুর কূলে ছুটাছুটি কর খেলা,
আলোকের মত নাচিয়া বেড়াও সকালসন্ধ্যাবেলা।
পাগলের প্রায় কীর্ত্তনে হেথা প্রেমে নেচে নেচে ফের',
জলধির 'পরে উদিত মিহিরে বিভুর বিভূতি হের'।
জেগে যাক প্রাণ বন্ধ।
হোক পাপ প্রাণ ফেটে শতখান, ঘুচে যাক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।

হের তুমি কত তুচ্ছ!
চারিদিকে শুধু বিরাট বিশাল অসীম বিপুল উচ্চ।
সিন্ধুর পানে, আকাশের পানে, অসীমের পানে চাও,
বিরাট উদার দেবালয়মূলে আপনা হারায়ে যাও।
অনাদিপুরুষ-চরণের তলে চাও ভাই একবার,
নুয়ে যাক্ মাথা, মুদে যাক আঁখি, পড়ে যাক দেহ-ভার।
গভীরমর্ম্ম-বাঁধন বিদারি' ডেকে ওঠো 'ভগবান';
ক্ষণেকের তরে অসীমের পানে ভেসে যাক সারা প্রাণ।
হের তুমি কত তুচ্ছ!
চারিদিকে কত বিশালের মাঝে তুমি শুধু তৃণগুচ্ছ!

মন্দির

(ভুবনেশ্বর)

শান্ত, তুঙ্গ, অবিচল হে দেবমন্দির,
জেগে আছ কতকাল তুলি' উচ্চশির !
তুমি বুঝি ছিলে আগে অনুচ্চ চঞ্চল
দেবতার ছত্রসম কোমল ধবল ?
কোটি কোটি সন্ধ্যারতি মঙ্গল বাজনা,
পূজামন্ত্র, পুষ্পাঞ্জলি, পুণ্য আরাধনা,
তোমা ঘেরি' ঘেরি', লভি' শিলার আকার
গড়িয়া তুলেছে চূড়া, তোরণ, প্রাকার।
ধ্যানমগ্ন শান্ত শত যোগীর মহিমা
দেছে তোমা স্তব্ধ স্থির প্রশান্ত গরিমা।
ঘনীভূত ভক্তিপুঞ্জ অটল সুন্দর
করিয়াছে অবিচল সৌম্য মনোহর,
প্রাঙ্গণের তল তব যত হ'ল ক্ষয়,
লভিল ও পুণ্যদেহ তত উপচয়।

বিন্দুসরোবর

(ভুবনেশ্বর)

বিমল সাত্ত্বিকরসে অঙ্গ পুলকিত
সাধকের স্বেদবিন্দু হইয়া সঞ্চিত,
কত যুগ যুগ হ'তে, ওগো সরোবর,
গড়িয়া তুলেছে তোমা বিরাট সুন্দর।
কোটি কোটি তীর্থযাত্রী করি' প্রণিপাত
খনিয়া তুলেছে তোমা, ওগো পুণ্যখাত,
লক্ষ কোটি সাধকের ভক্তি-অশ্রুধারা,
করেছে তোমারে দীর্ঘ মিলিয়া তাহারা।
ভক্তের অমলরক্ত হৃদয় কোমল
প্রতিভাত হয়ে' জাগে রক্ত শতদল।
সতীর চিকুরস্পর্শে জেগেছে শৈবাল,
তার শুভ্র শঙ্খশ্রীতে ছুটেছে মরাল।
কোটি কোটি পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্য নিবেদন
তব বক্ষে মন্দিরের করেছে সৃজন।

প্যালামৌ

ঐ যে গিরির পরে শোভিছে গিরি,
তমাল পিয়াল বনে রয়েছে ঘিরি ;
উঠে যেন দিক্‌শেষে
ধোঁয়ার মতন ভেসে,
দ্যুলোক-দেশের পথে সাজান' সিঁড়ি।
স্বপন পুরীটি ঐ মায়ায় গড়া,
পালক-দুলানো শত পরীতে ভরা।
কাছে ভাবি যাও যত,
আরো দূর—দূর কত —
পথিক-লোলুপ-দিঠি-পাগল-করা ।

যেখানে দু'কর দিয়ে বালুকা খুঁড়ে'
জল পান করে লোক আঁজল পুরে।
যে নদী শুকানো মরা,
দেখিবে দুকূলভরা
পার হয়ে' কিছু পরে, আসিতে ঘুরে।
পাষাণ চিরিয়া যথা উৎস ঝরে;
কোলবালা সাঁজে ভোরে সিনান করে ;
কোমরে দু'হাত দিয়ে,
নারী ফেরে জল নিয়ে,
তিনটি কলস রাখি মাথার 'পরে।

কালো পাথরের ছবি, নিখুঁত হেন,
কিশোরী চলিছে ছুটে, যমুনা যেন,
কে বলিবে ঝোপে ঝাড়ে,
উজান বহা'তে তারে,
বাঁশরীটি বারে বারে বাজিছে কেন ?
আপনার বাহুবল, প্রাণের প্রভু,—
যুবতী এ দুটি সার ভুলে না কভু।
পতিরে বিঁধিবে যাহা,
বুক পাতি' লয় তাহা,
প্রেম সে মাতাল বটে,—অটল তবু।

লতার বলয় পরে বালক বালা,
গলে শোভে শ্বেত নীল স্ফটিকমালা ;
পাখীর পালক চুলে,
বনমালা গলে দুলে,
মহুয়ার ছায়াতলে নাট্যশালা।
মহুয়ার মদে চোখ ঘোরালো ভারি,
চলেছে কোলের যুবা ধনুকধারী।
বাঘেরে ধরিয়া কানে,
গুহা হ'তে টেনে আনে,
বালক ঝাঁপায়ে পড়ে পৃষ্ঠে তারি।

মৃগ চাহে ঢল ঢল আয়ত আঁখি,
পিয়াল ফুলের রেণু গায়েতে মাখি'।
রঙ্গীন স্বপন আঁকা
ময়ূরী ছড়ায় পাখা,
এক সাথে ধরে তান লক্ষ পাখী।
মহুয়ার ফুলে সুরা চুঁয়ায়ে পড়ে,
মাদলে শিরীষফুল বাদল ঝরে।
দাঁড়া'লে বকুলমূলে
পা দু'টি ডুবেগো ফুলে
নীপ চিরকামনায় শিহরি' মরে।

জ্যোছনা নদীর কূলে 'ফিনিক' ফুটে,
মাণিক জ্বলেগো বনরাণীর মুঠে।
এলায়ে চিকন চুল,
শ্রবণে রতন দুল,
জোনাকী-চুমকি দেওয়া আঁচল লুটে।
ঐ যে গিরির পরে শোভিছে গিরি,
ভাসা-ভাসা ধোঁয়া-ধোঁয়া, কুহেলি ঘিরি';
নাগবালিকার দেশে
নিয়ে যায় সখী এসে,
ঐ খানে আছে তার সুড়ং সিঁড়ি।

জলরাণী

মকরপতির পৃষ্ঠে বসিয়া দুলে
সলিলের মহারাণী।
শতেক নদীর মিলনক্ষেত্রে তাঁর
বিরাজিত রাজধানী।
গ্রহ তারা লয়ে' গগন আরতি করে,
দশন হইতে হাসিলে মুকুতা ঝরে,
অধরের রাগে,—প্রবালের দ্বীপে ভরে
সাগরবক্ষখানি।
কথাটি কহিলে ভয়ে বিস্ময়ে চলে
স্রোতে স্রোতে কানাকানি।

নক্র করিছে বক্র করিয়া গ্রীবা
আদেশের অবধান।
দুটি করিকরে রচিত তোরণে বাজে
বৃংহন জয়-গান।
শিরে তরণীর বিতান-প্রতান ওড়ে;
শীকরনিকর-জনিত-জড়িমা-ঘোরে,
চঞ্চলানিল অঞ্চল তার ভরে
কল কল তুলে তান।
মৃণালতন্তু-দুকূলের নাই তার
দুই কূলে অবসান।

কালো দিঘী তার কাজল দিয়াছে চোখে,
পরাণের কালিমায়।
চখাচখীগুলি বকাবকি করে শুধু—
'কে ভালো সাজাবে তায় ?'
মৃদু কটাক্ষে শফরী লাফায়ে ছুটে ;
ইন্দীবরের চামর,—চঞ্চুপুটে,
ঝটপট করি মরাল সারস জুটে,
সেবকের গরিমায়;
মীনগুলি সব বেড়িয়া বেড়িয়া কটি
রচে চারু মেখলায়।

জলকুঞ্জর কুম্ভ ভরিয়া আনে
তীর্থের জলে নিতি ;
তিমিরাজ করে সলিলোচ্ছ্বাসদানে
অভিষেক যথারীতি।
তপনের প্রতিবিম্ব-টিপ্‌টি ভালে,
অঙ্গরাগের মাধুরী ইন্দু ঢালে,
কণ্ঠে তাহার বলাকার মালা দুলে,
শৈবালে রচা সঁীথি ;
নত করি' শির সিন্ধু-তুরগগুলি
গাহে বন্দনা-গীতি।

গিরিনদী রচে বুকের রক্তে তার
গৈরিক আলিপন।
ক্ষেত্র কানন কুসুমশস্যভার
করে পায় নিবেদন।
জননীর চুমা, ব্যজনের বায়ু, ছায়া,
লভেছে দিঠিতে সরল তরল কায়া,
চাহিয়া, বুলায়ে আঁখে অঞ্জন মায়া,
ঘুমে করে নিমগন।
স্নিগ্ধ চরণ-অরুণ-বরণে ফুটে
মুগ্ধ কমলগণ।

অম্বুনিনাদী কম্বু একটি করে
ঘোষিছে বিজয়-বাণী ;
কড়িশুক্তির মঞ্জুষা মণিভরা
ধরেছে অন্য পাণি।
উপকূলকুল লুটে লুটে পড়ে পায়,
তপ্ত ললাট তাপজ্বালা রাখে তায়,
তৃষা বুক চিরে ত্যাগের মত্ততায়
রক্ত দিয়াছে আনি।
বরাভয় লয়ে' জাগে শুভাশীষময়ী
শান্ত সলিল-রাণী।

ভরতের মৃগশিশু

ছাড়ি' গৃহ পরিজন,   ভোগসুখ সিংহাসন,
মৃগশিশু, তোর লাগি শেষে
বহুশত বৎসরের   সব তপ যাগ জপ,
হায় হায়, যায় বুঝি ভেসে !
কুশ যব ফল ফুল   সবি তুই নিস্ খেয়ে,
কোশাকুশী হ'তে গঙ্গাজল ;
সমিধ্ সাজানো হ'লে   তার'পরে শুয়ে র'বি,
কোথা আমি জ্বালিব অনল ?
দেবের উদ্দেশে কিছু   দিতে গেলে মন্ত্র পড়ি',
হাত হ'তে তুই নিবি কাড়ি' ;
ধ্যানে যে বসিলে, তুই   লেহন করিবি দেহ
স্পন্দহীন নাহি হ'তে পারি।
আয়ত নয়নে চেয়ে   ভুলাইবি বেদ-পাঠ,
দাঁতে ধরে' টানিবি বাকল ;
উগ্র তাপসের তপ   নষ্ট করি', ওরে মৃগ,
শেষে কিরে করিবি পাগল ?

সব ছাড়ি' বনে আসি', রে অবোধ মৃগশিশু,
তোর লাগি হ'লো অধোগতি ;—
প্রকৃতির প্রতিহিংসা ! নিদারুণ ! নিদারুণ !!
ভগবন্ ! দাও স্থির মতি।

* * * *

থাক্ তুই মৃগশিশু, বুকে আয়, শুষ্ক হোক্
চতুর্ব্বর্গ ফলের পাদপ,
জীবন্ত সবার চেয়ে, স্নেহ-প্রেম-শিশুগুলি
হত্যা করি' করিব কি তপ ?
প্রেম সে যে রক্তসম সঞ্চালিত মানবের
মানসের ধমনী শিরায়,
পরাণের হৃৎপিণ্ড সে রস, সে রক্ত বিনা
স্তব্ধ হবে,—স্পন্দিবে না হায় !
চিরদিন পক্ষভরে ঘুরিলে গগন'পরে
প্রেম-পাখী বাঁচিবে কোথায় ?
সব ঠাঁই হ'তে সে গো বিতাড়িত হ'লে শেষে
মৃগহৃদে লভিবে কুলায়।

মণিকারের প্রতি

ক্ষুদ্র হাতুড়িটি নিয়ে শুধু রাত্রিদিন,
দীপ জ্বালি' অন্ধ গৃহে ওগো মণিকার!
অক্লান্ত, অনন্যকর্ম্মা, বিরামবিহীন,
সন্তর্পণে গড়িতেছ স্বর্ণ চন্দ্রহার!
ওগো শিল্পি! অন্তরের সর্ব্ব অনুরাগ,
প্রাণের যতনরাশি বিন্দু বিন্দু করি'
ঢালিতেছ, ক্ষুদে' ক্ষুদে' প্রতি ক্ষুদ্রভাগ,
জীবন সঞ্চিত অর্ঘ্য দি'ছ তায় ভরি'।
একি শুধু তুচ্ছ তব দগ্ধোদর লাগি?
একি শুধু ঘৃণ্য হেয় অর্থমুষ্টিতরে?
উথলিয়া উঠে নাকি, ওগো অনুরাগি,
আর কোন তৃপ্তিরস হৃদিকুম্ভ ভরে'?
ভকতের অকৃত্রিম আনন্দের ধারা
সাধনায় করেনি কি তোমা·আত্মহারা?

পাঁচ মিনিটের কর্ত্তা

আজ্‌কে বসি' ঠাকুরদাদার কেদারায়,
খোকা আমি গিয়াছি তা' ভুলিয়া ;
ছোঁয় না মাটী, দুলাচ্ছি তাই দু'টী পায়,
খবরের এ' কাগজখানা খুলিয়া।
চশমাটা তাঁর কানে দিছি লাগিয়ে,
চোখ ছাড়িয়ে নাকের'পরে ঝোলে যে !
গুড়গুড়িটার নলটা নিছি বাগিয়ে,
লাগছেনা কি ঠাকুরদাদা বলে'হে ?
কে আছ হে, এস দেখি এ দিকে,
তামাক দিতে বলো না রামনিধিকে।

ঠাকুরকে আজ রাঁধতে বল খিচুড়ী,
ভাঁড়ার ঘরটা আজকে হবে এখানে ;
হাঁড়ী করে' পান্তোয়া আর কচুরী
আন্‌তে কেহ যাক্ না চলে' দোকানে।
পিয়ন এসে রাখবে চিঠি টেবিলে,
টাকা কড়ি আমিই ল'ব লিখিয়া ;
কি হ'বে আর দাঁড়িয়ে শুধু ভাবিলে,
আনো লাঠি শাল জোড়াটা দেখিয়া।
কোচম্যানকে বল গাড়ী যোড়া'তে,
গড়ের মাঠে যেতেই হ'বে বেড়াতে।

গোলমাল যে হচ্ছে বেজায় বাইরে,
বলছি থাম, নইলে যাব রাগিয়া।
আলমারীটার চাবিটা যে নাইরে,
বইগুলো সব দিতাম লালে দাগিয়া।
পাওনাদারে বলবে 'কিছু পা'বে না',
মেছুনীরে চুপড়ী বল নামাতে,
নাপিতকে আজ ফিরে যেতে দিবে না,
গোঁপ দাড়িটা হ'বেই মোরে কামা'তে।
হাঁ করে' যে হাস্‌ছো দেখি ছুয়ারে,
দেখছো না যে বাবু তোমার চেয়ারে?

ঠাকুরদাদা যদিই পড়ে আসিয়া,
ভাবছ বুঝি, হ'ব বেকুব বোকাটি?
হাত বুলিয়ে বল্‌বো আমি হাসিয়া—
"এ' ঘরেতে গোল ক'রোনা খোকাটি।
একশোবার মক্‌সো কর লেখাটা,
মাধব খুড়ো আস্‌বে তোমা পড়া'তে;
আজকে যে চাই নামতা ঘোষা শেখাটা,
নইলে প্রহার আছে তোমার বরাতে!
ছুপুর বেলা ডাকবে বাবার মামাকে,
পাকা চুল যে তুলতে হ'বে তোমাকে।

রোদে রোদে আজ হবে না বেড়ানো,
ঘরে বসে ছবিই আঁকো শেলেটে।
আম তলাতে হ'বে না আম কুড়ানো,
দুধ খাবে আজ ঢেলে চায়ের পেলেটে।
পাড়ার যত দুষ্ট ছেলে বকাটে
সঙ্গে মিশে' দুষ্টুমিটা শিখালে।
দুপুরবেলা বন্ধ র'বে কপাটে,
ছুটি পা'বে পড়লে বেলা বিকালে।
ছাদের 'পরে উড়িয়ে দি'ব ঘুড়িটি,
সঙ্গে শুধু থাকবে দিদি বুড়িটি।"

অনুনয়।

বোধন বাঁশী শুনে মাগো, মনটা আমার কেমন করে,
আসছে পূজা বলে আমার আনন্দ যে আর না ধরে !
বাবা আমার আসবে বাড়ী, জামা জুতা আনবে কত ;
বুকটা আমার উঠছে নেচে, ভাবনা আমার জুটছে যত !
আজ হ'তে আর পড়বো না মা, মাষ্টারটা যাক্ মা চলে,
শরীর আমার নাইকো ভাল মিথ্যা করে পাঠাও বলে'।
আজকে আমি লাফাই যদি 'আহ্লাদে' তায় বলো নাক' ;
মা তোমার আজ পায়ে পড়ি, গাল দিওনা কথা রাখ।

দুর্গা পূজার দালান ঘরে গড়ছে ঠাকুর কুমোর দাদা,
ময়লা হবে হোক মা কাপড়, মাখ্‌বো আমি তাহার কাদা !
অসুর আছে দাঁত খামুটে, সিংহ আছে কাম্‌ড়ে তায়,
মা তুমি তা দেখ যদি, তোমার ভয়ত পায়ই পায়।
মুখে তাদের হাত দেই মা, ভয় পায় না আমার দেখে,
খুকী ভয়ে আর আসে না, দূরে থেকে পলায় ডেকে।
ভাত খেতে মা ভুলিই যদি, নিজে যদি তুমিই ডাক,
মা তোমার আজ পায়ে পড়ি, গাল দিও না কথা রাখ।

কুসুম ফুলে রং করা সেই কাপড়খানি জড়িয়ে গায়,
খুকী যদি আমার সঙ্গে ওপাড়াতে যেতেই চায় ;
ননীর ঠাকুর কেমন হল, আসবে কবে ভুতোর দাদা,
তাদের বাড়ী আটচালাটি তালের পাতে হচ্ছে বাঁধা,—
এসব জেনে আসতে আমার দুপুর যদি বয়েই যায়,
খুঁজতে আসে রাখাল যদি, বাড়ীশুদ্ধ কেউ না পায়,
তুমি যদি তেলের বাটি গামছা হাতে চেয়েই থাক,
মা তোমার আজ পায়ে পড়ি, গাল দিওনা কথা রাখ।

পদ্ম আমি তুলবো আজি, করবো পথে ছড়াছড়ি,
আহ্লাদেতে কাশের ক্ষেতে আজকে দেব গড়াগড়ি ;
সবুজ সবুজ ঢেউ খেলেছে ধানের ভুঁয়ে;—ছুটবো আমি,
লম্ফ দিয়ে হুড়মুড়িয়ে—নদীর জলে পড়বো নামি।
সানাই বাঁশী ঢোল কাঁশীতে লেগে যাবে বড়ই ধুম,
চক্ষু বুজে ভাববো শুয়ে, দুপুর রাতে নাইক' ঘুম।
নতুন কাপড় চাই মা আমার, পুরানোতে হবে নাক' ;—
মা তোমার আজ পায়ে পড়ি, গাল দিও না কথা রাখ।

———

রাঙা চুড়ি।

জনক আসিল বাড়ী, এনে দিল রাঙা চুড়ী
পূজাদিনে মেয়েটিরে তাঁর,
পরি' তাই দুটি হাতে সে আজ পুলকে মাতে,
দেখায়ে বেড়ায় দ্বার দ্বার।
সানাই শুনিয়া কানে পূজার মণ্ডপ পানে,
ছুটে যেতে পড়িল ধূলায়,
আঘাতে কাঁচের চুড়ী একেবারে হলো গুঁড়ি,
চেয়ে দেখে, একি হায় হায়।
উঠিবেনা ধূলা ছাড়ি', ফিরিবেনা আর বাড়ী,
কাঁদে শুধু গলা ছাড়ি' দিয়া ;
ভাঙা চুড়ি বার বার জোড়া দেয় কাঁদে আর,
চুল ছিঁড়ে লুটিয়া লুটিয়া।
পিতা আসি তুলে বুকে, চুমা দিয়া বলে মুখে,
'এতে আর কিসের কাঁদন ?'
ভয়ে খুকী মুদে আঁখি, মা তাহার বলিবে কি ?
নষ্ট হ'ল বহুমূল্য ধন!

পিতা কহে, 'মা আমার, কেন মিছে কাঁদ আর ?
এনে দিব—ভারি এর দাম !'
থামিবে না কোনরূপে, তবু খুকী ফুঁপে ফুঁপে
কাঁদিয়া চলিবে অবিরাম।
কে বুঝিবে তার ব্যথা ? কহে সবে বাজে কথা,
মূল্য শুধু ভাবে পয়সায় ;
আকুল বাঞ্ছার যাহা যত ক্ষুদ্র হোক তাহা,
মিলিবে কি হাজার টাকায় ?
সমগ্র বালিকা-প্রাণ চুড়ী সনে খান খান !
দাম দিবে কেবা বল তার ?
এমন পূজার দিনে সেই রাঙা চুড়ী বিনে
তার যে গো সকলি আঁধার !

স্বদেশ-প্রত্যাগত
জয়যুক্ত বান্ধবের প্রতি

(প্রথম মিলনদিনে)

হে বান্ধব, তোমাদের আজি পুণ্য মিলনের রাতি।
সে আজ বৎসর চারি, ব্রহ্মচারি, পুণ্যোজ্জ্বল-ভাতি
গিয়াছিলে গুরুকুলবাসে দূর সমুদ্রের পারে ;
আচরি' স্বাধ্যায় তপ ঋষিদের দুয়ারে দুয়ারে,
অয়তনে আয়তনে, তীর্থে তীর্থে, আশ্রমে আশ্রমে,
ক্লান্তিহীন শ্রমে জ্ঞান সত্য-তত্ত্ব লভিয়াছ ক্রমে।
সমাপ্ত হয়েছে আজ দীর্ঘ তপ আচার্য্য-শুশ্রূষা,
অভিষিক্ত হে স্নাতক, পরি' আজি সংসারের ভুষা ;
আলোকি' আঁধার গৃহ জ্ঞান-রত্ন-কিরীট-আলোকে,
প্রিয়ার সম্মুখে আজি দাঁড়াইলে পবিত্র পুলকে।

সে যেন অনেক দিন, মুকুলিত প্রথম যৌবন
শিহরি' উঠেছে শুধু, তুমি গেছ ছাড়িয়া তখন।
তার পর হ'তে দু'টি দ্বিখণ্ডিত মৃণালের প্রায়,
অবলম্বি সূত্রটুকু প্রাণরক্ষা আশায় আশায়।
মাঝখানে গিরিদরী, নদী, হ্রদ, তড়াগ, প্রান্তর,
বিরাট অজ্ঞেয় সিন্ধু তরঙ্গিছে শুধু নিরন্তর।

বর্ষার দুর্য্যোগ রাতে চমকেছে মেঘ গরজনে,
যেন এই ঊর্ম্মিলার প্রাণনাথ গিয়াছে কাননে।
মাধবী চাঁদিনী রাতে স্বপ্ন দেখে হ'য়েছে আতুর,
হারাই হারাই শুধু আশঙ্কায় পরাণ বিধুর।

যাচিয়াছে দেবতায় শুভ তব নিত্য সন্ধ্যাপ্রাতে
পূজা পুষ্পে দিনগণি পুণ্য পূত, শুভ্র শঙ্খ হাতে।
নিত্য গৃহ-কর্ম্মমাঝে ক্লান্তিহীনা তোমার কমলা,
তোমারি বরণডালা সাজায়েছে স্থির অচপলা।
মালা গাঁথিবার লাগি' কোন দিন তুলেনিক ফুল,
লিপির আশীষ বিনা পক্ষান্তেও বাঁধেনিক চুল।
আশাবন্ধ অবলম্বি কোনরূপে কাটায়েছে দিন,
রজনীগন্ধার সম বৃন্ত যার দীর্ঘ কম্পক্ষীণ।
ধূসর বসনাবৃতা মূর্ত্তিমতী বিরহের ব্যথা,
করেছে যে তপ ব্রত, এত দিনে তার সার্থকতা।
নিত্য মিত্য লক্ষ পোত ভিড়িয়াছে তার চিত্ত-তটে,
আজিকার পুণ্য পোতে হে বাঞ্ছিত এসেছ নিকটে

সংসার-আঙিনা তলে এস ভ্রাতঃ, ষোড়শ কলায়
অশ্রুহিম-ধৌত চাঁদ উদিয়া যে অমিয়া বিলায়।
ষোল মধু পূর্ণিমার ফুল্ল ফুলে যত্নে গাঁথা হার,
আজি বন্ধু লহ কণ্ঠে,—পদে নমে ষোড়শী তোমার।

(২)

'হে বান্ধব, হে ধীমন্, আজি অজ্ঞা বঙ্গ বালিকায়,
হেরিতে হইবে সুধি, তব কৃপানয়নের ছায়।
ভাষায়, ভূষণে, ভাবে, ভঙ্গিমায়, দীন আয়োজন,
ক্ষমিতে হইবে তার ত্রুটীপূর্ণ প্রিয় বিনোদন।
মৃন্ময় ঘৃতের দীপে ক্ষীণ আলো বনফুল হার,
ক্ষমিতে হইবে তার, সজ্জাদীন অর্ঘ্যের সম্ভার;
কুড়ায়ে লইতে হ'বে ভূমি হ'তে, যদি পড়ে' যায়,
পুলক-আবেগ-কম্পে কর হ'তে, দিতে গিয়ে পায়।
প্রেম-ভক্তিরসে তার হৃদি-কুম্ভ পূর্ণ মুখে মুখে,
কোন কলা, শিক্ষা ছলা, চাতুর্য্যের ঠাঁই নাই বুকে।
শিখেনি বনের পাখী কোন বুলি সংসার-কাননে,
হৃদয়-কুলায়ে রাখি' ক্ষম তার স্বভাব কূজনে।

গুরু গুরু সুখে তার বেপথুতে দুরু দুরু বুক,
স্বেদে অভিষিক্ত তনু, রোমাঞ্চন অঙ্গে জাগরূক।
সে আজিকে প্রাবৃটের কম্পমান কদম্বের শাখা,
ধীরে দিও পদ-ভার, ওগো শিখি, ধীরে মেলো পাখা।
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা যদি তরু-বক্ষ পেয়ে,
লুটায়ে ঘুমায়ে পড়ে ক্ষম তারে কৃপানেত্রে চেয়ে।
মূরছিয়া পড়ে যদি তব জ্ঞানপারাবারতীরে,
জোয়ারে উছলি প্রেমে বক্ষে নিও তন্বী তটিনীরে।

স্বদেশ প্রত্যাগত বান্ধবের প্রতি

প্রেমাবেশে আত্মহারা যদি নারে কহিবারে কথা,
নীরব বাগ্মিতা তা'র ক্ষমা ক'র স্তব্ধ কাতরতা।
আনন্দেতে রুদ্ধকণ্ঠ হ্রদবক্ষে বুদ্‌বুদের সম,
প্রাসঙ্গিক অর্থহীন অর্দ্ধস্ফুট, বাণী তার ক্ষ'ম।
ক্ষমিও লুলিত দুটি মৃণালের ক্লান্তি অবসাদ,
তরঙ্গ-আহত আঁখি-উৎপলের শতেক প্রমাদ।
প্রেমের নীহার-স্নিগ্ধ হ'য়ে এস উষার অরুণ,
কমলের মর্ম্মকোষ টুটাইতে প্রেমিক তরুণ।
জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে হও গিয়ে সহস্র-কিরণ,
দিগ্বিজয়ী দীপ্ততেজ জ্ঞানোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন তপন।
হে বরেণ্য, হে তাপস, প্রেম তব পবিত্র সুন্দর,
ব্রহ্মচর্য্যপূত যাঁর শাপমুক্ত অমল ভাস্বর।
পুলকাশ্রুহবিঃ ঝরে, গার্হপত্যে আজি পুণ্য যাগ,
গঙ্গা যমুনায় দোঁহে রচিয়াছ গৃহের প্রয়াগ।
দাও আঁখিকুম্ভ হ'তে আনন্দের পুণ্য অশ্রুজল,
অভিষেক করি মোরা গৃহে বসি' লভি তীর্থফল।

শেফালি

অশুভ আমার পরশ-বাতাস—আমি গো দুখিনী শেফালি ;
ছুঁয়োনা, আমি যে কানন-রাণীর সদ্যোবিধবা দুলালী।
কালি ছিল মোর বাসর-শয়ন,
প্রিয় সনে রাতে হইল মিলন,
কত রসাবেশ, কথা সে অশেষ, রাতি জাগি' কত হাসি বা !
প্রভাতের সনে ঝরিয়া পড়েছি, হয়েছি অভাগী বিধবা।

এখনো রয়েছে তাম্বূল-রাগ অধরের 'পরে লাগিয়া,
এখনো দেহেতে জাগে রোমাঞ্চ প্রিয় সনে রাতি জাগিয়া ;
স্বেদকণাগুলি রহিয়াছে গায়ে
নীহারের মত, যায়নি শুকায়ে,
এখনো প্রিয়ের চুম্বনরাগ শোণিতে রয়েছে জমিয়া।
তবু প্রাতে, বালা, হয়েছি বিধবা, পড়িয়াছি ধূলি চুমিয়া।

রসাবেশে যবে ভরপূর প্রাণ কালি কিসলয়-শয়নে,
ইন্দ্রধনুতে ভরেছে পরাণ, তন্দ্রাজড়িমা নয়নে,
কালকীটে নাথে দংশিল শিরে,
ফুরাল সকলি, নীল তনু ধীরে,
বাসর-শয়নে বিধবা জগতে—হেন অভাগিনী নাই রে !
রৌদ্রচিতায় সহমৃতা হতে চলেছি, বালিকা, তাই রে।

ছুঁয়ো না বালিকা, আমিরে অভাগী, শুধু যে মরণ চাহি গো,
তোমার পুণ্যপুকুরের ব্রতে মোর তরে ঠাঁই নাহি গো।
যদি ছুঁ'লে তবে লহ ডালা ভরে'
প্রিয় লাগি' বুকে যে শোণিত ঝরে,
বসন রঙায়ে পরিও লভিবে জয় তবে নারী-জীবনে,
প্রেমবিজয়ের বারতা ঘোষিবে সে পীতকেতন ভুবনে।

সূর্য্যমণি

কুসুমের বনে উৎসব-লীলা শেষ হ'য়ে গেছে যবে,
আবেশ-আলসে লুলিত ঢলিয়া ঘুমায়ে পড়েছে সবে ;
রুদ্র তাপসী সাজে
তুমি ফুটিয়াছ রক্তবসনা রৌদ্রের তেজোমাঝে।
তুমি যা'রে চাও মিলে না তাহায় উষার সরস সুখে,
তোমার বাসর-শয়ন রচিত নহে কিসলয়-বুকে ;
চারি দিকে জ্বালি' অগ্নিকুণ্ড ভানুপানে মেলি' আঁখি,
প্রিয়ের লাগিয়া তোমার সাধনা বুঝিতে কি আছে বাকী ?
তুমি জানিয়াছ সার—
স্মর বসন্তে সঙ্গে লইলে চরণ মিলেনা তাঁর।

ভয়ে কোন ফুল হ'ল পাণ্ডুর, আঁখি মুদি কেহ কাঁপে,
গরবিণী যত সোহাগিনী ফুল ঝলসি' পড়িছে তাপে ;
তুমি দেবী, তুমি স্বাহা,
অগ্নির তেজ ধরিবে বক্ষে তুমি বিনা কেবা আহা ?
বালারুণ হেরি' যে মেলে নয়ন, চাঁদের আলোকে যেবা,
তাদের মাঝারে মার্ত্তণ্ডের বেদীপাশে যাবে কেবা ?

কেহ বা পূজেছে উষা দেবতায় সন্ধ্যারে কোন জনা,
উষা সন্ধ্যার সে আদি কারণে বল' কার উপাসনা ?
তপোবল বিনা হায়,
কাহার সাহস তপনের প্রেম-চুম্বন কামনায় ?

বিশ্ব-তাপন তপনে তুষিতে রক্তবসনা ধরা
স্বস্তি বাচন অর্ঘ্য রচনা তোমায় করেছে ত্বরা।
রাখিয়াছ ধূয়া ধরে'
মহাকীর্ত্তনে সকলে যখন আলসে এলায়ে পড়ে।
হওনিক হারা সকলের মাঝে, গতানুগতিকা নও,
তেজোবৈভব স্বাধীন সত্তা গৌরবে বুকে বও।
কেদারী রাগিণী উঠেছ ফুটিয়া জটাবল্কলসাজে,
বিরাগের বাণী শুনায়ে' অলস বিলাসীর সভামাঝে।
যবে সব ভূষাহারা,
ধরণী-সতীর সধবা-চিহ্ন তুমিই সিঁদুরধারা।

দিবাস্বপ্ন

বসিয়া প্রকোষ্ঠে মোর রাত্রি হ'লে ভোর,
মনোবিজ্ঞানের শুষ্ক নীরস কঠোর
অংশগুলি পড়িতেছি। ধরি' ক্ষীণ আলো
করোটি-প্রাকারতলে অন্ধকার কালো
গুহ্য কারাকক্ষ গুলি বেড়া'তেছি ঘুরি',
স্নায়ু মণ্ডলের শত খনি খাত খুঁড়ি'
খুঁজিতেছি মহারত্ন—সত্য-মহামণি—
পেশীপুঞ্জে আকুঞ্চন প্রসারণ গণি'।
হেনকালে প্রজাপতি বাতায়ন দিয়া
পুঁথির চিত্রাঙ্ক 'পরে বসিল উড়িয়া,
বিপুল বিন্যস্তচিন্তা একটি নিঃশ্বাসে
উড়ে গেল পতঙ্গের পাখার বাতাসে।
বাঁশরীতে বাজে কানে সাহানা রাগিণী;
নয়নে উঠিল জাগি' বাসন্তী যামিনী
ফুলফল-আলোময়ী। লাজ-বরষণে
বাজিল মঙ্গল শঙ্খ কল-হরষণে,
উলু উলু কোলাহলে কঙ্কণ নিক্কনে,
চন্দন-কস্তূরী-ধূপ-গন্ধবিকীরণে,
পূর্ণকুম্ভে পুণ্যবৃক্ষে মঙ্গল আচারে,
হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠারস ঝরে শতধারে।

তারপর ধীরে ধীরে সন্নত নয়নে
কে আসে ও আলিপনাভরা সে প্রাঙ্গণে ?
পল্লবিনী সঞ্চারিনী লাবণ্য-লতিকা
সালঙ্কারা, হস্তে লয়ে কুসুম-মালিকা,
অশোক পাটল পুষ্প ফুটাইয়া পায়,
কে রমণী নিশান্তের দীপসম চায় ?
তার পর শুভদৃষ্টি—প্রাণ-বিনিময়,
সাত পাকে—লক্ষপাকে জড়িত হৃদয়।
তার পর সে পরশ মনোরসায়ন,—
নয়নে কৌমুদী সম সে যে সম্মোহন !—
রোমাঞ্চে কদম্ব-যষ্টি প্রস্ফুট কোরক,
পুলকেতে কণ্টকিত সকল অঙ্গক।
দুরু দুরু হিয়া বাজে মধুর পেলব
আবেশে নমিয়া আসে নয়ন-পল্লব।

* * *

কিন্তু একি ! কোথা গেল পরীক্ষার পাঠ ?
কারাগৃহে বসে গেল সৌন্দর্য্যের হাট !
অধ্যাপক ! ক্ষমা কর, কেন রুক্ষ আঁখি ?
নিদেশ পালিতে তব করেছি কি বাকী ?
এই চিন্তা, এ কল্পনা—একি মনছাড়া ?
ছাড়িয়া গেছে কি মনোবিজ্ঞানের ধারা ?

সর্ব্বত্যাগী বিশ্বরাজ

কেমনে চিনিব তোমা—তুমি নাকি বিশ্বের ভূপাল ?
এক মুষ্টি অন্ন লাগি' পল্লীপাশে ভিখারী কাঙাল !
চিতা-ভস্ম অঙ্গরাগ, পরিধানে হেরি বাঘাম্বর,
জটাতে জড়ান সর্পফণা সে যে কিরীট সুন্দর !
তোমারে পাগল পেয়ে বৃষভে চড়া'য়ে অবশেষে
কে তোমারে সাজাইল এ অপূর্ব্ব রাজেন্দ্রের বেশে ?
সর্ব্বজনে বিলাইয়া কণ্ঠভরা অমৃত তরল,
নীলকণ্ঠ, কি আনন্দে কণ্ঠে তুমি ধরিলে গরল ?
বিলাইয়া পারিজাত, রক্ত পদ্ম, তুলসী মধুরা,
কেন তুমি বেছে নিলে বিল্বপত্র দুর্গন্ধ ধুতুরা ?

তেয়াগি' লাবণ্যলতা মনোরমা গিরিজা মোহিনী,
ব্রত-কৃশা তপোদগ্ধা অপর্ণারে করিলে গৃহিনী !
হে ভবেশ, রাজ্যে তব কোন খানে মিলিল না ঠাঁই ?
সকলে যা' দিল ফেলে, শিরে তুমি তুলে নিলে তাই !
তোমা হেরি' হে সন্ন্যাসি, সর্ব্বত্যাগী ওগো বিশ্বরাজ,
সঙ্কোচে কুণ্ঠায় মরে' সর্ব্ব বিশ্ব পাইয়াছে লাজ।
সর্ব্ব ভোগ্য বস্তু ত্যজি' রাজা যদি শ্মশানে কান্তারে,
কেমনে সম্পদগর্ব্বে রবে প্রজা সুখের সংসারে ?
বিশ্বনাথ, আজো তুমি ফিরনিক তব সিংহাসনে,
সমগ্র জগৎ তাই ছুটে তব শ্মশান-সদনে !

কালোরূপ

ভোমরা, তোরে কুরূপ বলে ? হলিই বা তুই কালো,
তোর রূপেতে সুন্দরেরই পূজার দেউল আলো।
সুন্দরেরই পূজার লাগি
ফুলের বনে আছিস জাগি ;
বাহির দেখি' কে বোঝে তোয় ? সুন্দর তুই প্রাণে।
রূপের ভোজে মধুর যাহা
পানটি করিস নিত্য তাহা,
ঢালিস পুনঃ রসধারায় গুঞ্জনে আর গানে।
হলিই বা তুই কালো,—
সুন্দর তুই, সুন্দরে তুই বাসিস যে রে ভালো।

ও কালো মেঘ, সুন্দর তুই, যদিও তুই কালো,
বুক ভরে' তুই ফুটাস যে রে সুন্দরেরই আলো।
ইন্দ্রধনুর স্বপন দেখিস,
ইন্দুরেণু গায়ে মাখিস,
সুরূপ শিখী নেচে উঠে প্রেমের পরশনে।
সুন্দরেরি বার্ত্তা কহিস,
যক্ষপুরে পশরা বহিস,
অধরে তোর সুধার ধারা বর্ষণে আর স্বনে।
কে বলে তোয় কালো ?
সুন্দর তুই, সুন্দরে তুই বাসিস যে রে ভালো।

ওরে গভীর কালো দীঘি, হলিই বা তুই কালো,
তোর বুকেতে উঠলো ফুটে সবার রূপের আলো।
রূপের মোহে মরাল ছুটে,
রূপ ছড়ায়ে কমল ফুটে,
চন্দ্র তারার সব সুষমা আঁকড়ে তোরে ধরে।
রূপসীরা স্নানের ছলে,
নোয়ায় মাথা তোর ও জলে,
রূপটি তাদের আপন রূপে দিস রে উজল করে'।
কে বলে তোর কালো ?
সুন্দর তুই, সুন্দরে তুই বাস্‌তে পারিস ভালো।

ওরে আঁখি কালোবরণ, যদিও তুই কালো,
জগতে তুই ফুটিয়ে দিলি সবার রূপের আলো।
রূপেরে তুই দিলি জীবন,
রূপের বুকে তোর যে ভবন,
সব সুষমা লুটিয়ে পড়ে তোর ও পায়ের কাছে।
রূপ-সায়রে নিত্যস্নানে
মুদে থাকিস রূপের ধ্যানে,
রূপ সে তোর ও মর্ম্ম জানে তোর মাঝে কি আছে
যদিও তুই কালো,
সুন্দর তুই, সুন্দরে তুই বাসিস যে রে ভালো।

চিরতরুণী

(গান)

কে আছে তোমার মাঝে অসীম মোহন সাজে,
বলগো প্রিয়া !
কোন্ সে অপরিমিতি নব রূপে তব নিতি
ফুটায় হিয়া ?

তোমার স্বরূপে সখি শেষ যে নাহি,
অবাক হইয়া শুধু রহিগো চাহি' ;
অবিরত মধু ঝরে, অলি সে এলায়ে' পড়ে
নিয়ত পিয়া ।

সেই হাসি, সেই মুখ, সেই প্রেম-ভরা বুক,
সেই সে ভাষা,
এক(ই) কথা অগণন, চলে শুধু অনুখন
সে ভালবাসা ।

তবু মনে হয় যেন নূতন সবি,
মোহন তখনি তাই যখন লভি ;
নানা ভাবে সারা বেলা কেবা করে ফুলখেলা
তোমায় নিয়া ?

প্রিয়া

(উত্তররামচরিত হইতে সংগৃহীত)

কুন্দকোরক-দন্ত-শোভন সুন্দর মুখখানি,
যেন বা মূর্ত্ত মহাউৎসব কমনীয় তব পাণি
কণ্ঠ জড়ালে যেন বা চন্দ্রকান্ত মণির হার,
ইন্দুকিরণে শিশিরবিন্দু নিচিত অঙ্গে যার।
বাণী তব ম্লান জীব-কুসুমের বিকাশ-সাধিকা, প্রিয়া,
তৃপ্ত করিছে কর্ণকুহরে সুধাধারা বরষিয়া,
সব ইন্দ্রিয় পরিতর্পণ করি অর্পণ প্রাণ
অবসাদাহত চিত্তে নিত্য রসায়ন করে দান।
তোমার দৃষ্টি-দুগ্ধ-সরিতে নিত্য করাও স্নান,
করি পদ্মের কুট্মলনিভ প্রণামাঞ্জলি দান।
নেত্রযুগলে অমৃতবর্ত্তি, লক্ষ্মীস্বরূপা গেহে,
জীবন আমার, দ্বিতীয় হৃদয়, কৌমুদী-সুধা দেহে,
বর্ষোপলের মতন শীতল চারু অঙ্গুলি তব
যেন বা ললিত অতি সুকুমার নবলীকন্দ নব।
সাত্ত্বিক প্রেমরসের পরশে সুন্দর সুশোভিতা,
মৃদু চঞ্চল স্বেদ-রোমাঞ্চ-কম্পনে পুলকিতা,
নববারিসেকে বিকচকোরক তনু তব মনোরম
প্রাবৃট সমীরে ঈষৎ চালিত নীপের যষ্টি সম।

স্পর্শ

(উত্তরচরিত হইতে অনূদিত)

কে দিল ঢালিয়া হরিচন্দন
পল্লবরস সঙ্গে,
নিঙাড়ি' ইন্দু- কিরণাঙ্কুর
মরি মরি মোর অঙ্গে !
কে দিল মানস- পরিতর্পণ
জীবনৌষধি বিত্ত ?
সুধায় সিক্ত করিল তিক্ত
তাপ-জর্জ্জর চিত্ত !
সঞ্জীবন এ পরিমোহন যে
পুরা পরিচিত স্পর্শ,
অঙ্গে অঙ্গে প্রেম তরঙ্গে
জাগায় নবীন হর্ষ !
সন্তাপজাত মূর্চ্ছা ঘুচায়ে
আকুলানন্দ বন্যা
বিবশ করিছে প্রাণ, আনি' পুনঃ
জড়তা পুলকজন্যা ।

আত্ম সমর্পণ

(হাফেজ হইতে সংগৃহীত)

বাঁধিতে অবোধ হিয়া কোথা হ'তে এল, প্রিয়া,
তোমার অলকে এত ফাঁস!
তোমার নয়নছায়ে স্বপনেরা গায়ে গায়ে
পরাণ হরিতে করে বাস।

তোমার কেশের তলে যূথিকা ফুটিয়া উঠে,
আদীন-প্রবালগুলি ও রাঙা অধরে লুটে,
সুরার উছল তেজ শোণিতে শোণিতে ছুটে
মদালস তব মৃদু হাস;
কে ছিটালে ফুলদল?— ঘেরি তব অঞ্চল
এত কেন আতরের বাস?

তোমার তোরণতলে মলিন ধূলির মাঝে
রবি শশী শির দুটি লুকাক্ লুটাক্ লাজে,
দিবস হউক ম্লান, জ্যোছনা সে ম্রিয়মান,
হোক্ আজি গোলাপ হতাশ।
মিছে আভরণ ফেলি' পিছে আবরণ ঠেলি',
কর তনু-তনিমা প্রকাশ।

তোমার গমনপথে পাতি দেই এই হিয়া,
তোমার চরণরাগ রুমালে মুছায়ে নিয়া,
তোমার কপোলকূপে পরাণ সঁপিয়া দিয়া
ডুবিয়া মরুক তব দাস;—
যাহা কিছু মোর আছে তোমার পায়ের কাছে
সঁপিয়া বাঁচিবে ফেলি' শ্বাস।

আত্মদানের আকুলতা

(জালালুদ্দিন রুমী)

ওগো সুন্দর রথী,—ওগো সুন্দর শিকারী,
আঁখিবাণে বিঁধ হৃদয়-হরিণ মানস-কানন-বিহারী।

ওগো, নিশি নিশি তোমা লাগিয়া
চাঁদের মতন জাগিয়া,
তনুমন ক্ষীণ, হয় দিন দিন তব পথপানে নেহারি'
হারাইয়া দাও তোমার আলোকে হে রবি গগন-বিহারী।

প্রভু, তব পথপানে ছুটিয়া,
ভূতলে উপলে লুটিয়া,
এ নদী, কান্ত, হয়েছে শ্রান্ত তোমার চরণভিখারী,
উচ্ছল চল জোয়ারে টান গো উত্তালকলবিহারি।

ওগো সুন্দর রথী,—ওগো সুন্দর শিকারী,
তব প্রেমজালে বন্ধন কর চঞ্চল চিত আমারি।

মরণে উৎসব

(ম্যাথু আর্নল্ড)

ঢালো ফুল কুঙ্কুম চন্দন,
আর যাহা মধুর মঙ্গল—
শ্রান্তি-শেষে শান্তি লভি' সে যে
সুখী,—তার সাধনা সফল।

তার হাসি চেয়েছিল ধরা,
হাসিতে সে ভরে দেছে তায়,
হর্ষভরে হৃদি আজি নত—
তাই সে গো শান্তিটুকু চায়!

শোক তাপ ঝঞ্ঝনার মাঝে
ঘুরে ঘুরে অথির পরাণ,
শান্তি—শান্তি চেয়েছিল, তাই
শান্তি-ক্রোড়ে আজি সে শয়ান।

সঙ্কীর্ণ দেহের গেহকোণে
রুদ্ধশ্বাস সে আত্মা মহান্;
মৃত্যুর বিরাট সভাগৃহে
নিঃশ্বসিয়া জুড়াল পরাণ।

শেষের দিনে

(জালালুদ্দীন রুমী)

অন্তিম শয়নে হেরি' ক'র নাক' হাহাকার
ওগো বন্ধুগণ !
সমাধি খনিতে দেখি' মিছামিছি মায়া-ভ্রমে
ক'রনা রোদন।
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত যায়, তাই বলে' কে কোথায়
করে হাহাকার ?
এ কলুষ রাজ্য হ'তে অস্ত গিয়ে পুণ্যরাজ্যে
উদয় তাহার।
আমার প্রিয়ের সহ মনোরম মিলনের
হ'বে নাট্যলীলা,
অনধিকারীর লাগি' বিরচিবে যবনিকা
সমাধির শিলা।
যখন প্রিয়ের গৃহে বিজয় মঙ্গলগান
হইবে আমার,
সে কেমন হ'বে বন্ধু, তখন তোমরা যদি
কর হাহাকার ?

ধর্ম্মক্ষেত্র

গোটা দেহ কার বিরাট দেউল, সুবিশাল বেদী,—ভূধর শির ?
অর্ঘ্য কাহার ক্ষেত্র-কানন, পাদ্য শতেক নদীর নীর ?
পূজার বাদ্য কীচক-রন্ধ্রে, সিন্ধু-লহরে, বিহগ-গানে,
নিতি উৎসবে আরতি কাহার, আকাশ ভরিয়া আলোর বানে ?
কুশের বলয়ে, ধূপের ভস্মে, শুষ্কপ্রসাদী পূজার ফুলে,
ভরা আলপনা চন্দন দাগে, গৃহ,—প্রান্তর নদীর কূলে ?
কোথায় সদাই চরণ ফেলিতে শিহরে অঙ্গ ভক্তি-ভয়ে,
পবন কোথায় সত্ত্ববিমল, সলিল নিযুত কলুষ ক্ষয়ে ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র, ভারত মাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার পুণ্যবুকের পীযূষ স্তন্য চুমি'।

গোধন কোথায় রেখেছে বাঁচায়ে তাপসের তপ, দেবের যাগ,
নৃপের ঋদ্ধি ;—জননীকল্পা লভিয়াছে পূজা সেবার ভাগ ?
হিংস্র কোথায় আমিষ ত্যজেছে লভিয়া পুণ্যকুশের গ্রাস ?—
বেদীর মন্ত্রে দীক্ষিত তারা হয়েছে ঋষির দাসানুদাস,
কেশরী কেশর লুটায়ে লেহিছে জগৎ-মাতার চরণতল ;
কালফণী মম পিতার অঙ্গ বেড়িয়া ফেলেছে আঁখির জল ;
বিহগ কোথায় পরাণ দিয়াছে রুধির উগারি' সতীর লাগি',
খগরাজ কোথা লুটিয়া পড়িয়া বিভুর চরণে রয়েছে জাগি' ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র, ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,—
ধন্য জনম, যাহার পুণ্য বুকের পীযূষ স্তন্য চুমি'।

দেবের ব্যজনে সাধের পুচ্ছ দিয়াছে কোথায় চমর-বধূ,
তুচ্ছ জীবন করেছে উচ্চ মধুমক্ষিকা বিতরি' মধু?
বহে মৃগনাভি নাভিতে হরিণ দিতে দেবতায় গন্ধসুখ,
দিয়াছে মুক্তা কুম্ভ বিদারি' বারণ, শুক্তি,—বিদারি' বুক?
পাষাণ আপন বক্ষ চিরিয়া দেছে কুঙ্কুমসিঁদুররাগ,
তৃণ তরু দেছে আপন অস্থি সাধিতে কোথায় দেবের যাগ?
কীট কোথা দিয়া আপনার হিয়া পরায়েছে মায়ে চেলাঞ্চল,
আপন পরাণে রঞ্জিয়া দেছে জগৎ-মায়ের চরণতল?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার পুণ্য বুকের পীযূষ স্তন্য চুমি'।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাম-রাম" বিনা গাহে না কোথায় সারিকাশুক?
রামায়ণ স্রোত দিয়াছে খুলিয়া ক্রৌঞ্চ কোথায় বিদারি' বুক?
তিত্তিরি কোথা বসি আশ্রমে উপনিষদের বারতা কয়,
কৃতকপুত্র ময়ূর করেছে ঋষি-তনয়ের হৃদয় জয়?
কানন পেলেছে যোগী সন্ন্যাসী অশোক-বিল্ব-বটের ছায়,
আনন মলিন হোমের ধূমেতে, করুণা অরুণ নয়নে চায়;
ধরেছে বাকল, অক্ষ-মালিকা, ভৃঙ্গার, কোথা বিটপীকুল,
ক্ষণে ক্ষণে ঐ তনু রোমাঞ্চে ফুটিয়া উঠেছে কেশর ফুল?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার পুণ্য বুকের পীযূষ স্তন্য চুমি'।

দারু, তৃণ, হিয়া পাষাণে ঘরষি' কোথা দেছে দেবে গন্ধরস,
দেবতা-দেউলে দহিয়া মরণে লভিয়াছে ধূপ অমর যশ ?
গোময় কোথায় করে দেছে শুচি, লক্ষ্মীমায়ের আঙিনাতল ?
অর্ঘ্যের লাগি কোথা ফুটে ফুল, ভোগের লাগিয়া ধরে গো ফল ?
আশীষ কোথায় দূর্ব্বার দল, মঙ্গলমাটি মৃগরোচনা ?
ধান্য কোথায় কমলাদেবীর অঞ্চলঝরা মুক্তাকণা ?
বৈশাখদিনে অশথ কোথায় লভে গাঙ্গেয় ঝারার জল ?
দীপ-আলোকিত তুলসীকুঞ্জ মরণেতে দেয় সুমঙ্গল ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,—
ধন্য জনম, যাহার পুণ্যবুকের পীযূষ স্তন্য চুমি'।

স্বরগের ঘাটে নিতি খেয়া দিতে জাহ্নবী মায়ে রেখেছে কে বা ?
কোথায় ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ফলদা সরযূ যমুনা তমসা রেবা ?
ঋষির আদেশে কোথায় শৈল নমিয়া পড়িল তাঁহার পায় ?
ভূধর-নৃপতি ধরিল সাদরে সন্ততিরূপে জগৎ-মায় ?
পুণ্য-পুলক-শিহরণ সম সাত্ত্বিক রসে ভক্তদেহে,
শতেক তীর্থ মঙ্গলপীঠ জাগিয়া উঠিল কাহার গেহে ?
আমূল মর্ম্ম মন্থন করি সিন্ধু কাহার পরাণ পণে,
কমলা, ইন্দু, সুধা, মন্দার, বিতরিয়া দিল দেবতা জনে ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার পুণ্যবুকের পীযূষ-স্তন্য চুমি'।

নরনারী কোথা প্রভাতে দেউলে আরতির শুভ শঙ্খতানে,
জেগে উঠে চায় ভক্তিপ্রণত রক্ত তরুণ অরুণ পানে?
স্নানপূত শুচি, সিক্ত বসনে ডেকে আনে গৃহী অনাথজনে,
অর্পণ করে তর্পণ বারি স্বর্গত যত পিতৃগণে ;
পঞ্চ যজ্ঞ করিয়া সমাধা অতিথি ভিখারী তুষিয়া নিতি
দিবসের শেষে আমিষবিহীন পূত ভোজনের কোথায় রীতি ?
সন্ধ্যায় শত সারিয়া কৃত্য, সুপ্তি কোথায় ক্লান্তিহরা ?
স্বপনেও কোথা হেরে গৃহী নিতি ভৃঙ্গার জটা বাকল ধরা ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার পুণ্যবুকের পীযূষ স্তন্য চুমি'।

নিশাতমঃ দূর আরতি-আলোকে, ভোজ্য কোথায় পূজার ভোগ,
দেউল-সোপান শয্যা কোথায়, চরণামৃত হরে গো রোগ ?
বিভুনামলেখা তিলক ভূষণ, তীর্থের ধূলি অঙ্গরাগ,
গার্হপত্য মরণের চিতা, দেবতার ঋণ শোধিতে যাগ ?
পূজার কুসুমে দিন গণে নারী, হরি বলে' ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
তনয়ের নাম রাখে কোথা গৃহী বিভুর চরণ, মায়ের দাস ?
জননী কোথায় অন্নপূর্ণা দুখী তাপী জনে ধরেছে বুকে,
জনক কোথায় শ্মশানে বেড়ায় কঙ্কালমালা পরিয়া সুখে ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার পুণ্যবুকের পীযূষস্তন্য চুমি'।

শিল্প কাহার দেউলরচনা মূর্ত্তিগঠনে প্রকাশ পায় ?
সঙ্গীত কোথা ভাবগদগদ যার পদ বুকে ধরিতে চায় ?
কার সাহিত্য সতীর সাধুর দেবতা জনের করেছে সেবা ?
বড় কবি কার করুণা-পাথার প্রেমের পাগল সাধক যে বা ?
অনল, অনিল, গ্রহতারা, রবি লভিয়াছে কোথা পূজার দান ?
প্রজাপতি কোথা করে সোমরস সন্ধ্যা উষার স্তোত্রগান ?
কার গৃহে গৃহে শিলার খণ্ড জাগ্রত দেব, বেদীর 'পরে ?
সব চরাচর লভে কার পূজা পরংব্রহ্মে বক্ষে ধরে ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার পুণ্যবুকের পীযূষ স্তন্য চুমি' ।

কর্ম্মে কোথায় শুধু অধিকার, ফল সে ত যায় ধাতার পায়,'
মরণ মিথ্যা, অমর আত্মা নবীন বসন পরিতে চায় ।
নিজ ভাবনায় রহিলে মগন কোথায় নিখিল ভুবন ভুলি',
অভিশাপ আশে উদ্যত জটা বিদ্যুৎ ছুটা রোষেতে তুলি' ?
নারী কোথাকার দেবীর মূর্ত্তি মদন শমন চরণে পড়ে,
আজীবন কোথা ব্রহ্মচারিণী, অথবা পতির চিতায় মরে ?
ইহলোক কোথা প্রবাসের মত, ভোগ হেয় যেন মলিন ক্লেদ,
গৃহেতে অনল জ্বলিলে কোথায় গৃহী খুঁজে তার যজুর্ব্বেদ ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার 'কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার পুণ্যবুকের পীযূষ স্তন্য চুমি' ।

ধর্ম্মাচরণে বিবাহ কোথায়, উজলিতে কুল কোথায় সুত ?
বর্জ্জন তরে অর্জ্জন কোথা, অভিষেক কোথা হইতে পূত ?
কর্ম্মবলের লাগি যৌবন, অতিথির লাগি কোথায় গেহ ?
পুনর্জ্জন্ম জিনিতে জনম,আত্মার লাগি কোথায় দেহ ?
যোগের লাগিয়া স্বাস্থ্য কোথায়, তপের লাগিয়া কঠোর যোগ ?
চিরনিবৃত্তি লভিবার তরে কোথায় অচির কালের ভোগ ?
জীবন-ধারণ ভুবনের লাগি, পুণ্যের লাগি মনের ভাব ?
নবীন শক্তি লভিয়া ফিরিতে কোথায় ইচ্ছা-মরণ-লাভ ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার পুণ্যবুকের পীযূষ স্তন্য চুমি'।

কোথা তপঃকৃশ ঋষিতনয়ের ক্ষীণ অঙ্গুলি হেলন-ভরে
নৃপতির শির, উদ্ধত বাজি, উদ্যত অসি নমিয়া পড়ে ?
রাণীসহ রাজা ধেনুর সেবায় কোথায় কাননে ভূধরে ফেরে ?
নৃপসুত ঘুরে পথে প্রান্তরে কাঁদিয়া দুঃখী জগৎ হেরে' ?
শরণাগতের লাগি নরপতি দিতে গেল কোথা আপন প্রাণ ?
পাপের শাস্তি লাগি দেবর্ষি হেলায় করিল অস্থিদান !
যুবরাজ কোথা সখা বলি ডাকি' নিষাদে বানরে ধরিল বুকে,
মরণের আগে মুক্ত নরেশ কমলার সুতা লভিল সুখে !
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারত মাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার পুণ্যবুকের পীযূষ স্তন্য চুমি'

কোথা ভিখারীর ক্ষুদের লাগিয়া বাঁধা ভগবান কুটীর-দ্বারে ?
যমুনায় ফেলে পরশ-পাথর কোথায় তুচ্ছ জানিয়া তারে ?
পতির নিন্দা করিয়া শ্রবণ সতী ত্যজে কোথা ঘৃণায় প্রাণ ?
বৃদ্ধ পিতারে যৌবন দিল, অতিথিরে কোথা পুত্রদান ?
সারা জীবনের সাধনার ফল কোথা দেয় ব্যাধ গুরুর পায় ?
পঞ্চ বরষে রাজার তনয় বনে বনে কেঁদে হরিরে চায় !
ভ্রাতার লাগিয়া নিদ্রা ক্ষুধায় জিনিল যোদ্ধা লালসারণে,
প্রজার লাগিয়া জীবনকল্পা মহিষীরে কোথা পাঠায় বনে ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারত মাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম যাহার পুণ্যবুকের পীযূষ স্তন্য চুমি'।

দুগ্ধধবল স্নিগ্ধদিঠিতে কে করায় নিতি মোদের স্নান,
আকাশে বাতাসে মাতাইয়া ভাসে কোথা নিমায়ের প্রেমের গান ?
স্তন্যের সহ কে দেয় কণ্ঠে পাপতাপজয়ী হরির নাম,
আশীষ কাহার বরের মতন—করে গো পূর্ণ মনস্কাম ?
শত্রু জনেরে ক্ষমা কে শিখায়, লুটিতে মিত্র জনের পায়,
কীর্ত্তননাচা পদধূলি লয়ে কে দেয় মাথায়ে সবার গায় ?
অঞ্জলি দেয় কুসুমে ভরিয়া, শিরগুলি দেয় নোয়ায়ে আর !
বক্ষে কে দেয় বিমল শান্তি, চক্ষে জাগায় স্বর্গদ্বার ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার পুণ্যবুকের পীযূষ স্তন্য চুমি।

শেষ

দিবস হইল শেষ। রবি গেল পাটে ;
কঠোর কর্ম্মের পথে যাত্রা শেষ তার।
মাঠে শেষ কৃষিকার্য্য, বেচা কেনা হাটে,
তটে শেষ পাটনীর শেষ খেয়াপার।
ঘাটে শেষ ঘটভরা কাঁকণের তান,
গোঠে শেষ গোধনের দিনান্ত ভোজন ;
বট বিল্ব বিটপীতে বিহগের গান,
বাটে শেষ মানবের ব্যস্ত বিচরণ।
ফোটা শেষ কুসুমের বনে উপবনে,
মঠে শেষ আরতির মঙ্গল নিনাদ,
ঝাঁটে পাটে গৃহকাজ কুটীর প্রাঙ্গণে,
হাঁটা শেষ পথিকের ক্লান্তি অবসাদ।
এই সর্ব্ব শেষমাঝে উদাস সন্ধ্যায়,
জীবনের শেষ, সেও উঁকি মেরে যায়।

পরিশিষ্ট ।

দীপ্ত বৃন্দাবন

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী লিখিত

ইন্দু বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার, সন্দ' কার ?
নিত্য যেথা পূর্ণরূপ নন্দপুরচন্দ্রমার !
নিত্য যাঁর সন্ধ্যারতি বিশ্ব করে জ্বালায়ে বাতি,
পুষ্পবনে মলয় ছুটে ব্যজনি ধূপ-গন্ধভার !
'কিতব বঁধু মধুপ' দলে গুঞ্জি' ফুলে পরশে ছলে;
পাপিয়া-পিক-কণ্ঠ সদা বৈতালিক বন্দনার,
বৃন্দাবনসঙ্গ ত্যজি' চলে না পদদ্বন্দ্ব তাঁর !

সপ্ত রঙে মেঘের ঘটা হেরিয়া যার চূড়ার ছটা
হরষে শিখী শিখিনী সহ প্রসারয়ে শিখণ্ড-ভার !
ঝুলনে ঝুলে' কদমতলে গোষ্ঠে খেলে গোপালদলে,
শঙ্কাহীন গোধনগণ 'হিতকারী গোবিন্দ' যার !
বৃন্দাবন-সঙ্গ ত্যজি' চলে না পদদ্বন্দ তাঁর !

'নীলাঞ্চলে ঢাকিয়া আধা ধরনীরাণী মানিনী রাধা,
কৃষ্ণচূড়া পরশ চাহে চরণঅরবিন্দ যার।
ব্যঙ্গে হাসে সারিকা শুক গাহিছে কেহ বিরস মুখ,
'পরিহর গো মন্যু রাধে' মিনতি শত সান্ত্বনার !
বৃন্দাবন-সঙ্গ ত্যজি' চলে না পদ-দ্বন্দ্ব তাঁর !

'হৃদয়-দধি মন্থ করি ভুবন রাখে ভাণ্ড ভরি',
গন্ধ পেয়ে করে সে চুরি, স্বভাব হেন মন্দ তার।
ব্রজের সেই নবনী-চোরে মানসচুরি করিয়া কেরে
আশ্রিতের সর্ব্ব হরি'রাখেনা কিছু মন্ত্রণার!
বৃন্দাবন-সঙ্গ ত্যজি চলেনা পদ-দ্বন্দ্ব যাঁর।

অজানা জলে করিয়া হেলা যাত্রীদলে ভাসায় ভেলা,
বিষম-ভার পসরাভারে ক্লান্ত নহে স্কন্ধ আর।
পাটনী তীরে আনিয়া তরী যাত্রী তোলে পসরা ধরি,
পারের কড়ি লাগেনা যারে, কে রাখে খেয়া বন্ধতার
বৃন্দাবন-সঙ্গ ত্যজি' চলে না পদদ্বন্দ্ব যাঁর।

নখিল করি বধুর সাজ যমুনা-তীরে দাঁড়ায়ে আজ,
পবনে কেগো বাজায় বাঁশী, পরশি কোন্ রন্ধ্র তার?
আরাধিকা এ রাধার তরে 'রাধিকানুগ' সদাই ফেরে,
হৃদয়-নদী উছলি' চলে উজানে বহি' মন্দধার।
অনুভব-আনন্দে সদা নিত্য সে যে রয়েছে বাঁধা
ভাবের হেন নন্দপুরে পশে কি নিরানন্দ আর?
বৃন্দাবন উজলি' আছে কিরণে চিরচন্দ্রমার!

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের

দুইখানি অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ

কুন্দ ও কিসলয়

এই কাব্যদ্বয় পাঠান্তে মুগ্ধ কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন

লিখিয়াছেন :—

কি আনন্দ ! এ যেন রে অকস্মাৎ আইল ফাল্গুন,
অকস্মাৎ বহিল মলয় !
কি আনন্দ ! কে যেন রে দাউ দাউ জ্বালিল আগুন
ঘুচাইয়া শীতার্ত্তের ভয় ।
নগরের কোলাহলে বুঝি মোর বাহিরায় আয়ু
হয়েছিনু এত ঝালাপালা !
তোমার সবুজ কুঞ্জে, গ্রামে আসি, সেবি মুক্ত বায়ু
হে সুকবি, জুড়াইল জ্বালা !

বাত্যাক্ষিপ্ত পোতযানে আরোহিয়া সমুদ্র যাত্রীর
এ যেন রে কূলে আগমন !
বহু বর্ষ কারাগারে রুদ্ধ থাকি মুক্ত কয়েদীর
এ যেন রে গৃহ-দরশন !
বন্ধ্যার অখ্যাতি লভি' এ যেন রে প্রৌঢ়া রমণীর
চাঁদপারা সন্তান প্রসব !
এ যেন যুগান্তে আহা বৃন্দাবনে, মুরলী-ধারীর
পদার্পণ ! সেই বংশীরব !

তোমার সৌন্দর্য্যকুঞ্জে যতবার পশি আমি, কবি !
হেরি তথা শোভা নব নব !
গলাগলি করি তথা হাসে চাঁদ আর বালরবি
অফুরন্ত ফুলের বৈভব !
দোয়েলের কোকিলের কলরব অফুরন্ত মরি
অফুরন্ত ময়ুর নাচন !
যাদুকর, এগো কোন্ মায়াপুরী ? দিবা বিভাবরী
অফুরন্ত আনন্দ স্বপন !

তোমার কবিতারাণী মরি মরি অনিন্দ্য সুন্দরী
মূর্ত্তিমতী ঊষারাণী সমা !
প্রভাত পবন স্পর্শে অলঙ্গ কাঁপিছে থরথরি
লাল চেলী এ কি নিরুপমা !

পদ্মগন্ধ ভুর্ ভুর্ মুখে ছোটে ! সীমন্তে সিন্দূর
প্রাণচোরা গালভরা হাসি !
শিশির-মুকুতা-হার কণ্ঠে দোলে, মধুর, মধুর
এ কি শোভা ! লাবণ্যের রাশি !

তোমার কবিতারাণী মরি মরি অনিন্দ্য-সুন্দরী
মূর্ত্তিমতী শারদী শর্ব্বরী !
রূপবন্যা জ্যোৎস্নাসম উছলিছে বিশ্ব আলো করি ;
তরঙ্গিছে ভাবের লহরী !
ভুর্ ভুর্ মুখে ছোটে, আহা মরি চিত্ত বিমোহন
শেফালীর দুরন্ত সৌরভ !
অরসিক কি বুঝিবে বোঝে শুধু রসিক সুজন
পৌর্ণমাসী নিশির গৌরব ।

[অপূর্ব্ব নৈবেদ্য]

কবির পরিণত যৌবনের রচনা পাঠে সুকবি দেব-কুমার রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন :—

অনুভূতি করে স্তুতি তব করে মূর্ত্তি লভিবারে,
প্রকৃতি বিস্মৃতি বশে খুলে দেয় অন্তর ভাণ্ডার
মলিন এ মহী বন্দে গীতছন্দে শোভার সম্ভারে
চরাচরে চারিদিকে সম্বর্দ্ধন উদ্গীত তোমার।
কি অপূর্ব্ব অমিয়ার উৎস মুখ দিলে আজি খুলি
এ বিশ্ব মন্থন করা সৌন্দর্য্যের উদ্বেল প্লাবন,
হৃদয়ের রক্ত রাগে কি চিত্র অঙ্কিছে তব তুলি
অকুণ্ঠ উল্লাসে আমি নিত্য তাহে বিস্ময় মগন।
হে সুন্দর শক্তিমান্, হে অজ্ঞাত আপন আমার
তব গীতে মম চিতে জাগে নিতি অতীতের স্মৃতি,
মম মন মরু মাঝে আসে দিব্য হর্ষের জোয়ার
শুষ্কপ্রাণে মঞ্জরিয়া উঠে পুনঃ অপরূপ প্রীতি।
হে নব বরেণ্য কবি, অই তব ত্রি তন্ত্রী ঝঙ্কারে
মম হিয়া পুলকিয়া উঠে মাতি আনন্দ আবেশে
ভাবি আমি এতদিনে মিলিলরে আজি এ সংসারে
যে মোর আপনজন ধন্য হবো যারে ভাল বেসে
অখ্যাত অজ্ঞাত আমি, উপেক্ষিত, চিরব্যর্থ কাম
আশীর্ব্বাদ করি বন্ধু সার্থক হউক তব নাম।

[বিজয়া, ভাদ্র, ১৩২০

বিজ্ঞাপন-সুলভ তূর্য্যনিনাদ নিষ্প্রয়োজন।
বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দের নিম্নোদ্ধৃত
অভিমত পাঠ করুন।

৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর (বান্ধব সম্পাদক)—

তোমার কবিতা আমার কর্ণে সুধাবর্ষণ করিল।

৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

রস, ভাব, ছন্দ, অলঙ্কার সকলদিকেই তোমার বিশেষ দৃষ্টি আছে—অতএব তুমি কবিতা রচনায় অধিকারী সন্দেহ নাই। যতগুলি পড়িলাম সব-গুলিই সুন্দর লাগিল। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী ও যশস্বী হও।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সাহিত্য সম্পাদক)—

আপনার 'কুন্দ' সুরভি ও সুন্দর, শুভ্র ও নিৰ্ম্মল। আপনার কবিতায় আপনি যে ক্ষমতার আভাস দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ আশাপ্রদ। সারস্বত-সাধনায় অবহিত ও সিদ্ধ হউন, ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (উপাসনা-সম্পাদক)—

কবি নবীন হইলেও ইঁহার কাব্যে বেশ মৌলিকতা ও সৌন্দর্য্যবোধ আছে। আশীর্ব্বাদ করি, কালিদাস তাঁহার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিবেন।

৺চন্দ্রনাথ বসু--

'কুন্দে "অনুতাপ ও অশ্রু," "তুলসী" "পাষাণ-মূর্ত্তি" ইত্যাদি কবিতার হিন্দুভাব ও ভক্ত-হৃদয়ের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিলাম। ইহাতে যে আজকালকার মত ক্ষীণভাব, ভাষা-সর্ব্বস্ব, ছন্দোমধুর কবিতার স্থান নাই, তাহাতে ইহাকে অধিকতর সুন্দর করিয়াছে, স্বদেশকাবতাগুলি মর্ম্মস্পর্শী—পল্লীচিত্রগুলি মনোরম। প্রার্থনা করি সাহিত্যক্ষেত্রে জয়যুক্ত হউন।

সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

কবিতাগুলি সুমধুর ভাষায় রচিত এবং সুগভীর ভাবপূর্ণ। ইহাই যখন তোমার উদ্যমের প্রথম ফল তখন পরিণত ফল আরও সুন্দর হইবে সন্দেহ নাই।

৺রজনীকান্ত সেন—

তরুণ কবি! তোমার কুন্দ আমার রোগশয্যায় বেদনা-ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপ অর্পণ করিয়াছে। সে আমার প্রেমাস্পদ।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম্, এ, পি, আর, এস্—

স্থলে স্থলে ভাবের উৎকর্ষ ও অসাধারণতা লক্ষ্য করিলাম। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য অনুকারকগণ অপেক্ষা তোমার ভাবসম্পদ্ অধিক আছে বলিয়া বোধ হয়।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—

'কুন্দ' কাব্যখানিতে বেশ ছন্দোমাধুর্য্য আছে।

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—

কবিতাগুলি শুভ্র জ্যোৎস্না যেন গায়ে মাখিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর পবিত্র ভাব সৌরভ সুললিত ভাষায় প্রকাশ করিতেছে। কবি ও কাব্য দুই-ই সার্থকনামা।

শ্রীযুক্ত শশধর রায়—

সত্যই আপনার 'কুন্দ' পাঠ করিয়া আপনার প্রতি শ্রদ্ধা না হইয়াই পারে না। আপনার হৃদয় প্রকৃতই কবি হৃদয়। আপনার রচনা এমন হৃদয়স্পর্শী, এমন শ্রুতিমধুর যে পাঠান্তেও কর্ণে তাহার ঝঙ্কার থাকিয়া যায়। 'কুন্দ' সর্ব্বাংশেই বঙ্গ-সাহিত্যে সমাদর পাইবার যোগ্য।

গ্রন্থকারের নূতন কাব্য গ্রন্থ

ঋতু মঙ্গল

ও

গীতি মঙ্গল

সত্বর প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গভাষায় অভিনব সৌন্দর্য্য নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।